ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া–এর অবদান

পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহা. আবদুল বাকী

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৬-২০১৭

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ০৭/২০১৬-১৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ।

২০১৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : 9661920-73/6290-6291
ফ্যাক্স : 880-2-9667222

Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Phone : 9661920-73/6290-6291
Fax : 880-2-9667222

সূত্র : তারিখ :

প্রত্যয়ণ পত্র

প্রত্যয়ণ করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম কর্তৃক পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণা কর্ম নয়; বরং গবেষকের নিজের মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জিত করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে আমি গবেষককে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান" শিরোনামে কোথায়ও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোন যৌথ প্রয়াস নয়। এটি আমার একক গবেষণাকর্ম। পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এ থিসিস-এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ:

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
পি-এইচ.ডি. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ০৭/২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংকেত সূচি

আঃ	: আলাইহিস সালাম
রাঃ	: রাযিআল্লাহু আনহু
রহ.	: রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
সাঃ	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ই.ফা.বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
হা.ফা.বা.	: হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ড.	: ডক্টর
হি.	: হিজরী
খৃ.	: খৃষ্টাব্দ
জ.	: জন্ম
মৃ.	: মৃত্যু
সং.	: সংস্করণ
খ.	: খন্ড
মাও.	: মাওলানা
তা.বি.	: তারিখ বিহীন
পূর্বোক্ত	: পুনরাবৃত্তি করা
বাং.সং.	: বাংলাদেশ সংস্করণ

সূচিপত্র	
বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়ন পত্র	২
ঘোষণাপত্র	৩
সংকেত সূচি	৪
ভূমিকা	৬
অধ্যায় ঃ ১ মু'জেযার সংজ্ঞা বা পরিচিতি	৯
অধ্যায় ঃ ২ মু'জেযার উৎস, গুরুত্ব নবীগণকে প্রদান করার কারণ, মু'জেযা অস্বীকারকারীর পরিণতি	১৩
অধ্যায় ঃ ৩ মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য শয়তান, জ্বিন ও জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ	১৯
অধ্যায় ঃ ৪ ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও তার প্রভাব	২৭
অধ্যায় ঃ ৫ মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল মু'জেযাসমূহ	৩৮
অধ্যায় ঃ ৬ ওলীদের পরিচয় ও তাঁদের কারামত সত্য কি-না ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদান	১২২
অধ্যায় ঃ ৭ মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল কারামতসমূহ	১৩৩
অধ্যায় ঃ ৮ মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রস্তাবনা	১৭০
উপসংহার ঃ	১৭৩
গ্রন্থপঞ্জী ঃ	১৭৫

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার, প্রসার ও মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত এই গুরু দায়িত্ব আন্তরিকতা ও ভালবাসার মাধ্যমে বিরামহীন, বিশ্রামহীন ও আপোষহীনভাবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। সাধারণ মানুষ থেকে নবী ও রাসূলগণকে আলাদাভাবে বুঝার জন্য মহান আল্লাহ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। এসবের মধ্যে মু'জেযা অন্যতম। এ ছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর নেক্কার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে থাকেন যা কারামত নামে খ্যাত। মু'জেযা ও কারামত মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। এ ছাড়া দুষ্ট মানুষ ও দুষ্ট জ্বিনদের মাধ্যমে যা প্রদর্শিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে জাদু। জাদুতে মানুষের ক্ষতি হয়ে থাকে। এ জন্য ইসলামে জাদু হারাম করা হয়েছে। যখন যেই দেশে যে বিষয়ে আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ বুৎপত্তিসহ মহান আল্লাহ নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মূসা (আঃ)-এর সময় মিসর ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। মহান আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে তাঁর লাঠির মু'জেযা দিয়ে পাঠালেন। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে শাম বা সিরিয়ার লোকজন চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। মহান আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে মৃত মানুষ জীবিত করা, মাটির তৈরি পাখি ফুঁ দিয়ে জীবন্ত করা ইত্যাদি মু'জেযা দান করলেন–(সূরা আল ইমরান ৩ : ৪৯)। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময়ের আরবরা ভাষা সাহিত্যে সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দিলেন। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মু'জেযা রূপে নাযিল হয়। ধর্ম প্রচারকালে নবী ও রাসূল কর্তৃক যেমনিভাবে মু'জেযা প্রদর্শিত হয়েছে অনুরূপভাবে ওলীদের মাধ্যমেও কারামত প্রকাশিত হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ তাদের কারামতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম কবূল করেছে। যেমন খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহ:)-এর ওয়াজ শুনে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে ওলীদের অসংখ্য কারামত সমাজে প্রমাণিত আছে।

মু'জেযা ও কারামতে আউলিয়া সম্পর্কে অনেকে অজ্ঞাত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, ধর্মীয় সমস্যাই মানবতার প্রধান প্রতিবন্ধক। আর যে ধর্মটি স্বীয় অজ্ঞানতার দ্বারা বহু সমস্যা সৃষ্টি করছে তা হল ইসলাম। আর এই ইসলামের মু'জেযা সম্পর্কে তারা আরো বেশি উদাসীন। কারো কারো কাছে বিষয়টি হাস্যকরও

বটে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের সেই অজ্ঞতা দূর করা একজন মুসলিম হিসেবে যেমন কর্তব্য তেমনিভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলামে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা তুলে ধরা প্রয়োজন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে যেসকল মু'জেযা ও ওলীদের কারামত প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকাংশে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি।

ইতোপূর্বে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান সম্পর্কে কিছু লেখালেখি থাকলেও তা বিক্ষিপ্ত, অগোছালো ও অরসালো; যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। আনুষ্ঠানিকভাবে বা পূর্ণাঙ্গভাবে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় এমন সহজলভ্য মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান সম্পর্কে কোন লেখা আমার নজরে আসেনি। এমনকি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান রয়েছে তাও পূর্বের লেখাগুলিতে উপেক্ষিত হয়েছে। এ অভাব পূরণের মানসে আমি **"ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান"** এই শিরোনামে গবেষণা করতে প্রয়াস পাচ্ছি। গবেষণাটি দু'টি অংশে ভূমিকাসহ মোট ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অংশে মু'জেযা ও দ্বিতীয় অংশে কারামত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অধ্যায় বিন্যাস : ভূমিকা, প্রথম অংশ : অধ্যায় : ১ মু'জেযার সংজ্ঞা/পরিচিতি। অধ্যায় : ২ মু'জেযার উৎস, গুরুত্ব নবীগণকে প্রদান করার কারণ এর অস্বীকারকারীর পরিণতি। অধ্যায় : ৩ মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য শয়তান, জ্বীন ও জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ। অধ্যায় : ৪ ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব তাৎপর্য ও তার প্রভাব। অধ্যায় : ৫ মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল মু'জেযাসমূহ। অধ্যায় : ৬ ওলীদের পরিচয়, ওলীদের কারামত সত্য কি-না, ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদান। অধ্যায় : ৭ মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল কারামতসমূহ। অধ্যায় : ৮ মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রস্তাবনা। উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জী।

এ সম্পর্কে সামগ্রিক পরিকল্পিত গবেষণা ইতোপূর্বে তেমন হয়নি। তাই এক্ষেত্রে আমাকে প্রাথমিক কাজের সকল ক্ষেত্রে অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং দেশের জ্ঞানী-গুণীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও বহু প্রতিষ্ঠান আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। আমার গবেষণার কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মুহা. আবদুল বাকী। তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা এ গবেষণা কর্মে সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, সত্যিই তার তুলনা হয়না। এজন্য তাঁর নিকট

বিশেষভাবে ঋণী। গবেষণার কাজে বাবা-মা ও আমার সহধর্মিণীও আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আরো সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর শফিকুর রহমান স্যার। গবেষণার কাজে ও সামগ্রিক পথচলায় যিনি অভিভাবক সুলভ স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হলেন, মহৎপ্রাণ বাঙালী, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি গভীর অনুরাগী, বিশ্বনন্দিত হাফেজে কুরআন, দেশ বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ রুহুল আমিন মাদানী, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি গভীর অনুরাগী, তারণ্যের অনুপ্রেরণা রাজী মুহাম্মাদ ফখরুল মুন্সি, বিশিষ্ট লেখক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার মোঃ সফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খায়রুল এনাম, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক আবূ তাহের-এর কাছ থেকে আমি যে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ গবেষণা সম্পন্ন করতে যেয়ে আমার স্ত্রী ও একমাত্র স্নেহের কন্যা লুবাবাকে আমার সান্নিধ্য লাভ থেকে দূরে থাকার জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এছাড়া যেসকল বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন গবেষণার কাজে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর বান্দার এ খিদমতটুকু কবূল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পারিতোষিক দানে পরিতৃপ্ত করেন। আমীন।

মোহাম্মাদ সফিকুল ইসলাম
পি-এইচ.ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম অংশ

অধ্যায় ঃ ১

মু'জেযার সংজ্ঞা বা পরিচিতি

মু'জেযা শব্দের আভিধানিক অর্থ :

معجزة শব্দটি اعجاز। মাসদার হতে নির্গত। যার অর্থ অলৌকিক বিষয়। বহুবচনে معجزات। মু'জেযা শব্দের অর্থ অক্ষম করা।[১] পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ[২]

–এবং জেনে রাখবে যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

মু'জেযা শব্দের অর্থ অপারগ করা। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ[৩]

–তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না।

মু'জেযা শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ[৪]

–তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না।

মু'জেযা শব্দের অর্থ হীনবল।

পবিত্র কুরআনে এসেছে– فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ[৫]

–আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না।

মু'জেযা শব্দের অর্থ অলৌকিক। যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।[৬]

মু'জেযা শব্দের অর্থ বিস্ময়।[৭] এটি(قدرة)অর্থাৎ ক্ষমতার বিপরীত শব্দ। কেননা কাউকে অক্ষম ও অপারগ করে দিতে পারলে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমতা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়।[৮] মু'জেযা শব্দের আরেকটি অর্থ হল– অপরের প্রতি অপারগতা বা অক্ষমতার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া।[৯]

---

১ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ডক্টর, **আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**, পঞ্চদশ সংস্করণ, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ৭১৬

২ **আল-কুরআন**, ৯ : ২

৩ **আল-কুরআন**, ১১ : ২০

৪ **আল-কুরআন**, ২৪ : ৫৭

৫ **আল-কুরআন**, ৯ : ৩

৬ মুহাম্মাদ এনামুল হক, ডক্টর, প্রধান সম্পাদক, **বাংলা অভিধান**, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ. ৬৬

৭ মো. আব্দুল বাতেন, মাওলানা, **আল-কাওসার বাংলা-আরবী অভিধান**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ৪৩০

৮ মান্না আল-কাত্তান, **আল-মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন**, (বৈরুত : মু'আসসাসা আররিসালা, ১৯৮৭), পৃ. ২৬৫

৯ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, **আত্তিবয়ান ফী উলুমিল কুরআন**, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৫), পৃ. ৮৯

মোদ্দাকথা, পবিত্র কুরআনুল কারীমের ব্যবহার ও আরবী অভিধানের দৃষ্টিতে মু'জেযা শব্দের অর্থ অক্ষম করা, অপারগ করা, পরাক্রমশালী, হীনবল, অসমর্থ করা, অসম্ভব বস্তু, বিস্ময়, অলৌকিক বিষয় প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

মু'জেযার পারিভাষিক অর্থ :

রাসূলগণ কর্তৃক সম্পাদিত এমন অলৌকিক ও অসাধারণ কার্যাবলীকে মু'জেযা বলা হয় যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমসাময়িক যুগের লোকেরা ব্যর্থ হয়।[১] কেহ কেহ মু'জেযার সংজ্ঞায় বলেছেন, আল্লাহর নবী রাসূলের নিকট থেকে নবূওয়াতের দাবীসহ যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তাই হল মু'জেযা। আল্লামা মুহাম্মাদ আলীর ভাষ্য মতে মু'জেযা হল যা অপরের প্রতি অপারগতা বা অক্ষমতার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়।[২] মু'জেযা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে এমন কার্যাবলী যাতে সমকালীন লোকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ থাকে।[৩]

মু'জেযার সংজ্ঞায় শারহুল ফিকহিল আকবার গ্রন্থে এসেছে নবীগণ তাদের নবূওয়াতের দাবী প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলিকেই মু'জেযা বলে।[৪]

মোদ্দাকথা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে এমন অলৌকিক ও অসাধারণ কার্যাবলীকে বুঝায় যার সাথে সমসাময়িক লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকে ইহাই মু'জেযা।

মু'জেযার উদ্দেশ্য :

প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি উদ্দেশ্য থাকে চাই দুনিয়াবী কল্যাণ অথবা পরকালীন কল্যাণ। তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত মু'জেযার উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লামা নদবী (রহ:) সীরাতুন্নবী গ্রন্থে মু'জেযার উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। মু'জেযার উদ্দেশ্য হল বিশ্ব-মানব সমাজকে সর্ববিধ কুসংস্কার মুক্ত করে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে, স্রষ্টার তথা মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সংযোগ সাধন করে দ্বীনে ইলাহীর সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করে উচ্চ পর্যায়ের সভ্যতা দান করে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী করা।[৫]

---

১ ইবনু হাজার, আল-আসকালানী, **ফতহুল বারী**, (রওযা : আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৯৫৭), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৫৮১-৫৮২

২ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী, **আত্ তিবয়ান ফী উলুমিল কুরআন**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৩ ইবনু হাজার, আল-আসকালানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১-৫৮২

৪ আলী ক্বারী, মোল্লা, **শারহুল ফিকহিল আকবার**, ১ম প্রকাশ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৪), পৃ. ১৩০

৫ সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, **সীরাতুন্নবী**, (আযমগড় : মাতবা মা'আরিফ, ১৯৫৩), ৩য় খন্ড, পৃ. ৩১৩

মু'জেযার প্রকারভেদ :

মু'জেযা দুই প্রকার (ক) বাহ্যিক (খ) আধ্যাত্মিক।

(ক) বাহ্যিক মু'জেযা : মৃতকে জীবিত করা, লাঠি সাপে পরিণত হওয়া ইত্যাদি প্রকাশিত হওয়া বাহ্যিক মু'জেযা।

(খ) আধ্যাত্মিক মু'জেযা : আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কিতাব সমূহের জ্ঞানের মাধ্যমে বা নবীদের দেখানো অলৌকিক বিষয়সমূহ।

মু'জেযার ফলাফল :

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণকে যেসকল মু'জেযা প্রদান করা হয়েছে, তার মাধ্যমে অনেক মানুষ সত্য বলে মেনে নিয়ে দ্বীন গ্রহণ করে নিজেকে সঠিক পথের পথিক হিসেবে আলোকিত করেছেন। আবার এই মু'জেযা বহু মানুষের অন্তরে শান্তি আসেনি; বরং অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাদের অন্তরে তৃপ্তি আসে না। এই জন্য তারা বারবার নবীগণের নিকটে মু'জেযার দাবী করেছে। পরবর্তীতে দেখা যায়, মু'জেযাকে জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে– وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [১]

–আর এটা কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

রাসূল (সাঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। তিনি কোন গণক ছিলেন না। তারপরেও কিছু মানুষ অন্যায়ভাবে কুৎসা রটনা করত।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে–

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ [২]

–অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উম্মাদও নও।

যখন তাদেরকে মু'জেযা দেখানো হতো তখন তারা অস্বীকার করত বা অবিশ্বাস করত।

এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে– وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا [৩]

–তারা যদি সমস্ত নিদর্শন (মু'জেযা) অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান[৪] আনবে না। অন্যত্র এসেছে –

---

১ আল-কুরআন, ৬৯ : ৪২

২ আল-কুরআন, ৫২ : ২৯

৩ আল-কুরআন, ৬ : ২৫

৪ **ঈমান :** ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ, নবী, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে।

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ [১]

–আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুতরাং মু'জেযার ফলে কিছু সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ হেদায়েতের[২] পথে চলতে সহায়ক করে দিয়েছেন। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ মু'জেযার কারণে অন্তরে অশান্তির কারণ হয়ে আবোল তাবোল কথা বলতে এবং আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিতে পারে নি। রাসূল (সাঃ) এর ওপর নাযিলকৃত ঐশী বাণী আল কুরআনকে জাদু হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে জাদুকর হিসেবে নির্ণয় করে। এর প্রতিবাদে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ [৩]

–এতো তোমাদের মতই মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে জাদুর কবলে পড়বে?

পবিত্র কুরআনকে যারা মেনে নিবে তাদের অন্তরে আল্লাহ প্রশান্তি ঢেলে দিবেন। আর যারা কুরআনকে মেনে নিতে পারেনি বা পারবে না মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে অশান্তি ঢেলে দিবেন। যার কারণে তারা আবোল-তাবোল বলে বেড়ায়।

---

১ আল-কুরআন, ৬ : ৪

২ হেদায়েত : হেদায়েত ২ প্রকার- ১. ইলমের হেদায়েত, ২. ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক লাভের হেদায়েত। (তাফসীরুল কুরআন, পৃ. ২৮)

৩ আল-কুরআন, ২১ : ৩

অধ্যায় ঃ ২
মু'জেযার উৎস, গুরুত্ব, নবীগণকে প্রদান করার কারণ, মু'জেযা অস্বীকারকারীর পরিণতি

মু'জেযার উৎস :

পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্যমান রয়েছে এগুলির নিয়ন্ত্রণকর্তা অবশ্যই রয়েছে। বাড়ি-ঘর, দালান-কোটা, ইত্যাদি মানুষ তৈরি করেছে। এগুলি গড়া ও ভাংগার ক্ষমতা মানুষের হাতে। মনে রাখতে হবে যে, এগুলি ভাংগা ও গড়ার বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষকে মহান আল্লাহ্ দান করেছেন। মানুষ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে–

وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [১]

–আর তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

সুতরাং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু আছে সব কিছুরই ক্ষমতাবান আল্লাহ। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে ক্ষমতা রাখেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ [২]

–তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

মু'জেযা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। নবীগণ তা মানুষকে দেখিয়েছেন মাত্র। অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করে সৃষ্টিকে অবাক করার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে। সকল কিছুই নির্ভর করে মহান রবের ওপর। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [৩]

–তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ের ওপরই ক্ষমতাবান।

---

১ আল-কুরআন, ১৬ : ৭৮
২ আল-কুরআন, ৮৫ : ১৬
৩ আল-কুরআন, ২ : ১০৬

সুতরাং মু'জেযার উৎস মহান আল্লাহ। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা তেমনিভাবে নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর মু'জেযার উৎস যে, মহান আল্লাহ্ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পবিত্র কুরআনে এ প্রসংগে এসেছে–

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ[১]

–আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহ্র নামে কসম করে তারা বলেঃ কোন একটা নিদর্শন (মু'জেযা) তাদের কাছে আসলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে। (হে মুহাম্মাদ)! তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে। আর (হে মুসলমানরা)! কী করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না?

মু'জেযার গুরুত্ব :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীগণের মাধ্যমে যে মু'জেযা ঘটিয়েছেন এর গুরুত্ব অপরিসীম। সমসাময়িক সময়ে এমন অনেক মানুষ ছিল যারা মু'জেযা অবলোকন করে সঠিক নবী বা দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাওহীদ[২] তথা মহান আল্লাহর একত্ববাদ মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে। সাথে সাথে দাওয়াত ও তাবলীগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করেছে। নবীগণ ইচ্ছা করলে মু'জেযা প্রকাশ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ যখন প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই প্রকাশ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে এসেছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ[৩]

–তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এসেছে–

---

১ আল-কুরআন, ৬ : ১০৯

২ তাওহীদ : তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। আক্বীদার দৃষ্টিতে তাওহীদ হচ্ছে সকল বিষয়ে আল্লাহকে একক ও নিরঙ্কুশ মর্যাদা দেয়া। (মোশাররফ, ডক্টর, ইসলামের দিক-দর্শন, সর্বশেষ সংস্করণ, রাজশাহী, ২০১৭, পৃ. ১০৭)

৩ আল-কুরআন, ১৩ : ৩৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ [১]

–আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ আসলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন বাতিল পন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যত্র এসেছে–

وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُونَ [২]

–তারা বলে যে, তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলো না? তুমি বলে দাওঃ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।

সুতরাং নবীগণের জীবনের সহিত মু'জেযা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পবিত্র কুরআন, যবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশী গ্রন্থসমূহে যেখানে নবীগণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কার্যকলাপ যা আল্লাহ প্রদত্ত তা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবীগণকে মু'জেযা প্রদান করার কারণ :

পৃথিবীর দৃশ্যমান সব কিছুর মাধ্যমে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। আর তা দেখে অনেক সৃষ্টিজীব মাথা নত করে মহান রবের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। মানুষের মাঝে কিছু মানুষ রয়েছে যারা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে চায়, যার ফলে মহান আল্লাহ নবীগণকে বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মু'জেযা প্রদান করে নবীগণকে মানুষের সামনে দৃঢ় করেছেন। যাতে করে মানুষ কোন সন্দেহ করতে না পারে। নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্ককারীরূপে এসেছেন। মু'জেযার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ [৩]

---

১ আল-কুরআন, ৪০ : ৭৮
২ আল-কুরআন, ৬ : ৩৭
৩ আল-কুরআন, ২৯ : ৫০

–তারা বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর নিকট নিদর্শনাবলী প্রেরিত হয় না কেন? বলঃ নিদর্শনাবলী আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

মু'জেযার মাধ্যমে মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের সমসাময়িক বিষয়ে সমাধা করেছেন। যাতে নবীগণ যে, আল্লাহর বার্তাবাহক তাতে কোন সন্দেহ না থাকে। মুশরিকদের[১] দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মু'জেযা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যত্র কুরআনে এসেছে–

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ-قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ[২]

–তুমি (হে মুহাম্মাদ) বলঃ আমি আমার প্রতিপালকের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তোমরা সেই দলীলকে মিথ্যা অভিহিত করছো, যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার ইখতিয়ার আমার হাতে নেই, হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

মু'জেযার মাধ্যমে মহান রবের অলৌকিক বিষয়গুলি মানুষের সামনে উপস্থাপন করে নবীগণকে সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠি ছেড়ে দেওয়ায় বিশাল সাপে পরিণত হয়ে যায়। যার কারণে ফিরাউনের জাদুকরগণ সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ঈমান গ্রহণ করে। আর সেই সময়ের মানুষ জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তারা বুঝতে পেরেছে যে, এটা কোন জাদুমন্ত্র নয়। ঈসা (আঃ)-এর সময়ের মানুষ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ঈসা (আঃ) যখনই আল্লাহর নাম নিয়ে মৃত প্রাণীকে জীবিত হওয়ার কথা বলতেন সাথে সাথে তা জীবিত হয়ে যেত। এ অবস্থা দেখে তৎকালীন মানুষ বুঝতে পারল এটা কোন জাদুমন্ত্র নয়। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সময়ের মানুষ সাহিত্যে পারদর্শীতা ছিল। যখন মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদের সামনে কুরআন পেশ করলেন তখন তারা বাধ্য হয়েছে যে, এটা কোন মানুষের বাণী নয়। নিশ্চয়ই এটা কোন মহাবাণী যার সমকক্ষ কিছুই নেই। মহান আল্লাহ্ এভাবে মু'জেযার মাধ্যমে মানুষকে হতভম্ব করেছিলেন।

---

১ **মুশরিক** : শিরক শব্দের অর্থ সমকক্ষ করা, অংশীবাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন বিষয়ে সমকক্ষ স্থির করে যা আল্লাহর সাথে প্রযোজ্য তাকে মুশরিক বলে। (ইসলামের দিক-দর্শন, পৃ. ২০৩)

২ **আল-কুরআন**, ৬ : ৫৭-৫৮

মু'জেযা অস্বীকারকারীদের পরিণতি :

পবিত্র কুরআনে মু'জেযা শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, পাশাপাশি আয়াত (اٰيات) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ নিদর্শন। আয়াত বা নিদর্শন শব্দ মু'জেযা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তবে কুরআনে মু'জেযা বুঝানোর জন্য আয়াত শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

নিদর্শন দেখে আমরা কার্যকারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। তৎপর কাজ দেখে কারণের অস্তিত্বের প্রতি অথবা কারণ দেখে কার্যের অস্তিতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা যদি নির্জন অরণ্যে একটি সুরম্য অট্টালিকা দেখতে পাই তবে নিঃসন্দেহে আমাদের অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মে যে, নিশ্চয়ই এর কোন একজন নির্মাতা আছে, যদিও আমি তাকে দেখিনি। নির্জন প্রান্তরে কোন কুটিরে একজন আহত ব্যক্তিকে পরিষ্কার বিছানায় দেখতে পাওয়া, তার ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধা ও পার্শ্বেই ঔষধ ও পথ্যসমূহ সুবিন্যস্তভাবে রাখা আছে। যদিও কাউকে দেখতে পায়নি, তথাপি পারিপার্শ্বিক নিদর্শনসমূহ দেখে আমি বুঝতে পারি যে, তার এমন একজন স্নেহশীল সেবক আছে, যে অতি যত্নসহকারে তার পরিচর্যা করে। মোটকথা নিদর্শনাবলীই দাবির সত্যতা প্রতিপাদন করে। অরণ্যে স্থাপিত অট্টালিকার ন্যায় বিশ্বজগতও একটি বিরাট অট্টালিকা; আকাশ এর ছাদ, আর পৃথিবীর জমিন তার বিছানা। অরণ্যের অট্টালিকা যেমন একজন নির্মাতার জ্ঞান দান করে তদ্রুপ এই অভিনব বিরাট অট্টালিকাও আমাদিগকে একজন সুনিপুন শিল্পী ও মহান সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়। সৃষ্টিজগতের সুযোগ-সুবিধার জন্য বিশ্বজগতে যে মেঘ, বৃষ্টি, দিবারাত্র, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, পানি, বাতাস, উদ্ভিদ, বিভিন্ন প্রকারের ফল ও শস্য প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তুসমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এর মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি সৃষ্টিকর্তা অতি মেহেরবান, দানশীল ও তাঁর স্নেহ-মমতা অপার ও অসীম।

এই সকল নিদর্শন দর্শন করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলী অবহিত হওয়ার জন্য এবং তাঁর প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের শুকরগুযারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বার বার আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে এসেছে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [১]

১ আল-কুরআন, ২ : ১৬৪

–নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে– যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে, প্রত্যেক জীবজন্তুর বিস্তার করেন তাতে, বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় সত্য জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

মু'জেযা বা আয়াত (ايات) অস্বীকারকারীর অন্তরে কুফরী শক্তি বাসা বাঁধে। মনে রাখা জরুরী যে, সৃষ্টিলোকের সাথে স্রষ্টার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যেসব লোক আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না এবং গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করে না, তারা ভুল করে থাকে।

কুরআনে এসেছে– وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ[১]

–এই আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলদের।

এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অন্যত্র এসেছে–

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ[২]

–আর তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে– فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ[৩]

–সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে বিমুখ হয়েছে?

মোদ্দাকথা এই সকল মু'জেযা ও আয়াত বা নিদর্শন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক সুস্পষ্ট করে তোলে, সাথে সাথে বিশেষ বান্দার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্ক ও সম্বন্ধকে তাঁর বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন দ্বারাই নিঃসন্দেহে জানতে পারা ও উপলব্ধি করা যায় যে, নবীগণ আল্লাহর নিকট হতে মু'জেযাসহ প্রেরিত। অস্বীকারকারীর পরিণতি ভয়াবহ।

---

১ আল-কুরআন, ১১ : ৫৯
২ আল-কুরআন, ১০ : ৯৫
৩ আল-কুরআন, ৬ : ১৫৭

অধ্যায় ঃ ৩
মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য
শয়তান, জ্বিন ও জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ

মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য :

মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত পার্থক্য বর্ণনা করা হল।

১. **আভিধানিক পার্থক্য :** মু'জেযা শব্দের অর্থ অক্ষম করা, বিস্ময়[১] প্রকাশ করা, অলৌকিকতা ও অপারগতা প্রকাশ করা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে জাদু বা magic শব্দের অর্থ ভেলকী, ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল, মায়াবিদ্যা, মোহিনী বিদ্যা, গুপ্তঘাতক প্রভৃতি।

২. **পারিভাষিক পার্থক্য :** নবীগণ তাঁদের নবূওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে আল্লাহ প্রদত্ত যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন সেগুলিকে মু'জেযা বলে। পক্ষান্তরে জাদু হল এমন কতগুলি ক্রিয়াকান্ডের সমষ্টি যার সাফল্যের জন্যে ব্যক্তি নিজের শক্তি কিংবা কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণের ওপর নির্ভর করে থাকে।

৩. **উৎসগত পার্থক্য :** মু'জেযার উৎস মহান আল্লাহ্ তা'আলা হতে। পক্ষান্তরে জাদুর উৎস হল শয়তান হতে।[২]

৪. **সম্পর্কগত পার্থক্য :** মু'জেযার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়।

৫. **সহযোগিতাগত পার্থক্য :** মহান আল্লাহ মু'জেযার মাধ্যমে নবীগণকে সহযোগিতা করে আরো সম্মানিত করেছেন। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ক্ষতি করতে সহযোগিতা করে থাকে।

৬. **বিশ্বাসগত পার্থক্য :** মু'জেযা বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকে না। পক্ষান্তরে জাদু বিশ্বাস করলে ঈমান থাকে না।

৭. **অস্তিত্বগত পার্থক্য :** মু'জেযার অস্তিত্ব ব্যাপক সময়। পক্ষান্তরে জাদুর অস্তিত্ব সাময়িক সময়।

---

১ আল কাওসার বাংলা-আরবী অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

২ ওয়াহীদ বিন আব্দুস সালাম (অনু:), জাদুর চিকিৎসা, (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০১৪), পৃ. ১৩

৮. সন্তুষ্টিগত পার্থক্য : মু'জেযা বিশ্বাস করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে জাদু বিশ্বাসের মাধ্যমে শয়তানের আস্থা অর্জন করা হয়।

৯. পরিবর্তনগত পার্থক্য : মু'জেযার মাধ্যমে সত্যকে আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করে। পক্ষান্তরে জাদু কোন বস্তুকে আসল রূপ হতে পরিবর্তন করে তোলে।

১০. ফিত্নাগত পার্থক্য : মু'জেযাতে কোন প্রকার ফিত্না নেই। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে ব্যক্তি ফিত্নায় নিমজ্জিত হয়।

১১. প্রশান্তিগত পার্থক্য : মু'জেযার মাধ্যমে ব্যক্তি প্রশান্তি খুঁজে পায়। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে ব্যক্তির প্রশান্তি নষ্ট হয়।

১২. ইচ্ছাগত পার্থক্য : মু'জেযা নবীগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর নয়।[১] পক্ষান্তরে জাদু ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

১৩. মন্ত্রগত পার্থক্য : মু'জেযা কোন মন্ত্রের ওপর নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে জাদু বিভিন্ন মন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল।[২]

১৪. সন্দেহগত পার্থক্য : মু'জেযায় কোনরূপ সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে জাদুর মাঝে সন্দেহ থাকে।

১৫. আকিদাগত পার্থক্য : মু'জেযার মাধ্যমে মানুষ শির্কমুক্ত হয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে তাওহীদ ত্যাগ করে শিরকে লিপ্ত হয়।

১৬. দায়িত্বগত পার্থক্য : মু'জেযা প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ পালন করেন। পক্ষান্তরে জাদুর দায়িত্ব শয়তান পালন করে থাকে।

১৭. ইবাদতগত পার্থক্য : মু'জেযার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা হয়। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে শয়তানকে ডাকা হয়।

১৮. শরী'আতগত পার্থক্য : মু'জেযায় শরী'আত বিরোধী কোন কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে জাদুর মধ্যে শরী'আত বিরোধী কর্মকান্ড হয়ে থাকে।

১৯. ক্ষমতাগত পার্থক্য : মু'জেযায় নবীগণের কোন ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে জাদুর মধ্যে জাদুকরের ক্ষমতা থাকে।

২০. মর্যাদাগত পার্থক্য : মু'জেযা প্রকাশিত হয় নিস্পাপ নবীগণের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে জাদু প্রকাশিত হয় পাপিষ্ঠ মানুষের মাধ্যমে।

---

১ আল কুরআন, ২৯ : ৫০

২ জাদুর চিকিৎসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২১. কল্যাণগত পার্থক্য : মু'জেযায় সবই কল্যাণকর। পক্ষান্তরে জাদুতে অকল্যাণ নিহিত থাকে।[১]

২২. প্রাকৃতিকগত পার্থক্য : মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে প্রাকৃতিকগত পার্থক্য রয়েছে। মু'জেযা কোন প্রাকৃতিক কারণের অধীন নয়। পক্ষান্তরে জাদু প্রাকৃতিক কারণের অধীন।

২৩. নির্দেশগত পার্থক্য : মু'জেযা হয়ে থাকে মহান আল্লাহর নির্দেশে। পক্ষান্তরে জাদু হয়ে থাকে শয়তানের নির্দেশে।

২৪. বন্ধুগত পার্থক্য : মু'জেযার মাধ্যমে নবীগণের সাথে শয়তানের বন্ধুত্ব হয় না। পক্ষান্তরে জাদুর সাহায্যে জাদুকর ও শয়তানের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়।

২৫. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : মু'জেযার উদ্দশ্য হল বিশ্ব-মানবসমাজকে সর্ববিধ কুসংস্কার মুক্ত করতঃ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সংযোগ সাধন করতঃ দ্বীনে ইলাহীর সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করা, উচ্চ পর্যায়ের সভ্যতা দান করে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী করা। পক্ষান্তরে জাদুর উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরকে বিবিধ ধারণা ও চিন্তাযুক্ত করে ক্ষণিকের জন্য ক্রীড়া, কৌতুক ও আমোদ প্রমোদে আকৃষ্ট করা।

২৬. অস্তিত্বগত মিল : মু'জেযার যেমন অস্তিত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে জাদুর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

২৭. অশান্তি সৃষ্টি : মু'জেযার মাধ্যমে কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি হয়।[২]

২৮. প্রতারণা : মু'জেযাতে কোন প্রকার প্রতারণা নেই। পক্ষান্তরে জাদুর মধ্যে প্রতারণা বিদ্যমান।

২৯. মু'জেযা শুধুমাত্র নবীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে দেখিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে জাদু পাপিষ্ঠ ও অসৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে হতে পারে।

৩০. মু'জেযার মাধ্যমে কোন ক্ষতি করা হয় না। পক্ষান্তরে জাদুর মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা হয়।

সুতরাং জাদু এবং মু'জেযা দেখতে যদিও কখনো কখনো একই রকম মনে হয়; কিন্তু এদের উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা এক নয়।

---

১ **মু'জেযার স্বরূপ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২ সালিহ আল ফাওযান, ডক্টর, (অনু:) **আকিদাহ আত-তাওহীদ**, ১ম বাংলা সংস্করণ, (ঢাকা : সিয়ান পাবলিকেশন লি. ২০১৫), পৃ. ১৪১

শয়তান ও জ্বিনের অস্তিত্বের প্রমাণ :

জ্বিন ও জাদু একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন যে, শয়তানই জাদুর মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অনেকে জ্বিনের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান। নিম্নে জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ উল্লেখ করা হল।

নবী ও রাসূলগণকে মানুষের পাশাপাশি জ্বিনদের হিদায়াতের জন্যও প্রেরণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا [১]

–(কিয়ামতের[২] দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নবী রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং আজকের দিনের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করতো?

জ্বিন ও মানুষ যদি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিজের ক্ষমতা বলে সীমানা পার হতে চায় তা হলে তা কখনো সক্ষম হবে না।

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ [৩]

–হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা হতে যদি তোমরা বের হতে পার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে (আর সে শক্তি তোমাদের নেই)।

শয়তান সবসময় মানুষের অকল্যাণ কামনা করে থাকে। শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون [৪]

---

১ আল-কুরআন, ৬ : ১৩০

২ কিয়ামত : কিয়ামত শব্দের অর্থ দাঁড়ানো, মহাপ্রলয়, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি। সময়ের যে পর্বে মহাপ্রলয় ঘটানো হবে এবং সৃষ্টির সকল কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মহাধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে, এ অবস্থাকে কিয়ামত বলে। (কিয়ামতের দৃশ্য, পৃ. ১৮)

৩ আল-কুরআন, ৫৫ : ৩৩

৪ আল-কুরআন, ৫ : ৯১

–শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সলাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনো কি তোমরা বিরত হবে না?

অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণ করা যাবে না। যারা তার অনুসরণ করবে তারা দুনিয়া ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ [১]

–হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না; কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিবে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনো পবিত্র হতে পারতো না।

জ্বিন আল্লাহর একপ্রকার শরীরী আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। জ্বিন শব্দের অর্থ গুপ্ত। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জ্বিন বলা হয়।[২]

সুতরাং জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যদিও কেহ কেহ না জেনে সন্দেহ করে থাকে। জ্বিন ও অভিশপ্ত শয়তান হতে আমাদেরকে সর্বদা সতর্ক থেকে মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষতি হতে আশ্রয় চাইতে হবে।

জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ :

অজানা সত্ত্বেও অনেকে জাদুর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ করে থাকে। আবার কেহ কেহ অস্বীকার করে থাকে। জাদুর অস্তিত্বের কিছু তথ্য প্রমাণ পেশ করা হল।

জাদুর ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। জাদু শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল করে থাকে। তবে আল্লাহর নেক্কার বান্দাদেরকে তারা কোন ক্ষতি করতে পারে না।

---

১ আল-কুরআন, ২৪ : ২১

২ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ডক্টর, **কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)**, (ঢাকা : সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী, ২০১৮), ৩য় খন্ড, পৃ. ২৬৯৯

জাদুর অস্তিত্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ [১]

–আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান[২] কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফিরিশতা হারূত ও মারূতের ওপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী কর না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।

মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে তৎকালীন সময়ের লোকেরা জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ- وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [৩]

–অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেনঃ জাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। আর আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

---

১ আল-কুরআন, ২ : ১০২

২ **সুলাইমান** : তিনি একজন নবী। মহান আল্লাহ্ তাঁকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিলেন; যা আর কাউকে দান করেননি।

৩ আল-কুরআন, ১০ : ৮১-৮২

মূসা (আঃ) তাদের কথার প্রতিবাদ করেছিল। তাদেরকে বলেছিল সত্য আসার পরেও তোমরা জাদু বলে প্রত্যাখ্যান করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ[১]

–মূসা বললেনঃ তোমরা কি এ হক সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি জাদু? অথচ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

মূসা (আঃ) নিজেও জানতেন না যে, মু'জেযার গতি ও শক্তি কেমন হবে। যার কারণে জাদুকরদের জাদু দেখে এবং আল্লাহর নির্দেশে হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়ে নিজে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى - قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى - وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ[২]

–মূসার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভূত হল। আমি বললামঃ ভয় কর না, তুমিই বিজয়ী। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল; জাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।

মু'জেযার সামনে জাদুর ক্ষমতা ক্ষীণ, সেই জন্য সকল জাদুকর[৩] আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ - وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ[৪]

–তখন আমি মূসার নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলিকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। জাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা পরিষ্কার ভাষায় বলল :

---

১ আল-কুরআন, ১০ : ৭৭

২ আল-কুরআন, ২০ : ৬৭-৬৯

৩ জাদুকর : যে সকল জাদুকরের ভাগ্যে মহান আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেছেন তারাই সিজদায়ে লুটিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

৪ আল-কুরআন, ৭ : ১১৭-১২২

আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হল– কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা উত্তরে বলল) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।

শুধু যে পুরুষরা জাদু করে তা নয় নারীরাও জাদু করে তার প্রমাণ রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-কে জাদু করা হয়েছিল। আল্লাহ এর থেকে বাঁচার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ [১]

–এবং অনিষ্ট হতে গিরায় ফুঁকদান কারিণীর।

মদিনার ইহুদী মেয়েরা[২] রাসূল (সাঃ)-কে জাদু করেছিল এগারোটি গিরায় এগারোটি ফুঁক দিয়ে। প্রশ্ন আসতে পারে যে, জাদু রাসূল (সাঃ)-এর ওপর ক্রিয়া করেছিল কী? এর জবাব এই যে, আগুন ও পানির ন্যায় জাদুরও একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া আছে। নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই তাঁরাও এ সবের প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

তবে সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষতি হওয়া না হওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। আল্লাহর হুকুমে জাদুর ক্রিয়া রাসূল (সাঃ)-এর আত্মিক ও জ্ঞানগত কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মহান আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন।[৩]

---

১ **আল-কুরআন, ১১৩ : ৪**

২ **ইহুদী মেয়ে :** মদীনার ইহুদী গোত্র বণু যুবাইকের মিত্র লাবীদ বিন আসাম নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েকে দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর মাথার ছিন্নচুল ও চিরুনীর ছিন্ন দাঁত চুরি করে এনে তাতে জাদু করেছিল।–(তাফসীর ফতহুল মাজীদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৮১১)

৩ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **তাফসীরুল কুরআন**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী: হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩), ৩০তম পারা, পৃ. ৫৫৭

অধ্যায় ঃ ৪
ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও তার প্রভাব

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব :

মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম। এই ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মু'জেযার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হল–

ইহলোকে সাধারণতঃ যা ঘটে না তাই হল অলৌকিক বা মু'জেযা। সমুদ্র প্রবাহিত হয়, আগুন দহন করে, পূর্ব আকাশে সূর্য উঠে, পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়, পাথর কথা বলে না, গাছ স্থানান্তরিত হয় না, মৃত প্রাণী জীবিত হযে ঘুরে বেড়ায় না এইভাবে মহান আল্লাহ সবকিছুকে নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এই নিয়ম বা পদ্ধতির নামই প্রকৃতি বা স্বভাব। আর যখনই এর ব্যতিক্রম কিছু আল্লাহর মনোনীত নবীগণের মাধ্যমে সংগঠিত হবে সেটাই মু'জেযা বা অলৌকিকতা। আবার কিছু বিষয় রয়েছে কিছু পরিবর্তন ঘটলে মু'জেযা বলা যাবে না। কারণ আমাদের জ্ঞান সীমিত। আমরা সৃষ্টির রহস্য পরিপূর্ণ বুঝতে পারি না। আর এটা সম্ভবও নয়। আমরা জানি না পৃথিবীর কোথায় কি ঘটতেছে, বা কিভাবে ঘটার কথা, কিভাবে ঘটছে। সৃষ্টির এই রহস্য অতি গভীর ও অতি দুর্বোধ্য। আর এই কারণে আমাদের বিশ্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অনুমান নির্ভুল হয় না। এর বাস্তব প্রমাণ বৈজ্ঞানিকগণ আজ যা বলে কালই তা পরিবর্তন করে ফেলছে। গ্রীক বিজ্ঞানের বহু মতবাদ আজ ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।[১]

পূর্বকালের বৈজ্ঞানিকগণ বলতেন সূর্য স্থির; তার কোন গতি নেই অথচ আল্লাহর ঘোষণা সূর্যের গতি আছে। যা কুরআনে এসেছে–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ[২]

–আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন–

لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ[৩]

–সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে।

আবার বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্যের নিজস্ব গতি আছে। আজ বৈজ্ঞানিকদের মতে পানি যৌগিক পদার্থ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে

---

১ সায়্যিদ সুলায়মান নদবী : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
২ আল-কুরআন, ২১ : ৩৩
৩ আল-কুরআন, ৩৬ : ৪০

গঠিত। অথচ গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের নিকট পানি ছিল মৌলিক পদার্থ। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মুক্তচিত্তে চমৎকার একটি ঘোষণা দিয়েছে–"We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it."[১] অর্থাৎ আমরা কোন মতবাদকেই চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় সত্য বলতে পারি না। কেননা, যে কোন মুহূর্তে নতুন তথ্য আবিস্কৃত হতে পারে এবং তার ফলে বাধ্যতামূলকভাবে আমরা পুরাতন মতবাদকে পরিত্যাগ করি।

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কিছু সংখ্যক মানুষ ছিল যারা নবীগণের দাওয়াত অনায়াসে কবুল করে মহান আল্লাহর তাওহিদকে মেনে নিয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক মু'জেযা বা অলৌকিক কিছুর দাবি করেছে।

যা পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً- أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولاً- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَّسُولاً[২]

–আর তারা বলেঃ কখনোই আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের কিংবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদানুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাদেরকে[৩] আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে; অবশ্য তোমার আকাশ আরোহণেও আমরা কখনো বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করবো; বলঃ পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? মানুষকে এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ।

---

১ Sir Jesns, **The New Background of Science**, (London, 1951), p. 107

২ আল-কুরআন, ১৭ : ৯০-৯৪

৩ **ফিরিশতা** : ফিরিশতা শব্দটি ফারসী। এরা মানুষ ও জ্বিন থেকে পৃথক। ফিরিশতা জগতের সকলেই পূত পবিত্র, পুণ্যময়, সম্মানিত। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সবসময় নিয়োজিত থাকে। (আব্দুল হামিদ, ফিরিশতা জগৎ, বাং, সং, ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪, পৃ. ১১)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে–

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللهِ [১]

–আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তারা বলেঃ কোন একটা নিদর্শন (মু'জেযা) তাদের কাছে আসলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে। (হে মুহাম্মাদ)! তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে।

পূর্ববর্তী নবীগণের নিকটেও মহান আল্লাহ মু'জেযা প্রেরণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [২]

–তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

মুশরিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ওহী নাযিল করে রাসূলকে সান্তনা প্রদান করেন। মহাগ্রন্থ কুরআনে এসেছে–

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ - قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ [৩]

–তুমি (হে মুহাম্মাদ) বলঃ আমি আমার প্রতিপালকের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তোমরা সেই দলীলকে মিথ্যা অভিহিত করছো, যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার ইখতিয়ার আমার হাতে নেই, হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের কল্যাণে মু'জেযা প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে নবীগণের অনেক মু'জেযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর নৌকার মু'জেযা, ইবরাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুন্ডে নিরাপদ থাকার মু'জেযা, মূসা (আঃ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মু'জেযা, রাসূল (সাঃ)-এর ইসরা, মিরাজ প্রভৃতি মু'জেযাসমূহ আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

---

১ আল-কুরআন, ৬ : ১০৯
২ আল-কুরআন, ১৩ : ৩৮
৩ আল-কুরআন, ৬ : ৫৭-৫৮

মু'জেযার তাৎপর্য :

নবূওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহর মনোনীত নবীগণ সাধারণ মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার যে দাওয়াত দেন, পৃথিবীতে মানুষের সামনে হকের পয়গাম পেশ করেন, যদিও আল্লাহর সেই পয়গাম এবং এর ধারকের আপাদমস্তক সত্তাই এর সত্যতা ও যথার্থতার সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ, তা সত্ত্বেও মানবমনের স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা বিধানের জন্য কিংবা পূর্ণ মাত্রায় দলীল পেশ করার দায়িত্ব পালনের জন্য এই সত্য দাওয়াত দানকারীর দ্বারা এমন কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা সাধারণ অবস্থায় মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত মনে হয়। এর কারণ বিশ্লেষণেও মানব বুদ্ধির অক্ষমতা সুস্পষ্ট।

ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য জ্বলন্ত আগুন শীতল গুলবাগিচায় পরিণত হওয়া, ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করা, নবী (সাঃ) নিমিষে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসা। এই সব ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দানে মানব বুদ্ধি অক্ষম। এই কারণে এটি এক ধরনের গায়েব বা অদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আর যে ব্যক্তির দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হয়, গায়েবের জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও সম্বন্ধ থাকার নিদর্শন কিংবা এর গায়েবী সমর্থন এই ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়। এই কারণে কুরআন মাজীদের পরিভাষায় বাইয়্যেনাত ও আয়াত বলা হয়েছে। কেহ কেহ এগুলিকে নবূওয়াতের প্রমাণ বলে অভিহিত করেছেন। যা দার্শনিকদের পরিভাষায় মু'জেযা বলা হয়। ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক।

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার প্রভাব :

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এর প্রভাব বিস্তার করেছে। কিছু সংখ্যক মানুষ মহান আল্লাহর রহমতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ মু'জেযা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম প্রচারে মু'জেযার প্রভাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল। আর মু'জেযার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মু'জেযা হল পবিত্র কুরআন। কুরাইশ বংশের সেরা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ওলীদ ইবনু মুগীরা একবার রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে, সে কিছু আয়াত পাঠ শ্রবণ করে পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করে, পুনর্বার শুনার পর সে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল; এই বাণী অভিনব ও মাধুর্যপূর্ণ। এই গাছের কান্ড ও শাখা সন্দেহের ফল অতি গুরুভার। এটি কোন মানুষের রচিত বক্তব্য নয়।[১]

---

১ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল হাকিম আন-নিশাপুরী, **আল-মুসতাদরিক**, (হায়দারাবাদ; দায়িরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ৫০৬

তৎকালীন সময়ে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিই হতভম্ব হয়ে যায় কুরআনের শ্রবণ শুনে। তাদের মাঝে অন্যতম বনু যাহল ইবনু শায়বা গোত্রের সরদার মাফরুক। যার সামনে রাসূল (সাঃ) কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন, তা শুনে আশ্চর্য হয়ে অস্থির হয়ে উঠে।[১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) যখনই কোন মু'জেযা দেখাতেন বা কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন তখনই মানুষের মাঝে এর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। এমন একজন উম্মীলোক যার অক্ষর পরিচয় নেই। তিনি বিশ্বজগতের সকল শিক্ষিত সমাজকে (কাবু করে) অবাক করে দিয়েছেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস কারো ছিল না।

রাসূল (সাঃ)-এর অনুগত অন্যতম সাহাবী যুবায়র (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে পবিত্র কুরআনের সূরা আত্-তুর শ্রবণে ভূমিকা রাখে; যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যুবায়র (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (সাঃ)-কে সূরা আত্-তুর মাগরিবের সলাতে পাঠ করতে শুনেছি। আর এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার অন্তরে ঈমান জায়গা করে নেয়। অর্থাৎ ঈমান গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

একদা আবূ জাহল কুরাইশ সর্দারগণকে একত্র করে বলল, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ওকি জাদুকর, না গনৎকার, না কবি? কোন অভিজ্ঞ লোক দ্বারা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কুরাইশ গোত্রের অন্যতম সর্দার উৎবা বললঃ আমি পরীক্ষা করব। কারণ, শাস্ত্র সম্পর্কে আমার পারদর্শিতা আছে। সুতরাং সে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে সন্ধির কয়েকটি শর্ত পেশ করল। জবাবে রাসূল (সাঃ) মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা ফুসসিলাত পড়তে শুরু করলেন। মাত্র কয়েকটি আয়াত পড়া মাত্রই উৎবা রাসূল (সাঃ)-এর মুখের ওপর হাত দিয়ে বলতে লাগলঃ আত্মীয়তার দোহাই, আপনি ক্ষান্ত হোন। অতঃপর সে সরাসরি তার আবাসস্থলে ফিরে আসল। কয়েকদিন পর উৎবার[২] সাথে আবূ জাহেলের সাক্ষাত হয়। তখন আবূ জাহল তাকে বলল, তুমি মুহাম্মাদ হতে কিছু খেয়েছ। উৎবা বলল, আমি ধনী ব্যক্তি আমার ধনের প্রতি কোন লোভ নেই। প্রকৃত কথা হল, মুহাম্মাদ যে কালাম পড়েছে তা কোন কবিতা বা গনৎকারের কোন মন্ত্র নয়। এই অভিনব বাণী আমি আর কখনো শুনেনি। আল্লাহর আযাব সম্বলিত বাণী

---

১ আবুল কাশিম আবদুর রহমান আস সুহায়লী, **আর রওযুল উনুফ**, (মিসর ঃ আল-মাতবা 'আতুল জামালিয়া, ১৯১৪), ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৪

২ **উৎবার পরিচয় :** উৎবা হল আবূ লাহাবের পুত্র। নবূওয়াত লাভের পূর্বে রাসূল (সাঃ)-এর কন্যা রুকাইয়াকে বিবাহ করে জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ)-কে অস্বীকার করে স্ত্রী রুকাইয়াকে তালাক দিয়ে নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়ে ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়।

শুনে তাকে থামতে বাধ্য করি। এ কথা শুনে লোকেরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মাদ উৎবাকে জাদু দ্বারা ভীত করে ফেলেছে।[১]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণকে যে মু'জেযা দিয়েছেন তার মাধ্যমে মানুষ সঠিক দ্বীনে প্রবেশ করে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন মূসা (আঃ) যখন ফিরাউনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জাদুকরগণের সামনে মু'জেযা স্বরূপ হাতের লাঠি নিক্ষেপ করে তখন লাঠি আল্লাহর হুকুমে সাপে পরিণত হয়ে যায়। সাথে সাথে জাদুকরগণ মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা দর্শন করে সিজদাবনত মস্তকে মহান আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনয়ন করেছিল।[২]

জীবন-মরণ সমস্যায় মহান আল্লাহ মু'জেযার দ্বারা ঈমানদারদিগকে সান্ত্বনা দেন। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোমকদিগকে বিজয়ী হতে দেখে বহু মক্কাবাসী ঈমানরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করে মনের সান্ত্বনা খুঁজে পান।[৩]

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার প্রভাব এত বেশি পড়েছিল যে, তৎকালীন সময়ের সাহসী যোদ্ধা বীর পুরুষ উমারের মত পাষাণ হৃদয়ের মানুষ কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে মোমের মত গলে ইসলাম কবুল করে নেয়।[৪]

কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন উসমান ইবনু মাযউন।[৫] যিমাদ আযদী নামক এক ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁকের কবিরাজ ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর চিকিৎসা করার জন্য এসেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর হামদ ও কালিমা শাহাদত সম্বলিত বাক্য শুনে বিস্মিত হয়ে আবার শুনতে চাইলেন, তৎপর বললেন, আমি গনৎকারের বক্তব্য শুনেছি, জাদুকরদের মন্ত্র শুনেছি, কবিদের কবিতা শুনেছি, কিন্তু আপনার বাণী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬]

৭০জন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ:

বাদশাহ্‌ নাজ্জাশী ৭০জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। তারা রাসূল (সাঃ)-এর মুখে সূরা ইয়াসীন পাঠ শুনে অবিরল ধারায় অশ্রুবিষর্জন দিয়ে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১ সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪-৫২৫

২ আল্লামা ইবনু কাসীর, **তাফসীরুল কুরআনিল কারীম**, (করাচী : আসাহহুল মাতাবি, তা.বি), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯-৩০

৩ শায়খ হুসায়ন মুহাম্মাদ মাখসূফ, **তাফসীরুল কারীম**, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৩০

৪ ইবনু হাম্বল, **আল-মুসনাদ**, (কায়রো : মাতবাআতুশ শারকিল ইসলামিয়া, তা.বি.), ১ম খন্ড, পৃ. ১৭; ইবনু সা'দ, **আত তাবকাত**, (লিডেন : মাতবাআ বেরেল, ১৩২২ হি.), ৩য় খন্ড, পৃ. ১৯১

৫ **আহমাদ ইবনু হাম্বল**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

৬ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আততিবরীযী, **মিশকাতুল মাসাবীহ**, (দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়া, ১৯৫৭), ২য় খন্ড, পৃ. ৫২৫

৭ **নবীদের কাহিনী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬

মু'জেযার মধ্যে অন্যতম হল রাসূল (সাঃ)-এর মিরাজ। ইসরা শব্দের অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। 'মিরাজ' শব্দের অর্থ ঊর্ধারোহণের বাহন। মক্কার মাসজিদুল হারাম হতে ঈলিয়া বা যেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর রাত্রিকলীন সফরকে ইসরা বলে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে সপ্ত আসমান ভ্রমণ ও আল্লাহর নিকট পর্যন্ত পৌঁছার ঘটনাকে মিরাজ নামে অভিহিত করা হয়। মিরাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য ঘটনা। ইসরা ও মিরাজ মাত্র একবার হয়েছিল। মিরাজের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে তো বটে, বরং পুরা নবূওয়াতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। লোকেরা যখন গিয়ে আবূ বাকর (রাঃ)-কে এই ঘটনা শুনায়, তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলে উঠেন, এর চাইতে অলৌকিক বা মু'জেযা সম্বলিত কোন আসমানী খবর যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন, আমি তা অবশ্যই বিশ্বাস করব। সেই দিন থেকে তিনি সিদ্দিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[১]

أَبُو جَمْرَةَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلَى . قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ ، فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقُلْتُ لأَخِي انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ . فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ . فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ . فَأَخَذْتُ جِرَاباً وَعَصاً ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ . قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَىْءٍ ، وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَىْءٍ . قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ انْطَلِقْ مَعِي . قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَىَّ أَخْبَرْتُكَ . قَالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ . قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ . فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ ، هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ ، فَاتَّبِعْنِي ، ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَداً أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ ، كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي ، وَامْضِ أَنْتَ ، فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَىَّ الإِسْلاَمَ . فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي «يَا أَبَا ذَرٍّ

১ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব, ডক্টর, **দিকদর্শন**, (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬), ১ম খন্ড, পৃ. ৩২

اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأْقْبِلْ » . فَقُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَقُرَيْشٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ . فَقَامُوا فَضُرِبْتُ لأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ ، فَأَكَبَّ عَلَىَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ ، وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ . فَأَقْلَعُوا عَنِّى ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ ، فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئِ . فَصُنِعَ مِثْلَ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ وَأَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَىَّ ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ . قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلاَمِ أَبِى ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ .[১]

আবূ জামরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবূ যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব? আমরা বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম- কী খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক পাত্র খাবার নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলাম। মক্কায় পৌঁছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এমন- তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার প্রতি ইশারা করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। পথে তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমিও ইচ্ছা করে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় আবার মসজিদে গেলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯

বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বল, তোমার বিষয় কী? কেন এ শহরে এসেছ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপন করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন লোক দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী (সাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। নবী (সাঃ) বললেন, হে আবূ যার। এখনকার মত তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি কাফির মুশরিকদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে তৌহীদের বাণী ঘোষণা করব। [ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,] এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেখানে হাজির ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এতদশ্রবণে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌছে আমাকে ঘিরে রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এ কথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গতদিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। গতদিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে ঐ

দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা।

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার প্রভাব এইরূপ অসংখ্য বর্ণনা বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থগুলিতে রয়েছে।

ইসলাম প্রচারে মু'জেযার বিপরীত প্রভাব :

রাসূল (সাঃ)-এর মু'জেযা তথা কুরআন পাঠ শুনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা নয়, বরং কিছু কিছু মানুষের মাঝে বিপরীত প্রভাব বিস্তার করেছে। ইবনু শায়বা গোত্রের সর্দার রাসূল (সাঃ)-এর মুখে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ শুনে আশ্চর্য হয়েছিল তথাপি তার মাঝে বিপরীত প্রভাব পরেছিল। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেনি।[১] রাসূল (সাঃ)-এর ওপর যখন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার আয়াত নাযিল হল তখন তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সকলের উদ্দেশ্যে বিপদ সংকেতমূলক ভাষায় ডাক দিয়েছিলেন। অতঃপর সবাই হাজির হলে তিনি বললেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শত্রুসেনা তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননা, আমরা এ যাবত তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি কিয়ামতের পূর্বে তোমাদের নিকটে সতর্ককারীরূপে আগমন করেছি। তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর, জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে বাঁচাও। রাসূল (সাঃ)-এর মর্মস্পর্শী আবেদন চাচা আবূ লাহাব[২] গ্রহণ করেনি। আবূ

---

১ আবুল কাসিম আবদুর রহমান আসসুহায়লী, **আর রওযুল উনুফ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

২ **আবু লাহাব :** আবু লাহাব ছিলেন কুরাইশ নেতা আব্দুল মোত্তালিবের দশ পুত্রের অন্যতম। নাম আব্দুল ওয্যা। অর্থ ওয্যা দেবীর গোলাম। লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় তাকে আবূ লাহাব বলা হত। আবু লাহাব ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর চাচা। রাসূল (সাঃ)-এর জন্মের খবর প্রথম তাকে তার দাসী সুওয়াইবা দিয়েছিল। যার ফলে উক্ত দাসীকে আনন্দে মুক্ত করে দিয়েছিল। নবূওয়াতের পূর্বে রাসূল (সাঃ)-এর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলের নিকট বিবাহ দেন। সে ছিল রাসূল (সাঃ)-এর নিকটতম প্রতিবেশী। এত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সবকিছু পাল্টে যায় রাসূল (সাঃ)-এর নবূওয়াত লাভের কারণে। সে এই মর্যাদাপূর্ণ নবূওয়াতকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে সব ধরনের শত্রুতা শুরু করে দিল। দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবাকে বাধ্য করে তাদের স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-এর কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিতে। রাসূল (সাঃ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ মারা গেলে আবু লাহাব খুশিতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে ছিল যে, মুহাম্মাদ 'আবতার' অর্থাৎ লেজকাটা। রাসূল (সাঃ)-কে ধর্ম ত্যাগী ও মহামিথ্যুক হিসেবে মানুষের সামনে বলে বেড়াত। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের দুঃসংবাদ মক্কায় পৌছবার সপ্তাহকাল পরে আবু লাহাবের গলায় গুটি বসন্ত হয়ে মারা যায়। তার ছেলেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তিনদিন পর লাশে পঁচন ধরলে কুরাইশ কোন এক ব্যক্তির সহায়তায় আবু লাহাবের দুই ছেলে লাশটি মক্কার উচ্চভূমিতে নিয়ে একটি গর্তে লাঠি দিয়ে ফেলে পাথর চাপা দেয়। অহংকারী জালিম ও রাসূল (সাঃ)-কে অপমান এবং অস্বীকারকারীর পতন এভাবে হয়। (তাফসীরুল কুরআন: পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)

লাহাব তিরস্কার করে পাথর মারতে উদ্যত হয়। শুধু যে, সে একা মারতে চেয়েছিল এমনটি নয়; বরং তার স্ত্রী উম্মে জামিল[১] রাসূল (সাঃ)-কে বিভিন্ন কাজে কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহর দ্বীনকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের পরিণতি খুবই খারাপ হয়েছিল।[২]

রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা হল মিরাজ। এই মিরাজ-এর ঘটনাকে বিশ্বাস করে যেমন আবূ বকর (রাঃ) সিদ্দিক উপাধী পেয়েছিলেন। পাশাপাশি মিরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকে মুরতাদ হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর মিরাজ সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। মিরাজের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ব্যতীত কোন নবীই এই সৌভাগ্য লাভ করেননি। আর কোন উম্মাতই এত বড় কঠিন ঈমানী সংকটে পতিত হয়নি, যতবড় সংকটে পতিত হয়েছিল প্রাথমিক যুগের মু'মিনগণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মিরাজের ঘটনাকে অবিশ্বাস করে একদল মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা পরবর্তীতে আবু জাহলের সাথে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে মিরাজের ঘটনা অবিশ্বাস করার কারণে দুর্বল ঈমানদারগণ মুরতাদ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে সবল ঈমানদারগণের ঈমান আরো বৃদ্ধি হয়ে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল।[৩]

---

১ **উম্মে জামীল :** নাম আওরা অথবা আরওয়া বিনতে হারব ইবনে উমাইয়া। উপনাম : উম্মে জামীল। আবু সুফিয়ানের বোন। ট্যারা চক্ষু হওয়ার কারণে তাকে আওরা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের অন্যতম এই মহিলা রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্ত ও দুস্কর্মে তার স্বামীর সথে সহযোগী ছিল। কবি হওয়ার সুবাদে রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করত, চোগলখুরীর মাধ্যমে সংসারে ভাঙ্গন ধরানো ও সমাজে অশান্তির আগুন জালানো দুমুখো ব্যক্তিকে আরবরা খড়িবাহক বলত। সে হিসেবে এই মহিলাকে কুরআনে উক্ত নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর যাতায়াতের রাস্তায় কাঁটা ছড়িয়ে দিত। (**তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরুল কুরআন**, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)

২ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান, (সম্পাদিত) **তাফসীর ফাতহুল মাজীদ**, (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০১৭), ৩য় খন্ড, পৃ. ৮০৪

৩ **দিকদর্শন**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

অধ্যায় ঃ ৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল মু'জেযাসমূহ :

মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল মু'জেযাসমূহ আমরা দু'টি পরিচ্ছেদে তুলে ধরব। প্রথম পরিচ্ছেদে রাসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের মু'জেযাসমূহ আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে থাকবে রাসূল (সাঃ)-এর মু'জেযাসমূহ।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণকে যেসকল মু'জেযা প্রদান করেছিলেন তাদের মধ্যে আদম (আঃ) ছিলেন অন্যতম। বাবা আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি করাই ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিস্মরণীয় ঘটনা। উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ)-এর বিশেষ মু'জেযা হল তাঁর দীর্ঘ হায়াত। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাকে একহাজার বছর বয়স দিয়েছিলেন।[১] তবে আদম (আঃ)-এর মধ্যে মহান আল্লাহর কিছু অলৌকিক বিষয় রয়েছে যা অন্যান্য নবীগণ বা খাঁটি বান্দাদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন।[২] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদম[৩] (আঃ)-এর দেহে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।[৪] পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকল কিছুর নাম ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।[৫] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদেরকে[৬] নির্দেশ দিয়েছেলেন আদমকে সিজদা করার জন্য।[৭] মহান আল্লাহ একমাত্র আদমকে সরাসরি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট।[৮] এতো বৈশিষ্ট্য দেখে হয়তো ইবলিশের হিংসা হয়েছিল। যার কারণে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আদম (আঃ)-কে সিজদা না করে চির অভিশপ্ত হয়ে যায়।

---

১ মুহম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **নবীদের কাহিনী**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩

২ **আল-কুরআন**, ৩৮ : ৭৫

৩ **আদম :** আদম-এর মূল উপাদান হল মাটি। তাই তাকে আদম বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মানুষ। (**নবীদের কাহিনী**, ১ম খন্ড, পৃ.১২)

৪ **আল-কুরআন**, ৩৮ : ৭২

৫ **আল-কুরআন**, ২ : ৩১

৬ **ফিরিশতা :** ফিরিশতা নূরের তৈরি। তাদেরকে দেখা যায় না। তাদের দেখার ক্ষমতা আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। (ফিরিশতা জগৎ, পৃ. ১৪)

৭ **আল-কুরআন**, ২ : ৩৪

৮ **আল-কুরআন**, ৩২ : ৭-৯

নূহ (আঃ) :

নূহ (আঃ)-কে মহান আল্লাহ্ নৌকা বানাতে বলেছিলেন। নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরি করাকে পন্ডশ্রম ও নিছক পাগলামী বলে কওমের নেতারা নূহ (আঃ)-কে ঠাট্টা করত। মহাপ্লাবনে ঠাট্টাকারীরা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ও নূহ (আঃ)-সহ তাঁর অনুসারীরা বেঁচে যাওয়া নিশ্চয়ই অলৌকিক বিষয়। নূহ (আঃ)-কে মহান আল্লাহ পঞ্চাশ কম হাজার অর্থাৎ ৯৫০ বছর হায়াত দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নূহ (আঃ)-এর জন্য বিশেষ দান ও মু'জেযা স্বরূপ ছিল।[১]

ইদরীস (আঃ) :

ইদরীস (আঃ)-কে মহান আল্লাহ মু'জেযা হিসেবে জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞান দান করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি, লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার ও ব্যবহার তিনি শুরু করেন। তিনি অস্ত্র তৈরি করে কাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।[২]

হুদ (আঃ) :

মহান আল্লাহ্ হুদ (আঃ)-এর অহংকারী আদ জাতিকে কালো মেঘ ও প্রবল ঘূর্ণিঝড় দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।[৩]

সালেহ (আঃ) :

নবীগণের মাঝে অন্যতম হলেন সালেহ (আঃ)। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জেযা হিসেবে পাহাড়ের ভিতর থেকে বিরাট পাথর খন্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাজা উষ্ট্রী দান করেন। এই উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কুয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত।[৪]

ইবরাহীম (আঃ) :

মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-কে মহান আল্লাহ্ মু'জেযা দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। মা'রেফতী জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান। যার সাহায্যে তিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করে স্রষ্টা সম্পর্কে পিতা ও সমকালীন নেতাদের সাথে কথা বলতেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২ মুহাম্মাদ শাফী (রহঃ), মুফতী, (অনুদিত) মুহিউদ্দিন খান, মাওলানা, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, (মদীনা : বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৮৩৮; নবীদের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৩ আল কুরআন, ৫৪ : ২০

৪ নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً- يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً- يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً- يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً[১]

–আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত কর না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।

মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[২]

–আর যখন ইবরাহীম বলল হে আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? সে বলল, অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়। তিনি বললেন, তাহলো তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলিকে তোমার পোষ মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলির টুকরা অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলিকে ডাক, সেগুলি দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহর হুকুমে সন্তান লাভ করা[৩], পাথরে দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা ও বিশ্ববাসীকে আল্লাহর ঘরে হাজ্জের আহ্বান করা ইত্যাদি-(সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ২৬-২৮)।

বিশেষ দু'আ : যার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর শান্তি বয়ে নিয়ে আসে। এমনকি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও বাবা ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আয় মক্কায় আগমন করেন।[৪]

---

১ আল-কুরআন, ১৯ : ৪১-৪৫
২ আল-কুরআন, ২ : ২৬০
৩ আল-কুরআন, ১১ : ৭০-৭৩
৪ নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

মূসা (আঃ) :

মূসা (আঃ)-এর জন্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অলৌকিক ঘটনা। মূসা (আঃ)-কে ৯টি মু'জেযা দেয়া হয়। (১) লাঠি, (২) প্রদীপ্ত হস্ততালু, (৩) নিজের তোতলামি দূর করা, (৪) প্লাবনের গযব, (৫) পঙ্গপাল, (৬) উকুন, (৭) ব্যাঙ, (৮) রক্ত ও (৯) সাগরডুবি।

হাফিজ ইবনু কাসীর (রহ.) তোতলামী বাদ দিয়ে দুর্ভিক্ষ গণনা করেছেন। কুরআনে আরো একটি নিদর্শন রয়েছে। প্লেগ-মহামারী (সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৩৪)। তবে কেহ কেহ নয়টির পরিবর্তে ১১টি বলেছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবূওয়াতের অকাট্য দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফিরআউনের সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল।[১]

ইউনুস (আঃ) :

ইউনুস (আঃ)-এর মু'জেযা হল বিশেষ দু'আ। তিনি নিজেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। দু'আর বরকতে আল্লাহ্ মাছের পেট থেকে রক্ষা করেন। তা নাহলে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হত।

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ-لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ- وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ - وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ - فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ[২]

–আর সে যদি (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত, তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটেই থেকে যেত। অতঃপর আমি তাকে তৃণলতাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অসুস্থ। আর আমি একটি ইয়াকতীন গাছ তার ওপর উদগত করলাম। এবং তাকে আমি এক লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি লোকের কাছে পাঠালাম। অতঃপর তারা ঈমান আনল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত উপভোগ করতে দিলাম।

---

১ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **নবীদের কাহিনী**, (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০/১৪৩২ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ২৮

২ **আল-কুরআন**, ৩৭ ঃ ১৪৩ - ১৪৮

দাউদ (আঃ) :

দাউদ (আঃ)-এর মু'জেযার অন্যতম ছিল (১) মধুর কণ্ঠ, (২) বিশাল সাম্রাজ্য দান, (৩) লোহাকে নরম করে দেয়া[১], (৪) গভীর প্রজ্ঞা, (৫) অনন্য বাগ্মিতা[২], (৬) পাহাড় ও পক্ষীকুল অনুগত, (৭) আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তি[৩], (৮) ফাসলাল খিতাব অর্থাৎ বিচার কাজের প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

তবে ওহাব ইবনু মুনাব্বির লিখেছেন, বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে পাপাচার ও মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে আল্লাহ্ দাউদ (আঃ)-কে ফয়সালাকারী স্বর্ণের একটি শিকল প্রদান করেন। বাদী-বিবাদী উভয় এই শিকল ধরে শপথ করত। এই শিকলটি আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বে রক্ষিত সাখরা পাথর খন্ড পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল।[৪]

সুলায়মান (আঃ) :

সুলায়মান (আঃ)-কে মহান আল্লাহ অসংখ্য মু'জেযা প্রদান করেছিলেন। তার মাঝে অন্যতম হল– (১) জ্বিনকে অনুগত করে দেয়া বা অধীনস্ত করা[৫], (২) বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া, (৩) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা, (৪) পক্ষীকুলকে অনুগত করা, (৫) পিপীলিকার ভাষা বুঝা, (৬) প্রাপ্ত অনুগ্রহ সমূহের হিসেব না রাখার অনুমতি পাওয়া, (৭) অতুলনীয় সাম্রাজ্য, (৮) শয়তান[৬] অধীনস্ত[৭]। এছাড়া সুলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ কিছু ঘটনা রয়েছে যেমন হুদহুদ পাখির ঘটনা, রানী বিলকিসের ঘটনা, বাবা দাউদ (আঃ)-এর বিচারের ওপর সূক্ষ্ম বিচার করা এবং ফিরিশতা হারূত ও মারূতকে বাবেল শহরে মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য মানুষের আকৃতিতে সুলায়মান (আঃ)-এর নবূওয়াতের পক্ষে কথা বলার জন্য আল্লাহ্ প্রেরণ করেন।

---

১ আল-কুরআন, ৩৪ ঃ ১০-১১
২ আল-কুরআন, ৩৮ ঃ ২০
৩ আল-কুরআন, ৩৮ ঃ ১৭
৪ আবুল ফিদা হাফিজ ইবনু কাসীর আদ দামেশকী (রহ.) (অনু:) সম্পাদনা পরিষদ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১/১৪২২ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪
৫ আল-কুরআন, ৩৪ ঃ ১২
৬ শয়তান : শয়তান হচ্ছে আগুন দ্বারা সৃষ্ট বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। জ্বিনের মধ্যকার অবাধ্য ও কাফির জ্বিনগুলিকেই মূলতঃ শয়তান নামে অভিহিত করা হয়।–(নবীদের কাহিনী : ২য় খন্ড, পৃ. ১৪২)
৭ আল-কুরআন, ২১ ঃ ৮২; ৩৮ ঃ ৩৭-৩৮

যা পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত এসেছে–

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ.....لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [১]

–আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফিরিশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শিখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে পর্যন্ত না বলত যে, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করনা। ... ... আর তা নিশ্চিতরূপে কতই না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।

এছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[২]

ইলিয়াস (আঃ) :

আল্লাহর পক্ষ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের মাঝে ইলিয়াস (আঃ) অন্যতম। তাঁকে মহান আল্লাহ্ যে মু'জেযা দিয়েছিলেন তা হল আকাশ হতে আগুন এসে কুরবানী ভস্ম করে যাওয়া। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াস (আঃ)-কে নবী মেনে মহান আল্লাহর দ্বীনকে কবুল করে নিল।[৩]

ঈসা (আঃ) :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের মাঝে ঈসা (আঃ) হলেন এমন এক নবী যার জন্ম ও জীবনকাল পুরোটাই অলৌকিক ঘটনা ধারা বেষ্টিত। তিনিই একমাত্র নবী যিনি বিনা পিতায় আল্লাহর ক্ষমতা বলে সৃষ্টি হয়েছিলেন।[৪]

ঈসা (আঃ)-এর মু'জেযাসমূহ :

(১) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুস্মান করতে পারতেন, (২) কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন, (৩) তিনি মাটির তৈরি পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত উড়ে যেত, (৪) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন, (৫) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ি থেকে যা খেয়ে এসেছে এবং ঘরে কি সঞ্চিত আছে।[৫] (৬) মহান আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।[৬] (৭) তিনি শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট, (৮)

---

১ আল-কুরআন, ২ : ১০২
২ নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯
৩ নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
৪ আল-কুরআন, ৩ : ৪৬
৫ আল-কুরআন, ৫ : ১১০; সূরা আল ইমরান ৩ : ৪৯
৬ আল-কুরআন, ৪ : ১৫৮; আলে ইমরান ৩ : ৫২ ও ৫৪-৫৫

আল্লাহ্ স্বয়ং যার নাম রাখেন মাসীহ ঈসা[১] (৯) তিনি মাতৃক্রোড়ে থাকা অবস্থায়ই কথা বলতে পারতেন[২], (১০) তাঁর আগমন হয়েছে শেষ নবীর আগমনের শুভ সংবাদ নিয়ে[৩], (১১) শয়তানের যাবতীয় ক্ষতি থেকে তিনি মুক্ত[৪], (১২) কিয়ামতের আগে দামেস্কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুবহে সাদিকের পর ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালের মুকাবিলা করবেন[৫] (১৩) তিনি ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[৬]

বিশেষ অলৌকিক ঘটনা :

এখানে আমরা বিশেষ কিছু অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করব, যা সাধারণ মানুষের নিকটে মু'জেযা হিসেবে পরিচিত। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল 'আসহাবে কাহাফ'।[৭] তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা যে সম্প্রদায়ের লোক ছিল তারা ছিল মূর্তিপূজারী। কোন এক উৎসবের দিন সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তিগুলিকে সিজদা করছে, সম্মান করছে। এ অবস্থা দেখে যুবকেরা গভীর ভাবে মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা শুরু করেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন। ফলে তারা আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।[৮] তারা লোকদের সংসর্গ ত্যাগ করে কোন এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً- إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً- فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً- ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً-نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى- وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً- هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ

---

১ আল-কুরআন, ৩ : ৪৫
২ আল-কুরআন, ১৯ : ২৭-৩৩; ৩ : ৪৬
৩ আল-কুরআন, ৬১ : ৬
৪ আল-কুরআন, ৩ : ৩৬-৩৭
৫ মুহাম্মাদ ইমরান হোসেন শায়খ, **মর্যাদাবান নবী ঈসা (আঃ)**, (ঢাকা : সালাফী পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ৬৮
৬ **নবীদের কাহিনী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
৭ কাহাফ : কাহাফ অর্থ পর্বত গুহা; আর আসহাব অর্থ অধিবাসী সুতরাং আসহাবে কাহাফ অর্থ গুহার অধিবাসী
৮ **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً- وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً- وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً- وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً- وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً- إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً- وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً- سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً- وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً- إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً- وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً[১]

–তুমি কি মনে করেছ যে, গুহা ও রাকীমের[২] অধিবাসীরা ছিল আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল অতঃপর বলল, হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের কর্মকান্ড সঠিক করে দিন। ফলে আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য। তারপর আমি তাদেরকে জাগালাম, যাতে আমি জানতে পারি, যতটুকু সময়

১ আল-কুরআন, ১৮ : ৯-২৬

২ রাকীম : একটি পাহাড়ের নাম অথবা গ্রামের নাম অথবা এমন একটি ফলক যাতে যুবকদের নাম লিখা ছিল।

তারা অবস্থান করেছিল, দু'দলের মধ্যে কে তা অধিক নির্ণয়কারী। আমিই তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যখন তারা উঠেছিল, আমি তাদের অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম। তখন তারা বলল, আমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীনের রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহকে আমরা কখনো ডাকব না। (যদি ডাকি) তাহলে নিশ্চয় আমরা গর্হিত কথা বলব। এরা আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করে তাদের থেকেও, তখন গুহায় আশ্রয় নাও। তাহলে তোমাদের রব তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দেবেন। আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অস্ত গেলে তাদেরকে বামে রেখে কেটে যাচ্ছে, তখন তারা ছিল তার আঙিনায়। এগুলি আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু। আল্লাহ যাকে ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য পথনির্দেশকারী কোন অভিভাবক পাবে না। তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত, আমি তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করাচ্ছি ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনের দু'পা বাড়িয়ে আছে। যদি তুমি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে নিশ্চয় তাদের থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং অবশ্যই তাদের কারণে ভীষণ ভীত হতে। আর এমনিভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে? তারা বলল, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ, সে ব্যাপারে রবই অধিক জানেন। তাই তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রাগুলি দিয়ে শহরে পাঠাও। অতঃপর সে যেন দেখে শহরের কোন খাবার একেবারে ভেজালমুক্ত, তখন সে যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। আর সে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং কাউকে যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়। নিশ্চয় তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জেনে যায়, তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর তখন তোমরা কোনভাবেই সফল হবে না। আর এমনিভাবে আমি তাদের ব্যাপারে (লোকদেরকে) জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজদের মধ্যে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল, তাদের ওপর তোমরা একটি ভবন নির্মাণ কর। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। যারা গুহাবাসীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব। বিতর্ককারীরা বলবে, তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ হল তাদের কুকুর। আর কতক

বলবে, তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠ হল তাদের কুকুর। এসবই অজানা বিষয়ে অনুমান করে। আর কেহ কেহ বলবে, তারা ছিল সাত জন; অষ্টম হল তাদের কুকুর। বল, আমার রবই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। কম সংখ্যক লোকই তাদেরকে জানে। সুতরাং স্পষ্ট আলোচনা ছাড়া বিতর্ক কর না। আর তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে কারো কাছে জানতে চেয়ো না। আর কোন কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, নিশ্চয় আমি তা আগামী কাল করব, তবে আল্লাহ যদি চান। আর যখন ভুলে যাও, তখন তুমি তোমার রবের যিক্‌র কর এবং বল, আশা করি, আল্লাহ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হিদায়াত দেবেন। আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশ' বছর এবং এর সাথে অতিরিক্ত হয়েছিল 'নয়'। বল, তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনিই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

শিক্ষা :

মহান আল্লাহ তাদের মাধ্যমে যে ঘটনা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয় ও অবাক করার মত। সুতরাং মহান আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভব করে সৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করা।

যুলকারনাইন :

যুলকারনাইন নামকরণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে তাঁর মাথায় দুটি শিং-এর মত ছিল এ কারণে তাকে যুলকারনাইন (দুই শিংওয়ালা) বলা হয়েছে।

কেহ কেহ বলেন এটা ছিল তাঁর উপাধি। তিনি রোম ও পারস্যের সম্রাট ছিলেন। অধিকাংশের মতে তিনি সূর্যের দুই প্রান্ত পূর্ব ও পশ্চিম এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গায় একচ্ছত্র বাদশা ছিলেন, তাই তাকে এই নামে ভূষিত করা হয়েছে।[১] তাঁর রাজত্ব নিয়ে অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। যুলকারনাইন-এর রাজত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত কুরআনে এসেছে–

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً- إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً-فَأَتْبَعَ سَبَباً- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً- قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

১ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً-وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً- كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً- حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً-قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً- قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً- آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً- فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً- قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء [১]

–তোমাকে তারা যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, আমি তার বিষয়ে তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম আর তকে সব রকমের উপায় উপাদান দিয়েছিলাম। সে এক পথ অবলম্বন করল। চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল পানিতে অস্ত যেতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললামঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। সে বললঃ যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব। আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছল তখন সে দেখল- ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। আবার সে এক পথ ধরল। চলতে চলতে সে যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিলনা। তারা বললঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে? সে বললঃ আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব। তোমরা আমার নিকট লৌহপিন্ডসমূহ আনয়ন কর; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে

---

১ আল-কুরআন, ১৮ : ৮৩-৯৮

যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বললঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বললঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর ওপর। এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করত পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা। যুলকারনাইন বললঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।

শিক্ষা :

মহান আল্লাহ্ যুলকারনাইনকে বিশাল রাজত্ব ও বিশেষ প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন। যা দিয়ে তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে শান্তিময় রাজত্ব পরিচালনা করতে সক্ষম হন। তিনি নবী ছিলেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি আল্লাহর অনুগত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

আসহাবে উখদুদ :

অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল আসহাবে উখদুদের কাহিনী। যা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থগুলিতে ও হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ- قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ- إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ- وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ- وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ- إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [১]

–শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকশের, এবং প্রতিশ্রুত দিনের, শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের। ধ্বংস হয়েছিল কুন্ডের অধিপতিরা, ইন্ধনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিল অগ্নি। যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে নির্যাতন করছিল শুদু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এসেছিল। আসমান ও যমীনের রাজত্ব যাঁর, আর সেই আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। নিশ্চয় যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আযাব দেয়, তারপর তাওবাহ করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার আযাব।

পৃথিবীতে যত বিপদ আশুক ভরসা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর। তাহলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে যদিও জাহেল শ্রেণির লোকজন বুঝতে পারে না।

---

১ আল-কুরআন, ৮৫ : ১-১০

ইয়াজুজ-মাজুজ :

ইয়াজুজ-মাজুজ আদম (আঃ)-এর বংশধর এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা ছিল অত্যাচারী। লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম দ্বারা শহরকে বিপর্যস্ত করে তোলে। যুলকারনাইন তাদের অত্যাচারের খবর পেয়ে লোহা ও তামা দিয়ে সুরক্ষিত প্রাচীর তৈরি করে দিলেন যাতে এ প্রাচীর টপকিয়ে আসতে না পারে। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের পূর্বে যখন তাদেরকে অবরুদ্ধ রাখার মেয়াদ শেষ হবে আল্লাহ তাদেরকে লোকালয়ে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, তখন তারা ঐ প্রাচীরের দেয়াল খুঁড়তে খুঁড়তে সূর্যের আলো দেখতে পেয়ে দেয়াল ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে লোকালয়ে বেরিয়ে এসেই পৃথিবীর সব পানি পান করে ফেলবে। আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ঘাড়ে পোকা সৃষ্টি করে ধ্বংস করবেন।[১]

তাদের প্রাচীর ও আগমন সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً- قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً- آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً- فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً- قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً[২]

–তারা বললঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে? সে বললঃ আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব। তোমরা আমার নিকট লৌহপিন্ডসমূহ আনয়ন কর; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বললঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বললঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর ওপর। এরপর ইয়াজুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করত পারলনা বা ভেদ করতে পারলনা। যুলকারনাইন বললঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।

---

১ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২ আল-কুরআন, ১৮ : ৯৪-৯৮

দাজ্জালের ঘটনা :

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে দাজ্জাল আগমন করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তার ক্ষমতা থাকবে অনেক। মন যা চায় তাই করবে। যা দুর্বল ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সে জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত করতে পারবে। সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা দাজ্জালের শারীরিক গঠন ও আকৃতি বিস্তারিত জানা যায়। নৌকার মাধ্যমে তার অবস্থান জানা যায়।

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ». ثُمَّ قَالَ «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «إِنِّى وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِىَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِى حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِى أَنَّهُ رَكِبَ فِى سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِى الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِى أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِى الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَأَخْبِرُونِى مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِى سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِى أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتِ اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِى الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِى عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِىَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ.

قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعَ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ «هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ». يَعْنِي الْمَدِينَةَ «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ». وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.[১]

রাসূল (সাঃ) সলাত শেষে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মিম্বারে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন, প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে বসে যাও। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কি জন্য তোমাদেরকে সমবেত করেছি? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেররকে কোন আশা বা ভয়-ভীতির জন্য জমায়েত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এজন্য জমায়েত করছি যে, তামীম আদদারী (রাঃ) প্রথমে খ্রীস্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে বায়'আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার নিকট এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সে বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জালের ব্যাপারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার সে লাখম ও জুযাম গোত্রের ৩০ জন লোকসহ একটি বড় নৌকায় আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক ঝড় এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে।

---

১ আবূল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, **সহীহ মুসলিম**, (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তাবি), ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৪; মুহাম্মাদ সফিকুল ইসলাম, **যুগে যুগে নৌকা**, (ঢাকা : শিক্ষাতথ্য প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ৪৩-৪৫

তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর ন্যায় একটি জিনিস তাদের দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। পশমের কারণে তার আগা-পাছা চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি জাস্‌সাসাহ্‌। লোকেরা বলল, জাস্‌সাসাহ কি? সে বলল ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তামীম আদদারী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, তার মুখে এক লোকের কথা শুনে আমরা ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শয়তান তো নয়! আমরা দ্রুত পদব্রজে গীর্জায় প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম। যা ইতোপূর্বে এমন আমরা আর কক্ষনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু'হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো।

আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করেছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বোলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবল থেকে অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ পশমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। পশমের মাত্রাতিরিক্তের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে পারছি না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক। তুই কে? সে বলেছে, সে নাকি জাস্‌সাসাহ। আমরা বললাম, জাস্‌সাসাহ আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন জিন ভূত কিনা? অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুই সংবাদ জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আসে কিনা, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ আছে। সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা, তাবারিয়া সমুদ্রের ব্যাপারে আমাকে অবগত করো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের থেকে জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। সেখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, যুগার এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো। তারা বলল, তুই এর কি সম্পর্কে আমাদের নিকট জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এই ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেতে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ,

এতে অনেক পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ পানির মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে। সে আবার বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবীর ব্যাপারে খবর দাও। সে এখন কি করছে? তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। সে জিজ্ঞেস করল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ করেছে। সে বলল, সে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে। আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতিসত্ত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। চল্লিশ দিনের ভিতর এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তাইবাহ (মদীনা) এ দুটি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দুটির কোন স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সম্মুখে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দুটি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিশতাগণ পাহারায় থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবাহ্, এ হচ্ছে তাইবাহ্, এ হচ্ছে তাইবাহ্। সাবধান! আমি কি এ কথা ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তামীম আদদারীর কথাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মদীনা ও মক্কা বিষয়ে ইতোপূর্বে বলেছি। জেনে রাখ ! উল্লেখিত দ্বীপ সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। যা পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এ সময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন।

শিক্ষা :

যে দ্বীপটিতে দাজ্জাল আছে তা হল সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে এতকিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও দাজ্জালকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক বিষয়। যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই দাজ্জাল আগমন করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মু'জেযাসমূহ

নবূওয়াতের পূর্ব অংশ :

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্ম থেকে নবূওয়াতের পূর্ব পর্যন্ত বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা হল।

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্মই হয়েছে বিশ্ববাসীর রহমত ও বরকত হিসেবে। মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ[১]

–আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এমন বিশেষ সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, না দিন, না রাত; বরং সুবহে সাদিকের পর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে। জন্ম ও মৃত্যু ছিল একই দিন অর্থাৎ সোমবার। তাঁর জন্মের সাথে সাথে মজুসীদের পূজার আগুন নিভে যাওয়া; পারস্যের প্রাসাদ কেঁপে ওঠা এবং ইরাকের সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে যাওয়া ও পার্শ্ববর্তী গির্জাসমূহ ধ্বসে পড়েছিল বলে বর্ণনা রয়েছে।[২]

সে সময়ে শহরবাসী আরবদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শহরের জনাকীর্ণ পংকিল পরিবেশ থেকে গ্রামের নিরিবিলি উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের স্বাস্থ্য সুঠাম ও সবল হয় এবং বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত থাকে। বনু সা'দ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ধাত্রী হালিমা বলেন, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাহন মাদী গাধাটির অবস্থাও ছিল করুণ। আরবে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। বেশি অর্থ পাবে না বলে কেউ তাকে নিতে রাজি হল না। আমি তাকে নিতে সম্মত হলাম। যখন আমি তাকে বুকে নিলাম তখনই আমার বুকে প্রচুর দুধের ব্যবস্থা হল। যা আমার গর্ভজাত সন্তান ও সে পান করে ঘুমিয়ে যায়। অপরদিকে উটনীর পালান দুধে ভরে উঠল। আমরা সবাই দুধ পান করলাম। ফেরার সময় দেখা গেল দুর্বল মাদী গাধাটি শক্তিশালী হয়ে গেল। সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। অন্য রাখালেরা পশু নিয়ে ক্ষুধার্থ অবস্থায় ফিরত কিন্তু আমাদের পশু তৃপ্ত অবস্থায় পালানে দুধ ভর্তি অবস্থায় ফিরত। আমাদের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসে।[৩]

---

১ আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

২ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী, **মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (সাঃ)**, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদ : মাকতাবকা দারুস সালাম, ১৯৯৪), পৃ. ১৮-২০

৩ ইবনু হিশাম, **আস-সীরাতুন নববিয়া**, তাহকীকঃ মুস্তফা সাকা, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তাবি), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬২-১৬৪

হালিমার অবস্থার উন্নতিসহ যাবতীয় কার্যক্রম ছিল বরকতময় ও সম্মানজনক। এসবই শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বরকতে মহান আল্লাহ হালিমাকে দান করেছেন।

বক্ষ বিদারণ :

শিশু মুহাম্মাদ যখন দ্বিতীয় দফায় হালিমার নিকটে আসেন তখন শিশু মুহাম্মাদের সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণের (বক্ষ অপারেশন) বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। কোন একদিন শিশু মুহাম্মাদ তার সাথীদের সাথে খেলছিলেন। হঠাৎ জিবরাঈল ফিরিশতা এসে তাকে কিছুদূর নিয়ে চিৎ করে শুয়ে বুক চিরে কলিজা বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে কিছু জমাট রক্ত ফেলে দিয়ে পূর্বের ন্যায় জোড়া লাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূর হতে সাথীরা এ দৃশ্য দেখে হালিমাকে খবর দেয় যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। হালিমা ভীত হয়ে পড়েন এবং দৌড়ে এসে বুকে তুলে বাড়ি নিয়ে সেবা প্রদান করেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর হালিমা তাকে তার মায়ের নিকট পৌঁছে দেন।[১] পরবর্তীতে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থেও উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষা :

শিশু মুহাম্মাদকে ছোট বেলা থেকেই মহান আল্লাহ্ শয়তানের স্পর্শমুক্ত রাখার জন্য বক্ষ বিদারণের ব্যবস্থা করেন। বক্ষ বিদারণ পরবর্তী সময়ে আরো হয়েছিল। ভিতরের দূষিত অংশ ফেলে দিয়ে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে দেন। পাশাপাশি সেলাইবিহীন অপারেশনের সূচনা হয়। যেটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা।

নিস্পাপ মুহাম্মাদ :

জন্ম থেকেই শিশু মুহাম্মাদ কোন ধরনের মন্দ কাজ করেননি। ঠিক বড় হয়েও মূর্তি পূজা বা মূর্তির সামনে মাথা নত করার মত কোন কাজ করেননি। মূর্তির নামে উৎসর্গীত পশুর গোশত ভক্ষণ করেননি। তিনি ছিলেন নিস্পাপ। যার আগের গুনাহ ও পরের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।[২]

নবূওয়াতের পূর্ব থেকে মুহাম্মাদের মধ্যে বিচক্ষণতা দেখা যায়। যা মহান আল্লাহ দান করেছেন। জনৈক ব্যবসায়ী কিছু মাল নিয়ে মক্কায় আসে। কুরাইশ নেতা আস বিন ওয়ায়েল কিছু মাল ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করেনি। ব্যবসায়ী সাহায্য চাইলে কেউ সাহায্য করেনি। ফলে মুহাম্মাদ ভোরে আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে সবাইকে কবিতা আবৃতি করে শুনান। পাঁচটি গোত্রের নেতাদের নিয়ে পরামর্শ করে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে সংগঠনের প্রস্তাব দিলেন। চাচা যুবায়ের ছিলেন প্রথম ও প্রধান সমর্থক। এরপর থেকে সারা মক্কায় শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে।

---

১ গোলাম মোস্তফা, **বিশ্বনবী**, ৪৮তম মুদ্রণ, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩), পৃ. ৪৯

২ **আল-কুরআন**, ৪৮ : ২

কুরাইশগণ এই কল্যাণকামী সংগঠনকে হিলফুল ফুযূল বা কল্যাণকামীদের সংঘ বলে আখ্যায়িত করে।[১]

বিচক্ষণ মুহাম্মাদ :

এ প্রসঙ্গে 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে এসেছে ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ কোন ধরনের অন্যায়কে সমর্থন করেননি। তিনি কোন যুদ্ধে অংশ নেন নি। যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে ধীর-স্থির এবং গভীর দৃষ্টিতে ভাবতেন এই অহেতুক অনাচার হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। এই সকল গুণ থেকেও যুবায়েরের মনে দাগ কাটে। যার কারণে অনতিবিলম্বে সত্যসেবক সংঘকে সমর্থন করেছিলেন।[২]

নবূওয়াতের পরবর্তী মু'জেযাসমূহ :

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবূওয়াতের পরবর্তী মু'জেযাসমূহ যথাসম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ করে উল্লেখ করার চেষ্টা করব, ইন-শা-আল্লাহ।

আল-কুরআন :

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ যতগুলি মু'জেযা দৃশ্যমান করেছেন, তার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা হল আল-কুরআন। উল্লেখ্য যে, এই আল-কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর এক কিতাব ও মু'জেযা। একজন নিরক্ষর[৩] নবী, যিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাননি এবং শিক্ষা গ্রহণ করেননি, পৃথিবীর কোন শিক্ষকের সান্নিধ্যে বসেননি, এমনকি কোন লেখার ক্ষমতা যার ছিলনা অথচ হৃদয়গ্রাহী স্বর্গীয়ভাব, আবেগ মাধুর্যে সমন্বিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কলা-কৌশল পরিপূর্ণ এবং মনুষত্বের দিকদর্শন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তাঁর ওপরই নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা। এটা কোন গণকের কথা নয়, এটা কোন জাদুকরের মন্ত্র নয়, এটা কোন কবির কবিতা নয়, এটা হল বিশ্বের বিস্ময় হেদায়াতের গাইড বুক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার মানদন্ড মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন।

মিরাজ বা মহাকাশ ভ্রমণ :

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মু'জেযাসমূহের অন্যতম হল মিরাজ বা মহাকাশ ভ্রমণ। এমন একটি সময়ে রাসূল (সাঃ) মহাকাশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন যখন বর্তমান আধুনিক যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব ছিলনা। একটি অবৈজ্ঞানিক যুগে যখন পদার্থ বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের ব্যবহার ছিল অনুল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে রাত্রিবেলা

---

১ **ইবনু হিশাম**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪

২ মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, **মোস্তফা চরিত**, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ২০৭

৩ **আল-কুরআন**, ৭ : ১৫৭-১৫৮

নিরক্ষর লোক বিনা যন্ত্রে জাগ্রত অবস্থায় মক্কা হতে বাইতুল মাকদেস অতঃপর সেখান থেকে বায়ু শূন্য, অক্সিজেন শূন্য, মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে ঊর্ধ্বাকাশের যাবতীয় প্রতিকুল সমস্যা ও স্তর অতিক্রম করে এমন জায়গায় পৌঁছলেন যা বর্তমান সময়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত যানবাহন দিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি কোন দিন সম্ভব হবেও না। যিনি মহাকাশ ভ্রমণে নানান অজানা, অদেখা ও অচেনা বিষয়গুলি অবলোকন করেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে মহানবী (সাঃ)-এর মিরাজ বা মহাকাশ ভ্রমণ ছিল বিজ্ঞান ও মানব ইতিহাসের সর্বকালের বিস্ময় ও মু'জেযা।[১] একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা ও তাফসীরের গ্রন্থগুলিতে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

মিরাজের ঘটনাবলী :

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رضى الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ « بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً ، فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ، ثُمَّ أُوتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ » . فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ « فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَباً بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى ، وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا . فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ، ثُمَّ قَالاَ مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ ، فَلَمَّا

১ দিকদর্শন, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ . قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قِيلَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى ، قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي . ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ مَرْحَباً بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَباً بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ . فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ ، فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ . ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ . فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ . فَرَجَعْتُ ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ

، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّى قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ . قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِى » .[১]

ইবনু মালিক সা'সা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী (সাঃ) যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক সময় আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদাহ) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান হতে সে স্থানের মাঝের অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আনাস (রাঃ) কখনো কাদ্দা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা(বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারূদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হলকূমের নিম্নদেশ হতে নাভি পর্যন্ত। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ হতে নাভির নিচ পর্যন্ত তারপর আগন্তুক আমার হৃদপিন্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি সোনার পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিন্ড ধৌত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে আবার রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং-এর একটি জন্তু আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর হতে ছোট ও গাধা হতে বড় ছিল। জারূদ তাকে বলেন, হে আবূ হামযা, এটাই কি বুরাক? আনাস (রাঃ) বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমাকে তার ওপর সাওয়ার করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) চললেন। প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল ইনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল (আঃ)। আবার জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। আবার জিজ্ঞেস করা হল তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, মারহাবা, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেয়া হল।

---

১ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী, **সহীহ আল বুখারী**, (দেওবন্দ : মাকতাবাতুর রহমানিয়া, ১৩৮৪ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৪

আমি যখন পৌঁছলাম, তখন সেখানে আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আঃ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল মারহাবা! উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে। তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁরা দু'জন খালাত ভাই। তিনি (জিবরাঈল) বললেন, এরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ)। তাদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌঁছে জিবরাঈল বললেন, খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাঈল (আঃ)। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, খোশ আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেয়া হল। আমি তথায় পৌঁছে ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি ইউসুফ (আঃ) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে উপরের দিকে চললেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌঁছলেন। আর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল।

আমি ইদরীস (আঃ)-এর কাছে পৌঁছলে জিবরাঈল বললেন, ইনি ইদরীস (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি মারহাবা। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে ওপর দিকে গিয়ে পঞ্চম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌঁছে হারূন (আঃ)-কে পেলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি

হারূন (আঃ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি মারহাবা। তারপর আমাকে নিয়ে যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। প্রশ্ন করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। ফিরিশতা বললেন, তার প্রতি মারহাবা। উত্তম আগন্তুক এসেছেন।

তথায় পৌঁছে আমি মূসা (আঃ)-কে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি মূসা (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি মারহাবা। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠান হয়েছে, যাঁর উম্মাত আমার উম্মাত হতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল এ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি মারহাবা। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌঁছে ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি মারহাবা। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা[১] পর্যন্ত উঠান হল। দেখতে পেলাম, তার ফল 'হাজার' অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদারাতুল মুন্তাহা। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞস করলাম, এ নহরগুলি কী? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য, দু'টি হল জান্নাতের দু'টি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল নদ ও ফুরাত নদী।

তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র রাখা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল বললেন, এ-ই হচ্ছে ফিতরাত। আপনি ও আপনার উম্মাতগণ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আপনার ওপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সলাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা (আঃ)-এর

---

১ **সিদরাতুল মুনতাহা :** সিদরাহ শব্দের অর্থ কুল বৃক্ষ এবং মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষসীমা। শেষসীমায় চিহ্ন স্বরূপ ঐ স্থানে একটা কুলবৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্ত চিহ্নকে 'সিদাতুল মুনতাহা' বলে।

সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহর কসম! আমি আপনার আগে লোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বানী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর শ্রম দিয়েছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আরয করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার ওপর হতে দশ হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আরো দশ কমিয়ে দিলেন। ফিরার পথে মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি আবার আগের কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো দশ হ্রাস করলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রতিদিন দশ সলাতের আদেশ দেয়া হয়। আমি ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ সলাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন আপনাকে কি আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচবার সলাত আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসলাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর শ্রম দিয়েছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য আরো সহজ করার আরযি করুন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি আমার রবের নিকট আরযি করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি অগ্রসর হলাম, তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য প্রতিপাল্য নির্দেশ জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের ওপর হালকা করে দিলাম।

মহান আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের পরিবর্তে বান্দার প্রতি দয়া করে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ করেছেন; কিন্তু প্রতিদান পঞ্চাশ ওয়াক্তের দেয়া হবে।

হাতের মাধ্যমে মু'জেযাসমূহ :

মহান আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাঃ)-কে হাতের মাধ্যমে যেসকল মু'জেযা প্রদান করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

চাঁদ দ্বিখন্ডিত করা :

বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)- কে একবার কোন এক পূর্ণিমা রাতে সমসাময়িক লোকজন দাবি করল যে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তাহলে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখান। আমরা ঈমান আনব। রাসূল (সাঃ) হাতের আঙ্গুলি দ্বারা ঈশারা করলে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে এক খন্ড পাহাড়ের এক পার্শ্বে এবং চাঁদের অন্য খন্ড অপর পার্শ্বে দেখা গেল। যা বিস্তারিত বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً ، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا [১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাঁর নবূওয়াতের নিদর্শন দেখানোর দাবি জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দু'খন্ড করে দেখালেন। এমনকি তারা দু'খন্ডের মাঝে হেরা পাহাড়কে দেখতে পেল।

ঠান্ডা হাত :

মহান আল্লাহ নবী (সাঃ)-কে এমন মু'জেযা দিয়েছেন যে, তাঁর দু'টি হাত ছিল বরফের চেয়েও ঠান্ডা। যা সহীহ বুখারীতে এসেছে।

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ . { قَالَ شُعْبَةُ } وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ ، فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ [২]

হাকাম (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ জুহাইফাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদিন নবী (সাঃ) দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরোলেন। সে স্থানে উযূ করে যুহরের দু'রাক'আত ও আসরের দু' রাক'আত সলাত আদায় করেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা পোঁতা ছিল। বর্শার বাহির দিয়ে নারীরা যাতায়াত করছিল। সলাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী (সাঃ)-এর দু'হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও মুখমন্ডলে বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী

---

১ ইবনু কাসীর, আল্লামা, **শামায়িলুর রাসূল (সাঃ)**, (মিসর : ঈসা আল-বাব আল-হলবী, ১৯৬৪), পৃ. ১৪২; **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩

২ **সহীহুল বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

(সাঃ)-এর হাত ধরে আমার মুখমন্ডলে বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত বরফের থেকেও স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর থেকেও বেশি সুগন্ধিময় ছিল।

হাতের বরকতে ব্যাথা দূর :

রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে ব্যাথার জন্য অভিযোগ করলে তিনি মাথায় হাত বুলালে ব্যাথা দূর হয়। যা বুখারীর হাদীসে বিস্তারিত এসেছে–

السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .[১]

সায়িব (রাঃ) বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার ভাগিনা অসুস্থ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর (অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর কাধের মধ্যস্থলের নবূওয়াতের মোহর[২] দেখতে পেলাম। তা ছিল পর্দার ঘুন্টির মত।

শয়তানকে খুটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছা :

কোন এক রাত্রিবেলা নবী (সাঃ) সলাত আদায় কালে শয়তান এসে সলাতে বাঁধা দিলে, তিনি তাকে খুটির সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেন। যা বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » . قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئاً .[৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন : গত রাতে একটি অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার সলাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে

---

১ **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২ **নবূওয়াতের মোহর** : নবূওয়াতের মোহর হল রাসূল (সাঃ)-এর নবূওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন। যা দেখতে পর্দার বোতাম বা কবুতরের ডিমের মত।

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬

তার ওপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোর বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান (আঃ)-এর উক্তি আমার স্মরণ হল, "হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়"–(সূরা সোয়াদ ৩৮ ঃ ৩৫)। (বর্ণনাকারী) রাওহ (রহ.) বলেন ঃ নবী (সাঃ) সেই শয়তানটিকে অপমানিত করে ছেড়ে দিলেন।

হাত থেকে পানি বের হওয়া :

রাসূল (সাঃ)-এর হাতের আঙ্গুলের ঈশারায় যেমন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়; তেমনি হাতের আঙ্গুল থেকে পানি নিঃসৃত হওয়ার মু'জেযা দেখা যায়। সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجُعِلَ فِى إِنَاءٍ . فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ « حَىَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ . الْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ » . فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ . فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا . فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ فِى بَطْنِى مِنْهُ . فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ . قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আসরের ওয়াক্ত। অথচ আমাদের সাথে বেঁচে যাওয়া অল্প পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। তখন সেটুকু একটি পাত্রে রেখে পাত্রটি নবী (সাঃ)-এর সামনে পেশ করা হল। তিনি পাত্রটির মধ্যে নিজের হাত প্রবেশ করালেন এবং আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেনঃ এস, যাদের উযূর দরকার আছে। বারাকাত তো আসে আল্লাহর নিকট হতে। জাবির বলেন, তখন আমি দেখলাম, নবী (সাঃ)-এর আঙ্গুলগুলির ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। লোকজন উযূ করল এবং পানি পান করল। আমিও আমার পেটে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু পান করতে কসুর করলাম না। কেননা, আমি জানতাম এটি বারাকাতের পানি। রাবী বলেন, আমি জাবিরকে বললামঃ সে দিন আপনারা কত জন ছিলেন? তিনি বললেনঃ একহাজার চারশ' জন।

যাবতীয় কল্যাণ বা বরকত আসে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে। সামান্য উযূর পানিতে প্রায় চৌদ্দশত সাহাবী উযূ করা ও পান করা ছিল বিশেষ মু'জেযা।

---

১ সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪২ ।

উযূর পানি :

রাসূল (সাঃ)-এর উযূর পানিতে মহান আল্লাহ মু'জেযা প্রদান করেছিলেন। যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ . قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ [১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-কে দেখলাম, তখন আসরের সলাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উযূর পানি খুঁজতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর নিকট কিছু পানি আনা হল। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযূ করতে বললেন। আনাস (রাঃ) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তার দ্বারা উযূ করল। সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হতে আশি জনের মত।

রাসূল (সাঃ)-এর উযূর পানিতে বরকত থাকার কারণে সাহাবীরা গায়ে মাখতেন যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ [২]

আবূ জুহাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা দুপুর বেলা নবী (সাঃ) আমাদের নিকট এলেন। তাঁকে উযূর পানি এনে দেয়া হলে তিনি উযূ করলেন। লোকে তাঁর উযূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। অতঃপর নবী (সাঃ) যুহরের দু'রাক'আত এবং আসরের দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একটি লাঠি[৩]।

---

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, ৩২

৩ লাঠি : এটা কোন মারামারি করার জন্য নয়; বরং এটা এজন্য সামনে রাখা হয়েছে যাতে কেহ সলাতে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। যাকে সুতরা বলা হয়

কবির ভাষায়– "রহমতে আলম নবী আল্লাহর দেয়া দান
সাহাবীরা আতর বানায় গায়ে মাখে উযূর পানি যার।"

দু'জন বিখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ)-কে রাসূল (সাঃ) উযূর পানি বুকে ঢালতে নির্দেশ করেছিলেন।

وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا . [১]

আবূ মূসা (রাঃ) বলেনঃ নবী (সাঃ) একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। অতঃপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও মুখমন্ডল ধুলেন এবং তার দ্বারা কুলি করলেন। অতঃপর তাদের দু'জন [আবূ মূসা (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ)]-কে বললেন : তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমন্ডলে ও বুকে ঢাল।

রাসূল (সাঃ)-এর উযূর পানির বরকত নেয়ার জন্য সাহাবীরা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ . وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ [২]

মাহমুদ ইবনুর-রবী হতে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেনঃ তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমন্ডলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের কূয়া হতে পানি নিয়ে কুলির পানি[৩] দিয়েছিলেন। উরওয়া (রহ.) মিসওয়ার (রহ.) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন স্বরূপ। নবী (সাঃ) যখন উযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির ওপর তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفاً ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ « اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ » . فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ « حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ » فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ . [৪]

---

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩ কুলির পানি : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত প্রকাশিত হয়েছে রাসূল (সাঃ)-এর কুলির পানিতে। তবে অন্য কারো কুলির পানি বরকত হিসাবে ব্যবহার করা সম্মত নয়।

৪ সহীহ বুখরী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নিদর্শনাবলীকে বরকতময় মনে করতাম আর তোমরা ঐসব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমে আসল। তখন নবী (সাঃ) বললেন, অতিরিক্ত পানি খোঁজ কর। (খুঁজে) সাহাবীগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভিতর সামান্য পানি ছিল। নবী (সাঃ) তাঁর হাত ঐ পাত্রের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। কখনো আমরা খাবারের তাস্‌বীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হত।

উযূর পানি পান করে সুস্থ হওয়া :

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلِ زِرِّ الْحَجَلَةِ[১]

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেনঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার ভাগিনা অসুস্থ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর (অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর কাধের মধ্যস্থলের নবূওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম। তা ছিল পর্দার ঘুন্টির মত।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَبَقِيَ قَوْمٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ . قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً[২]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সলাতের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ি নিকটে ছিল তাঁরা (উযূ করার জন্য) বাড়ি চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে যেলেন। (তাঁদের কোন উযূর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

লোক উযূ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেনঃ আশিজন বা তারও কিছু অধিক।

সামান্য উযূর পানিতে আশিজনের চেয়ে বেশি লোক উযূ করা। নিশ্চয়ই এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে বিখ্যাত মু'জেযা।

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ . قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ ، أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ .[১]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ)-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী (সাঃ) তাঁর হাত ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই উযূ করে নিলেন। কাতাদাহ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা প্রায় তিনশ' জন ছিলাম।

সামান্য উযূর পানি দিয়ে প্রায় তিনশ' লোক পরিপূর্ণ উযূ করা। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনা ছিল।

রাসূল (সাঃ)-এর উযূর পানির বরকতে শুষ্ক কূপে পানি ভরে গেল। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنِ الْبَرَاءِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا[২]

বারা'আ (ইবনু আযিব) (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদায়বিয়াহ একটি কূপ, আমরা তা থেকে পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকল না। নবী (সাঃ) কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তিনি কুল্লি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। অল্প সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলিও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলি পানি পান করে ফিরল।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯ ও ৫০৪; রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জেযা, পৃ. ৬০
২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে বরকতের বিস্ময়কর ঘটনাটি কোন বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নয় অথবা কোন জাদুর চমকও নয় অথবা নয় কোন কল্প কাহিনী; বরং এটা ছিল বিশ্বনবী (সাঃ)-এর উযূর পানির মধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা।

সামান্য একটা পাত্রের পানি ১৪শত ভিন্ন মতে ১৫শত লোকে উযূ করার মত ঘটনা রয়েছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ ، فَقَالَ « مَا لَكُمْ » . قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا . قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানের সময় একদা সাহাবীগণ পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়লেন। নবী (সাঃ)-এর সামনে একটি পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি উযূ করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে ধারণা করে সকলে সেদিকে গেলেন। নবী (সাঃ) বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বললেন, আপনার সামনের পাত্রের সামান্য পানি ছাড়া উযূ করার মত পানি আমাদের নিকট নেই। নবী (সাঃ) ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচে ঝর্ণা ধারার মত পানি ছুটে বের হতে লাগল। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও উযূ করলাম। সারিম (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম পনেরশ।

পৃথিবীর কোন জাদুকরের খেলা বা ভেল্কিবাজী নয়; বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবীর জন্য বিশেষ মু'জেযা। যার কারণে সামান্য পানি দিয়ে পনেরশ লোকের উযূ করা সম্ভব হয়েছে।

বরকতের দু'আ :

عَنْ سَلَمَةَ رضى الله عنه قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِى نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « نَادِ فِى النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ

১ কাযী ইয়ায, **আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা**, (মিসর : আল-মাতবা'আতুল মায়মনিয়্যা, ১৩২৯ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৭; **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

أَزْوَادِهِمْ » . فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ . وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ » .[১]

সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা অভাবগস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তারা নাবী (সাঃ)-এর নিকট তাদের উট যবেহ্ করার অনুমতি নেয়ার জন্য এলেন। নাবী (সাঃ) তাদের অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সঙ্গে উমার (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট শেষ হয়ে যাবার পর তোমাদের বাঁচার কী উপায় থাকবে? তারপর উমার (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! উট শেষ হয়ে যাবার পর তাদের বাঁচার কী উপায় হবে? তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, লোকদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, যাদের কাছে অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রী আছে, তা যেন আমার কাছে নিয়ে আসে। এর জন্য একটি চামড়া বিছিয়ে দেয়া হলো। তারা সেই চামড়ার ওপর তা রাখলেন। তারপর রাসূল (সাঃ) দাঁড়িয়ে তাতে বরাকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্রগুলো নিয়ে আসতে বললেন, লোকেরা দুই হাত ভর্তি করে নিল। সবার নেয়া শেষ হলে রাসূল (সাঃ) বললেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল।[১]

এক বছরের গাছে খেজুর :

সালমান ফারসী (রাঃ) জনৈক ইহুদীর গোলাম ছিলেন। সেই মনিব আজাদ করার শর্ত দিয়েছিল খেজুর বাগান করার। রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে খেজুর গাছের চারা রোপন করলেন এবং ঐ বছরই খেজুর আসা অন্যতম মু'জেযা। যা শামায়েলে তিরমিযীতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

আবূ বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর একবার সালমান ফারসী (রাঃ) একটি পাত্রে কিছু কাচা খেজুর নিয়ে এলেন এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে সালমান! এগুলি কিসের খেজুর? (অর্থাৎ হাদিয়া না সাদাকাহ?) তিনি বললেন, এগুলো সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এগুলি তুলে নাও। আমরা সাদাকাহ খাই না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিলেন। পরের দিন তিনি অনুরূপ খেজুর নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে পেশ

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮

করলেন। তখন তিনি বললেন, সালমান! এসব কিসের খেজুর? সালমান (রাঃ) বললেন, আপনার জন্য হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা হস্ত প্রসারিত কর (হাদিয়া গ্রহণ কর)। এরপর সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলেন; অতঃপর ঈমান আনলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) সালমান (রাঃ) জনৈক ইহুদীর গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে এত এত দিরহামের বিনিময়ে এবং এ শর্তে খরিদ করেন যে, সালমান তার ইহুদী মনিবের জন্য একটি খেজুর বাগান করে দেবে এবং তাতে ফল আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নিজ হাতে একটি চারা ছাড়া সবগুলি রোপন করলেন এবং একটি চারা উমর (রাঃ) রোপন করেছিলেন। সে বছরই সকল গাছেই খেজুর আসল কিন্তু একটি গাছে খেজুর আসল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ গাছটির এ অবস্থা কেন? উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি এটি রোপন করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ চারাটি উপড়িয়ে আবার রোপন করলেন। ফলে সে বছরই তাতে খেজুর আসল।[১]

এক বছরের খেজুর গাছে খেজুর ধরার কথা নয়। আল্লাহর ক্ষমতা বলে এক বছরের খেজুর গাছে ফল ধরেছে। ইহা বিশেষ মু'জেযা।

চেহারায় হাত মর্দন করা :

সাহাবীর চেহারায় হাত দিয়ে মর্দন করাতে ১২০ বছর হায়াত পেয়েছেন। তিরমিযীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আবূ যাইদ ইবনু আখত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) তাঁর হাতখানা আমার চেহারায় মর্দন করেন এবং আমার জন্য দু'আ করেন। বর্ণনাকারী আযরাহ (রহ.) বলেন ঐ লোকটি (দু'আর বারাকাতে) একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন অথবা তার মাথার মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।[২]

এটা ছিল রাসূল (সাঃ)-এর হাতের বরকত। যা মহান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন।

হাত বুলানোর কারণে সুস্থতা :

মহান আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)- কে হাতের মাধ্যমে বহু মু' জেযা প্রদান করেছেন। রাসূল (সাঃ)-এর হাতের স্পর্শে ভাঙ্গা পা ভালো হয়ে যায়। যা সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

১ মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, (অনু.), শাইখ আবদুর রহমান, **শামায়েলে তিরমিযী**, (ঢাকা : ইমাম পাবলিকেশন্স লি. ২০১৪), পৃ. ১৮

২ মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, **জামে আত-তিরমিযী**, (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তাবি), ২য় খন্ড, পৃ. ২০৪

إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَمَّرَ ﷺ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِى حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، فَإِنِّى مُنْطَلِقٌ ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ ، لَعَلِّى أَنْ أَدْخُلَ . فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِى حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ ، فَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ . فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتِدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِى عَلاَلِيَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَاباً أَغْلَقْتُ عَلَىَّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِى لَمْ يَخْلُصُوا إِلَىَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ . فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فِى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ ، لاَ أَدْرِى أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ . قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ ، فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئاً ، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ . فَقَالَ لأُمِّكَ الْوَيْلُ ، إِنَّ رَجُلاً فِى الْبَيْتِ ضَرَبَنِى قَبْلُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيْفِ فِى بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِى ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّى قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَضَعْتُ رِجْلِى وَأَنَا أُرَى أَنِّى قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِى لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِى ، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِى عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِى فَقُلْتُ النَّجَاءَ ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ . فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ « ابْسُطْ رِجْلَكَ » . فَبَسَطْتُ رِجْلِى ، فَمَسَحَهَا ، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ . [১]

১ সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭

বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনু আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেবতৃত্বে আনসারদের কয়েকজন সাহাবীকে ইহুদী আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশে প্রেরণ করেন। আবূ রাফি রসূলুল্ল-হ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকজনকে সাহায্য করত। হিযায ভূমিতে তার একটি দূর্গ ছিল (যেখানে সে বাস করত)। তারা যখন তার দূর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ গৃহে)। আবদুল্লাহ্ (ইবনু আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম, ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সঙ্গে আমি কৌশল দেখাই। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দারোয়ান তাকে ডেকে বলল, ওহে আবদুল্লাহ্! ভিতরে ঢুকতে চাইলে ঢুকে পড়। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে খাকলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং এটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। [আবদুল্লাহ্ ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন] এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবূ রাফি'র নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর বসত, এ সময় সে তার ওপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় একটি দরজা খুলছিলাম এবং ভিতর দিক থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার ব্যাপারে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবূ রাফি বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞেস করলাম, আবূ রাফি এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! একটু আগে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললাম; কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারির ধারাল দিকটি তার পেটের ওপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে বুঝলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে পেরেছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের

আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, আমি (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনো একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি আমার মাথার পাগড়ি দিয়ে পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজার সামনে বসে রইলাম। মনে মনে স্থির করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপরে উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবূ রাফির মৃত্যু সংবাদ শুন। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি চল, আল্লাহ্ আবূ রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী (সাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা লম্বা করে দাও। আমি আমার পা লম্বা করে দিলে তিনি তাতে স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (তাতে এমনভাবে সুস্থ হলাম) যেন আমি কোন আঘাতই পাইনি।

হাতের আঘাতের দ্বারা সুস্থতা :

ঘোড়ার ওপর যে লোক স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না সে লোকের বুকের ওপর রাসূল (সাঃ) হাত দিয়ে আঘাত করাতে কোন দিন ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি। যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ » . فَقُلْتُ بَلَى . فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ « اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا » . قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ . قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتاً بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ . فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ . يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ . قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا . قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلاَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَا هُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ . قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ . قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ . ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ . فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ . قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ .[১]

১ সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৪

জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দিবে না? আমি বললামঃ অবশ্যই। এরপরআমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অভিজ্ঞ অশ্বচালক। কিন্তু আমি ঘোড়ার ওপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। এ সম্পর্কে নবী (সাঃ)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের ওপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! একে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (রাঃ) বলেনঃ এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি।

এটা হল রাসূল (সাঃ)-এর হাতের মু'জেযা। যা আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

আবূ হুরাইরাহর[১] থলিতে বরকত :

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা তিনটি কঠোর বিপদ এসেছিল। ১. রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যু, ২. উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত এবং ৩. আমার থলি হারানো।

লোকজন জিজ্ঞেস করল, কেমন থলি? তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাঃ)-এর কোন এক যুদ্ধে রসদ শেষ হয়ে যায়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার নিকটে কিছু আছে কি? আমি বললাম, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, খেজুরগুলি আনার জন্য। খেজুর ছিল ২১টি। তিনি একটি দস্তরখানের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর নাম নিয়ে একটি একটি করে হাতে নিয়ে রেখে দিতে লাগলেন। পরে সকল খেজুর মিশ্রিত করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর দশজন দশজন করে দস্তরখান থেকে খাওয়া শুরু করে। এইভাবে সকলে পেট ভর্তি করে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করল। তারপরেও কিছু খেজুর রয়ে গেল।

অবশেষে আমি রাসূল (সাঃ)-কে বললাম বরকতের দু'আ করে অবশিষ্ট খেজুরগুলি আমকে দেয়ার জন্য। আমি খেজুরগুলি একটি থলিতে রেখে দিলাম। এই খেজুরগুলির বরকত এইরূপ ছিল যে, যখনই আমি থলেতে খেজুরের জন্য হাত দিতাম, তখনই খেজুর পেতাম। পঞ্চাশ ওসক দান করি। আবূ বকর ও উমর (রাঃ)-

---

১ **আবূ হুরাইরাহ :** নাম আব্দুর রহমান বিন সাখর বা উমায়ের বিন আমির। ইসলাম পূর্ব যুগে নাম ছিল আবদুস শামস বা আব্দুল উমর। কুনিয়াত হল আবূ হুরাইরা। তিনি ৭ম হিজরীতে মদিনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আহলে সুফ্ফার সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে গোটা জীবন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একান্ত সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন। তিনি ৫৩৭৫ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ৫৭ হিজরী মতান্তরে ৫৮ হিজরীতে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

এর যুগ পর্যন্ত আমি থলে হতে খেজুর খাই। উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের গোলযোগে আমার এই থলিটি হারিয়ে গেল।[১]

মহান আল্লাহর নামে দু'আ পড়ে খেজুর হাতে নিয়ে রেখে দিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর হাতের মু'জেযা প্রকাশিত হল। অর্থাৎ সামান্য খেজুর বহু লোকের তৃপ্তিসহকারে খাওয়ার সুযোগ হয়ে গেল।

ইমাম বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর মু'জেযা গ্রন্থে এসেছে কোন একদিন কয়েকজন সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হন। তাদেরকে মেহমানদারী করার মত কোন খাদ্যের ব্যবস্থা ছিলনা। সাহাবীদেরকে কি দিয়ে মেহমানদারী করবেন এমন ভাবনায় হঠাৎ একটি অল্প বয়সী বকরী দেখতে পেলেন। অগত্যা রাসূল (সাঃ) ঐ কুমারী বকরীর ওলানে তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই ওলান দুধে ভরে গেল। তিনি নিজে দুধ দহণ করে সকলকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। অতঃপর কয়েকটি বাটি সংগ্রহ করে তাঁর স্ত্রীদের জন্য কিছু দুধ পাঠিয়ে দিলেন।[২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, মক্কায় থাকাকালীন আমি উকবার ছাগল চড়াতাম। রাসূল (সাঃ) যখন মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন পথিমধ্যে আমার সাথে সাক্ষাত হয়। সাথে ছিলেন আবূ বকর (রাঃ)। রাসূল (সাঃ) আমাকে একটি ছাগল নিকটে নিতে বললে, আমি এমন একটি ছাগল নিয়ে গেলাম যেটার ওলানে দুধ নেই। রাসূল (সাঃ) ছাগলটির ওলানের হাত দিয়ে মর্দন করলে দুধে ওলান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দুধ দহন করে আবূ বকরসহ রাসূল (সাঃ) তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করলেন।[৩]

মক্কায় থাকতে রাসূল (সাঃ) আবু তালিবের পরিবারে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য একত্রিত করলেন। মেহমানদারীর জন্য সামান্য আটা ও বকরির একটা পা রান্না করলেন। রান্না করা গোশত থেকে হাত দিয়ে একটুকরা গোশত উঠিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে সকলকে খেতে বললেন। আল্লাহর রহমতে সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেল। গোশত ও রুটি সামান্যও কমেনি।[৪]

---

১ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা, **আল-খাসায়িসুল কুবরা**, (উর্দু অনু:), গোলাম মুঈনুদ্দীন সাঈদী, মুফতী, (দিল্লী : ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮), ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮- ১২৯

২ নজরুল ইসলাম, শায়খ, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জেযা**, (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরি, ২০১৩), পৃ. ১১৬

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৪ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মু'জেযা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

মশকের মুখে হাত বুলানো :

সহীহ বুখারীতে আরো চমকপ্রদ মু'জেযার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ২টি পানির মশক থেকে প্রচুর পানি সংগ্রহ করার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ–

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا ، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ ، لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ ، وَكَانَ رَجُلاً جَلِيداً ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ « لاَ ضَيْرَ أَوْ لاَ يَضِيرُ ارْتَحِلُوا » . فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ ، فَدَعَا بِالْوَضُوءِ ، فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ « مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ » . قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ . قَالَ « عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ » . ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ ، فَدَعَا فُلاَناً كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ « اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ » . فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا ، فَقَالاَ لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَنَفَرُنَا خُلُوفاً . قَالاَ لَهَا انْطَلِقِي إِذاً . قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي . فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا ، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ « اذْهَبْ ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ » . وَهْيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « اجْمَعُوا لَهَا » . فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَاماً ، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا ، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا

«تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئاً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِى أَسْقَانَا» . فَأَتَتْ أَهْلَهَا ، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ ، لَقِيَنِى رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِى إِلَى هَذَا الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ . وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِى هِىَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْماً لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْداً ، فَهَلْ لَكُمْ فِى الإِسْلاَمِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِى الإِسْلاَمِ .[১]

ইমরান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষ রাতে একস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্য এর চেয়ে মধুর ঘুম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের উত্তাপ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের জাগাতে পারেনি। সর্ব প্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। রাবী আবূ রাজা (রহ.) তাঁদের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আওফ (রহ.) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেননি। চতুর্থবারের জেগে ওঠা ব্যক্তি ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। নবী (সাঃ) ঘুমালে আমরা তাকে কেউ জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর ওপর কী অবতীর্ণ হচ্ছে তা তো আমাদের জানা নেই। উমর (রাঃ) জেগে মানুষের অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি– উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমনকি তাঁর শব্দে নবী (সাঃ) জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর নিকট ওজর পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই বা বললেনঃ কোন ক্ষতি হবে না। এখান হতে চল। তিনি চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে থামলেন। উযূর পানি আনালেন এবং উযূ করলেন। সলাতের আযান দেয়া হল। তিনি লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে দেখলেন, একলোক দাঁড়িয়ে আছেন। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তোমাকে লোকদের সাথে সলাত আদায় করতে কিসে বিরত রাখল? তিনি বললেন, আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেনঃ পবিত্র মাটি নাও (তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নবী (সাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবূ রাজা (রহ.) তার নাম উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আওফ (রহ.) তা ভুলে

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯; রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মু'জেযা, পৃ. ৬১

গেছেন। তিনি আলী (রা)-কেও ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে আনতে বললেন। তারা পানির খোঁজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে দুই মশক পানি উটের ওপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পানি কোথায়? গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্র পিছনে রয়ে গেছে। এখন আমাদের সঙ্গে চল। সে বলল; কোথায়? তারা বললেনঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর নিকট। সে বলল, সেই লোকটির নিকট যাকে সাবি (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা বললেনঃ হ্যাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা এখন চল। তারা তাকে নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ইমরান (রাঃ) বললেনঃ লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে তার উট হতে নামালেন। তারপর নবী (সাঃ) একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলির মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নিচের মুখ খুলে দিয়ে লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসল দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী (সাঃ) বললেনঃ এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! যখন তার হতে পানি নেয়া শেষ হল তখন আমাদের মনে হল মশকগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী (সাঃ) বললেন, মহিলার জন্য কিছু একত্র কর। লোকেরা মহিলার জন্যে আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা ও ছাতু এনে একত্র করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের ওপর সওয়ার করালেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা পুটলিটি রেখে দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। অতঃপর সে তার পরিজনের নিকট ফিরে গেল। তার বেশ দেরি হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, হে অমুক! তোমার এত দেরি হল কেন? উত্তরে সে বলল: একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে সাবি' বলা হয়। আর সেখানে সে এসব করল। এ বলে সে মধ্যমা এবং তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে আসমান ও জমিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আল্লাহর কসম! সে এ দু'টির মধ্যে সবচেয়ে বড় জাদুকর নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের ওপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদা মহিলা নিজের গোত্রকে বলল: আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে আমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এসব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

অজ্ঞান লোকের ওপর পানি ছিঁটিয়ে দেয়া :

নবী (সাঃ)-এর মু'জেযাসমূহ ছিল ব্যতিক্রম ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীর অন্যতম। যা অন্য নবীগণের মু'জেযায় এমনটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নবী (সাঃ)-এর বিখ্যাত সাহাবী জাবির (রাঃ)-এর অসুখের পর রাসূল (সাঃ)-এর হাতের স্পর্শে সুস্থ হওয়ার ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর। যা সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে।

جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي ، وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ . [১]

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় একবার আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার খোঁজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর উযূর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! (আমার) মীরাস কে পাবে? আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালালাহ। তখন ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ হল।

রাসূল (সাঃ)-এর হাতের পানিতে সুস্থ হওয়া। নিশ্চয়ই এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা।

ঝাড়-ফুঁক :

রাসূল (সাঃ)-এর ঝাড়-ফুঁকে বিশেষ মু'জেযা ছিল। যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অনেক ঘটনা ঘটিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবী সালামাহ (রাঃ) মুশরিক কর্তৃক এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে, লোকেরা বলাবলি করছিল সালামাহ আর বাঁচবেনা। অথচ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আসার পর রাসূল (সাঃ) তিনবার ফুঁ দিলে তাঁর আঘাত ভাল হয়ে যায়। যা বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ . [২]

---

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৫; রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জেযা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

ইয়াযীদ ইবনু আবূ উবায়দ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামাহ্ ইবনু আকওয়া (রাঃ)-এর পায়ের নালায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাত আমি খাইবার যুদ্ধে পেয়েছিলাম। লোকজন বলাবলি করল, সালামাহ্ মারা যাবে। আমি নবী (সাঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতটিতে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত এসে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

আধুনিক যুগের ঔষধে এত দ্রুত রোগ নিরাময় করতে পারেনা। যেটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর মুখের ফুঁ দ্বারা। নিশ্চয়ই এর ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

রাসূল (সাঃ)-এর ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে মহান আল্লাহ্ কত বরকত দিয়েছেন তা একটি বিশেষ মু'জেযার মাধ্যমে অনুমেয়। রাসূল (সাঃ)-এর ফুঁ দেয়ায় পাগল ভাল হয়ে গেল। সুনান গ্রন্থে আল্লামা কাযবীনী বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার ভাই অসুস্থ। তার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ কি রোগ? সে বলল, পাগলের (উম্মাদনা) ভাব দেখা যায়। রাসূল (সাঃ) তাকে কাছে নিয়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে দিলেন। তৎপর সে সুস্থ হয়ে গেল। তার মাঝে কোন পাগলামির (উম্মাদনা) কোন চিহ্ন দেখা গেল না।[১]

রাসূল (সাঃ)-এর ঝাড়-ফুঁকের বরকতে আল্লাহ পাগলামী ভাল করে দিলেন। পৃথিবীর কোন কবিরাজের পক্ষে এত দ্রুত রোগী সুস্থ করা সম্ভব নয়।

জনৈক সাহাবীর খায়বারের যুদ্ধে তরবারির আঘাতে পা ক্ষত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তার পায়ের ব্যাথার কথা বা কষ্টের কথা অবহিত করলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবীর কষ্ট অনুভব করে দু'আ পড়ে ক্ষতস্থানে ফুঁ দিয়ে দিলেন। সাহাবী বলেছেন এরপর থেকে আমি কোন কষ্ট অনুভব করি নি। তবে তার পায়ে ক্ষত চিহ্ন ছিল।[২]

যত বড় ধরনের আঘাতই হোক না কেন রাসূল (সাঃ)-এর ফুঁয়ের সামনে কিছুই না। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান।

---

১ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী, **আস-সুনান**, (দেওবন্দ ঃ আল-মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি.), পৃ. ২৫৩-২৫৪

২ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল আশ শায়বানী, ইমাম, **আল মুসনাদ**, (কায়রো : মাতবাআতুশ শারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৮৮

থুথু মুবারক :

রাসূল (সাঃ)-এর থুথু মুবারকের মাধ্যমে মহান আল্লাহ অগণিত মু'জেযা প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– খন্দকের পরিখা খননের সময় রাসূল (সাঃ)-সহ সাহাবীরা ক্ষুধার্ত ছিলেন। জাবির (রাঃ)-এর বাড়িতে সামান্য রুটির খামীর ও একটা বকরীর বাচ্চার গোশতে প্রায় এক হাজার সাহাবী খাদ্য ভক্ষণ করা।

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً . فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ . فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ . فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ « يَا أَهْلَ « لاَ تُنْزِلُنَّ الْخَنْدَقِ ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً فَحَىَّ هَلاً بِكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُرْمَتَكُمْ ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِىءَ » . فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي ، فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ . فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِى قُلْتِ . فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً ، فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ « ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِى وَاقْدَحِى مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا ، وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِىَ ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ . [১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী (সাঃ)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূল (সা)-কে দারুন ক্ষুধার্ত দেখেছি। তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমার বাড়িতে একটা বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে ডেকচিতে ভরলাম। এরপর আমি রাসূল (সাঃ)–এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম,

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯

হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। তখন নবী (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূল (সাঃ) সাহাবা-ই-কিরামসহ আসলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূল (সাঃ)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি ডেকচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বারাকাতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে এসে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচিটি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত বেড়ে দিক। তবে (উনুন হতে) ডেকচিটি নামাবে না। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকি খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি আগের মতই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতই রুটি তৈরি হচ্ছিল।

মহান আল্লাহর কুদরত বান্দা বুঝতে পারবেনা। রাসূল (সাঃ)-এর মুখের সামান্য থুথুতে খাদ্য বাড়িয়ে দেয়া নিশ্চয়ই বিশেষ মু'জেযা।

রাসূল (সাঃ)-এর থুথু মুবারকের মাধ্যমে আলী (রাঃ)-এর চোখের রোগ ভাল হয়ে যায়। যা সহীহ বুখারীর হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ « لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » . قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ « أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » . فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ . قَالَ « فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ » . فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ[১]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, খাইবারের যুদ্ধে একদা রাসূল (সাঃ) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক লোকের হাতে ঝান্ডা তুলে দেব যার হাতে আল্লাহ খাইবারের বিজয় দান করবেন যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ভালবাসেন। সাহল (রাঃ) বলেন, মুসলিমগণ এ জল্পনায় রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে দেয়া হবে এ ঝান্ডা। সকালে সবাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্খা করছিলেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আলী ইবনু আবূ তালিব কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, তার কাছে লোক পাঠাও। সে মতে তাঁকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। ফলে চোখ এমন ভাল হয়ে গেল যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না।

আধুনিককালের কোন ঔষধ এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে দেখা যায় না। রাসূল (সাঃ)-এর থুথু ব্যাথার স্থানে মলমের মত কাজ করেছে। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা।

রাসূল (সাঃ)-এর মুখের থুথুতে মহান আল্লাহ চমৎকার মু'জেযা দিয়েছেন শুকনা কূয়াতে পানিতে পরিপূর্ণতা দান করে। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا .[১]

আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারা'আ ইবনু আযিব (রাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তারা একটি কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (পানি শেষ হয়ে গেলে) তারা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তা জানালেন। তখন তিনি কূপটির নিকট এসে ওটার পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে ওটা থেকে এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে আসা হল। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন, কিছুক্ষণের জন্য তোমরা এ থেকে পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জন্তুগুলির তৃষ্ণা নিবারণ করে যাত্রা করলেন।

মদীনার ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে রাসূল (সাঃ)-এর নামে ও মুসলিমদের স্ত্রীদের নামে কূৎসা রটাত। রাসূল (সাঃ)-এর

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। এই চিহ্নিত শত্রুকে হত্যার সময় অসতর্কতা হেতু হারেস (রাঃ)-এর পায়ে আঘাত লেগে অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

সাহাবীগণ তাকে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেকে থুথু হারেসের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। ক্ষতস্থানের ব্যাথা আর কোন দিন অনুভব করেন নি।[১]

দু'আয় মু'জেযা :

জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে এসে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা করলে রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন ঃ যদি তুমি চাও, তবে আমি দু'আ করি। তাতে দুঃখ লাঘব হবে। আর না হয় তুমি ধৈর্য ধরতে পার। সে দু'আ করার কথা বলল। রাসূল (সাঃ) তাকে উত্তমরূপে উযূ করার নির্দেশ দিলেন। তাকে একটি বিশেষ দু'আ পাঠ করতে বললেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে ভাল হয়ে গেল।[২]

রাসূল (সাঃ) জনৈক সাহাবীকে ১টি বকরী ক্রয় করার জন্য এক দিরহাম দিলেন। সাহাবী ১টি বকরী ও এক দিরহাম ফিরত দিলেন। রাসূল (সাঃ) তার জন্য দু'আ করে দিলেন। দু'আর ফলে যা কিনত তাতে বরকত হত। এমন কি যদি মাটি কিনত তাতেও বরকত হত।[৩]

জনৈক অন্ধ সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বললেন। হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহর কাছে আমার চোখের দৃষ্টি দেয়ার জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সাঃ) তাকে উযূ করে দু'রাক'আত সলাতের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিশেষ দু'আ আল্লাহর কাছে করলেন। মহান আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।[৪]

عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ ، فَطَلَبَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ «اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافاً ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَىَّ» .

---

১ **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১; **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জিযা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

২ মুহাম্মাদ আল হাকিম আন নিশাপুরী, **আল মুসতাদরিক**, (হায়দারাবদ : দায়িরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৯

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২

৪ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, **ফাযায়িলে আমাল**, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, (ঢাকা : আলবানী একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ২৯০; **আল মুসতাদারক লিল হাকিম**, পৃ. ৫২৬

فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ « كِلْ لِلْقَوْمِ » . فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ تَمْرِي ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَ قَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ » .[১]

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনু হারাম (রাঃ) ঋণী অবস্থায় মারা যান। পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি নবী (সাঃ)-এর কাছে সাহায্য চাইলাম। নবী (সাঃ) তাদের কাছে কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে, তার তা করলো না। তখন নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা করে রাখো, আজওয়া এবং আযকা যায়দ আলাদা করে রাখো। পরে আমাকে খবর দিও। আমি [জাবির (রাঃ)] তা করে নবী (সাঃ)-কে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (স্তূপ এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর এরূপ থেকে গেল, যেন এ হতে কিছুই কমেনি।

উযালা বিন উবায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন, তাবুক থেকে ফেরার পথে আমাদের উটগুলি কষ্টে হাসফাস করতে থাকে। রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করা হলে তিনি দু'আ করলেন। দু'আর ফলে মদীনা আসা পর্যন্ত দুর্বল হয়নি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।[২]

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا ، فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا . قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَاباً ثُمَّ اجْتَمَعَ ، ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا ، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا ، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ . فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ « حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا » . فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ .[৩]

---

১ আবূ নাঈম ইস্পাহী, **দালায়িলুন নুবুওয়াত**, (বৈরুত : ইসদারু আলমিল কুতুব, তাবি), পৃ. ১৫৫; **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬

২ আকরাম জিয়া উমরী, ডক্টর, **সীরাহ নববিইয়াহ সহীহাহ**, (রিয়াদ : মাকতাবা উবাইকান, ২০০৯), ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩৫

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হল। এ সময় কোন জুমু'আর দিন নবী (সাঃ) খুতবা দিয়েছিলেন, তখন এক লোক উঠে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! ঘোড়াগুলি নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন আকাশ কাঁচের মত নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস শুরু হল এবং মেঘ ঘনিভূত হয়ে গেল। অতঃপর শুরু হল প্রবল বৃষ্টিপাত যেন আকাশ তার দরজা খুলে দিল। আমরা পানি ভেঙ্গে বাড়ি পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমু'আর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! গৃহগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের দু'আ করুন। তখন নবী (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হোক। আমাদের ওপর নয়। [আনাস (রাঃ) বলেন,] তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ হতে মেঘরাশি চারিদিকে সরে গেছে আর মদীনাকে মুকুটের মত মনে হচ্ছে।

রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে সামূদ গোত্রের গযব প্রাপ্ত এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবীরা কূয়া থেকে পানি পান করতে চাইলে রাসূল (সাঃ) তা নিষেধ করলেন। পানির অভাবে সাহাবীরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অবহিত করলে তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ বৃষ্টি নামিয়ে দিলেন। সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করলেন।[১]

রাসূল (সাঃ)-এর দু'আর মাধ্যমে মহান আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে পবিত্র কুরআনের বিশেষ জ্ঞান দান করেন। সমসাময়িক জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণও তাঁর কাছে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য হাজির হতেন।[২]

عَنْ أَبِيْ خَلْدَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ الْعَالِيَةِ : سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيْهَا رَيْحَانٌ، كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.[৩]

আবূ খালদাহ্ (রহ.) বলেন, আবূ 'আলিয়াহ্ (রহ.)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আনাস (রাঃ) কি নবী (সাঃ) হতে হাদীস শুনেছেন? আবুল 'আলিয়াহ (অবাক হয়ে) বলেন, তিনি তো একাধারে দশ বছর তাঁর সেবা করেছেন এবং তাঁর জন্য নবী (সাঃ) দু'আ করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল ধরত। ঐ বাগানে একটি ফুলগাছ ছিল যা হতে কস্তুরির ঘ্রাণ আসত।

---

১ সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬; রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জিযা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩ জামে আত-তিরমিযী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

রোগ মুক্তি :

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব শিশু অবস্থায় মায়ের কোল হতে নেমে হঠাৎ আগুনে পড়ে শরীরের কিছু অংশ পুড়ে যায়। তার মা রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গেলে রাসূল (সাঃ) মুখের থুথু ক্ষতস্থানে মালিশ করে দু'আ পড়ে ফুঁ দিলেন, আল্লাহর রহমতে নিরাময় হয়ে যায়।[২]

জনৈক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন। যে কোন বালা-মুসিবত হয়ে বর্ণনা দিলেন। রাসূল (সাঃ) বালকটিকে সাওয়ারীর ওপর তুলে তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন দূর হও বা বাহির হয়ে যাও। বালা দূর হয়ে ছেলে ভাল হয়ে গেল। মহিলা ২টি দুম্বা হাদিয়া দিলে রাসূল (সাঃ) একটি গ্রহণ করে অপরটি ফেরত দিলেন।[৩]

খুশি হয়ে কিছু দিলে হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ভ্রান্তি রোগ মুক্তি :

আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে বললেন ঃ আমি কুরআন মুখস্থ করলে ভুলে যাই। ভ্রান্তির জন্য দু'আ করুন। আলী (রাঃ)-কে রাসূল (সাঃ) দু'আর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। সলাত আদায়ের পর দু'আ করলে ভ্রান্তিরোগ ভাল হয়ে যায়।[৪]

খাদ্যদ্রব্যে মু'জেযা :

জনৈক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে বললঃ আপনি আমাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দেন। রাসূল (সাঃ) তাকে সামান্য পরিমাণ যব প্রদান করেন। মহান আল্লাহ তার সামান্য যবের মধ্যে এতো বেশি বরকত দিলেন যে, প্রতিদিন রুটি প্রস্তুত করে মেহমানসহ নিজের পরিবারের লোকজন আহার করত। পরবর্তীতে যবগুলি ওজন করে নিল। রাসূল (সাঃ)-এর নিকট ঘটনা ব্যক্ত করলে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ যদি তুমি ওজন না করতে দীর্ঘদিন তুমি এভাবে খেতে পারতে।[৫]

পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত আহার করা :

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفاً ، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ قَالَتْ نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ

---

২ আবূ দাউদ তায়ালিসী, **আল-মুসনাদ**, (হায়দারাবাদ, তাবি), পৃ. ১৬৫

৩ **আল-মুসনাদ লি আহমাদ ইবনু হাম্বল**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

৪ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, শাইখুল হাদীস, মাওলানা, **মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা**, (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৫; **আল-মুসতাদরিক লিল হাকিম**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

৫ আবূল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, **সহীহ মুসলিম**, (করাচী : আসাহহুল মাতাবি, ১৯৫৬), ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬

خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِى وَلاَثَّتْنِى بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ بِطَعَامٍ . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ « قُومُوا » . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلُمِّى يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ » . فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » . فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً . [১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা উম্মু সুলাইমকে বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তখন উম্মু সুলাইম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলি পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি এগুলি নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ ত্বালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললামঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সাথীদের বললেন ঃ ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবূ ত্বালহার কাছে এসে পৌঁছলাম। আবূ ত্বালহা বললেনঃ হে উম্মু সুলাইম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নেই যা তাদের খাওয়াব। উম্মু সুলাইম বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-ই ভাল জানেন। আনাস (রাঃ) বলেনঃ তারপর আবূ ত্বালহা গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর আবূ

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫; সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯

ত্বালহা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মু সুলাইমকে ডেকে বললেনঃ তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মু সুলাইম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। তিনি আদেশ করলে তা টুকরা করা হল। উম্মু সুলাইম ঘি বা মধুর পাত্র নিংড়িয়ে তাকেই ব্যঞ্জন বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাশাআল্লাহ, এতে যা পড়ার পড়লেন। এরপর বললেন ঃ দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা তৃপ্ত হয়ে আহার করল এবং তারা বেরিয়ে গেল। আবার বললেন ঃ দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেয়া হল। তারা আহার করে তৃপ্ত হল এবং চলে গেল। এরপর আর দশজনকে অনুমতি দেয়া হল। এভাবে দলের সকলেই আহার করল এবং তৃপ্ত হল। তারা মোট আশি জন লোক ছিল।

এক বাটি দুধে ৭০/৮০ জন লোকে তৃপ্তিসহকারে পান করার এক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ آللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِى عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِى مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِى يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِى ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِى عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِى ، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِى أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِى وَعَرَفَ ، مَا فِى نَفْسِى وَمَا فِى وَجْهِى ثُمَّ قَالَ « أَبَا هِرٍّ » . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « الْحَقْ » . وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِى ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَناً فِى قَدَحٍ فَقَالَ « مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ » . قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ . قَالَ « أَبَا هِرٍّ » . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِى » . قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ ، لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ ، وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَنِى ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِى أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِى فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِى مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا ، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ « يَا أَبَا هِرٍّ » . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « خُذْ فَأَعْطِهِمْ » . قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ،

ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ « أَبَا هِرٍّ » . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ » . قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « اقْعُدْ فَاشْرَبْ » . فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ . فَقَالَ « اشْرَبْ » . فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ « اشْرَبْ » . حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً . قَالَ « فَأَرِنِى » . فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ، وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ .[১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্র কসম! যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে) নবী (সাঃ) ও সাহাবীগণের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবূ বকর (রাঃ) যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু করলেন না। অতঃপর উমর (রাঃ) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। কিছু করলেন না। অতঃপর আবুল কাসিম (সাঃ) যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণের এবং আমার চেহারার অবস্থা কী তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। অতঃপর বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আমি হাযির, তিনি বললেন ঃ তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। তিনি বললেন ঃ এ দুধ কোত্থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! তুমি সুফ্ফাবাসীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফ্ফাবাসীরা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাদের ছিল না কোন পরিবার, ছিল না কোন সম্পদ এবং কারো ওপর ভরসা করার মত তাদের কেউ ছিল না। যখন তাঁর কাছে কোন সদাকাহ্ আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ আদেশ শুনে নিরাশ

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্‌ফাবাসীদের কী হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হত। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি আসত। যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, আমিই যেন তা তাঁদেরকে দেই। আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এভাবে দিতে দিতে শেষতক নবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হলেন। তারপর নবী (সাঃ) পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আর বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! তিনি বললেন ঃ এখন তো আমি আছি আর তুমি আছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বস এবং পান কর। তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমন কি আমি বললাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমার পেটে আর জায়গা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ্ বলে বাকী পান করলেন।

মহান আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। তবে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ।

জনৈক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর জন্য বকরীর গোশত রান্না করলেন। বকরীর সামনের পা পছন্দ করেন বিধায় ২টি পা তাঁকে দেয়া হল। তিনি আহার করার পর আবার চাইলেন। সাহাবী বললেনঃ বকরীর সামনের পা কয়টি থাকে? রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যদি তুমি নীরব থাকতে, যতবার ইচ্ছা ততবার দিতে পারতে।[১]

---

১ আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, **শাময়িলুত তিরমিযী**, (দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), পৃ. ১১

রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও মু'জেযা :

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য জ্ঞান মহান আল্লাহর আয়ত্বাধীন। দুনিয়াতে কেহ গায়বী খবর দিতে পারে না। তবে মহান আল্লাহ যেসকল গায়েবের খবর তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দিয়েছেন সেই সকল খবর মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

মিসর বিজয় :

ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অন্যতম ছিল মিসর বিজয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা অতি শীঘ্রই মিসর জয় করবে। তাদের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তা রয়েছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাজেরা মিসরের অধিবাসী ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন যখন দেখবে একটি ইট পরিমাণ স্থান নিয়ে যুদ্ধ করবে তখন তথা হতে সরে আসবে। আবূ যার (রাঃ) তথা হতে চলে আসলেন।[১]

রাসূল (রাঃ) বলেন ঃ একবার আলমে মিসালে সমস্ত মানুষ আমার সম্মুখে পেশ করা হল। (আমি দেখতে পেলাম) কোন নবীর সাথে মাত্র তাঁর একজন অনুগামী, কোন নবী কেবল একা, কোন অনুগামী নেই, এমন সময় লোক সমাগমের ভীষণ ভিড় দেখতে পেলাম, বলা হল এরা মূসা (আঃ)-এর উম্মাত। তার পর আমাকে বলা হল, অপর দিকে দৃষ্টি দিন। দেখতে পেলাম লোক সমাগম আকাশতল আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি এদিক-ওদিক দেখলাম। বলা হল এরা আপনার উম্মাত।[২]

দুনিয়া থেকে কিয়ামতের মাঠের দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে দেখানো হয়েছে। এজন্য নবী উম্মাতের অবস্থা দেখতে পেয়েছেন।

তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা :

মুতার যুদ্ধের জন্য রাসূল (সাঃ) তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করলেন। জায়েদ (রাঃ)। সে যখন শহীদ হবে তখন জাফর (রাঃ)-এর ওপর দায়িত্ব সমর্পন হবে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ)। পরবর্তীতে মুসলমানগণ পরামর্শ করে স্বীয় সেনাপতি নিযুক্ত করবে।

যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে তিনজন শহীদ হওয়ার পর মুসলমানগণ খালিদ বিন ওলীদকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করে। রাসূল (সাঃ) মদীনার মসজিদে নববীর মিম্বারে বসা। নয়নযুগল হতে অজস্র ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত অবস্থায় বলছিলেন ঃ যায়েদ

---

১ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আস-সুয়ূতী, আল্লামা, **আল-খসায়িসুল কুবরা**, (অনু:) মুহিউদ্দিন, (ঢাকা: সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ১৯৯৮), ১ম খন্ড, পৃ. ২৫২; **মুসনাদ লি আহমাদ**, পৃ. ১৪৩

২ মোল্লা মজদুদ্দীন, **সীরাতে মুস্তফা**, (দিল্লী : মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯০৭), পৃ. ২৮৭

পতাকা হাতে শহীদ হল, জাফর পতাকা গ্রহণ করে সেও শহীদ হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ, সেও শাহাদত বরণ করল। তৎপর খালিদ বিন ওয়ালীদ পতাকা হতে নিল এবং (আল্লাহর তরফ হতে) তার হাতে বিজয় প্রদান করা হল।[১]

দ্বীনের বিজয় কার মাধ্যমে দিবেন এটা মহান আল্লাহ ভাল করে জানেন। দুনিয়ার মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

শ্রেষ্ঠ যুগ :

রাসূল (রাঃ) একদিন ঘোষণা করেন যে, আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। তৎপর ঐ যুগের লোক যারা আমার পরে আসবে, তৎপর পরবর্তী যুগের লোক, তৎপর পরবর্তীতে এমন যুগ আসবে যাদেরকে সাক্ষীর জন্য ডাকা না হলেও নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত নষ্ট করবে এবং মান্নত পূর্ণ করবে না।[২]

মৃত্যু সম্পর্কে বাণী :

রাসূল (সাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায় একদিন মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠান। যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ হে মুআয তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। যখন ফিরবে তখন তুমি আমার মসজিদ এবং আমার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এই কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন।[৩]

ইরাক বিজয় :

নবী (সাঃ) ঘোষণা করেন; ইরাক জয় হবে, আর লোকেরা নিজেদের বাহন জন্তুসমূহ এবং পরিবার পরিবর্গকে সাথে নিয়ে তথা চলে আসবে। অথচ তারা যদি বুঝত তবে তাদের জন্য মদীনা থাকা অনেক ভালো ছিল।[৪]

যেহেতু রাসূল (সাঃ) মদীনাতে আছেন সেহেতু তাদেরকে মদীনায় থাকার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়া মদীনার মাসজিদে নববীতে এক রাক'আত সলাত আদায় করলে অন্য যে কোন মসজিদ থেকে একহাজার গুণ নেকী অর্জিত হবে (কা'বা ব্যতীত)।

---

১ মুহাম্মদ ইবনু সা'দ, **আত তাবকাতুল কুবরা**, (কায়রো : দারুত তাহরীর, তাবি), ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮-১২৯; **সহীহ বুখারী** পৃ. ৬১১; শিবলী নুমানী, **সীরাতুন্নবী**, (আযমগড়: মাতবা মাআরিফ, ১৯৫২), ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৭

২ **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৫

৩ আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু হাম্বল, ইমাম, **আল-মুসনাদ**, (কায়রো : মাতবা আতুশ শারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭), ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৩৭

৪ মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশায়রী, **সহীহ মুসলিম**, (করাচী : আসাহহুল মাতাবি, ১৯৫৬), ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৫

সিরিয়া বিজয় :

সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ যখন সিরিয়া জয় হবে লোকেরা নিজেদের বাহন প্রাণীসমূহ, পরিবার পরিজন এবং সহযাত্রীগণকে নিয়ে তথায় চলে আসবে। যদি তারা জানত তবে মদীনাই তাদের জন্য ভাল ছিল।[১]

সিরিয়া জয় হওয়ার সাথে সাথে এই স্থান আরবদের বাসস্থানে পরিণত হয়। অদ্যাবধি আরবগণই সেখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে বিবেচিত।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় :

রাসূল (সাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মুসলমানেরা বায়তুল মুকাদ্দাসের মুতাওয়াল্লী হবে এ কথাও তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটবে তার মাঝে আমার মৃত্যু আগে ঘটবে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে।[২]

কিয়ামতের পূর্ব আলামতের অন্যতম হল রাসূল (রাঃ)-এর মৃত্যু। বায়তুল মুকাদ্দস জয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে।

ফাতিমা (রাঃ)-এর মৃত্যু :

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فِى شَكْوَاهُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ ، فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ سَارَّنِى فَأَخْبَرَنِى أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.[৩]

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রাঃ)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে ফেললেন, এরপর নবী (সাঃ) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন হাসলেন। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, নবী (সাঃ) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হবে এ কথাই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম।

১ **সহীহ মুসলিম**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫
২ **আল-মুসনাদ লি আহমাদ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৩ **সহীহ বুখারী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২; **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরপর ফাতিমা (রাঃ)-এর মৃত্যু হবে এ বিষয়ে রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যা বাস্তবায়িত হয়েছে।

গাছের মু'জেযা :

খেজুর গাছের কালিমা পাঠ :

জনৈক বেদুঈনকে আগমন করতে দেখে রাসূল (রাঃ) তাকে বললেন ঃ কোথায় যাও? উত্তরে সে বলল, স্বগৃহে যাচ্ছি। তাকে কালিমাতুত তাওহীদ শিক্ষা দিলেন। সে বলল, এর সাক্ষ্য কে দেয়? রাসূল (সাঃ) একটি গাছের দিকে ইশারা করলেন। গাছ দৌড়িয়ে কাছে এসে কালিমা পাঠ করল। অতঃপর নিজের স্থানে ফিরে গেল। বেদুঈন এ অবস্থা দেখে বললঃ পরিবারের সকলকে সাথে নিয়ে আসব। অন্যথায় আমি একাই আপনার সাথে অবস্থান করব।[১]

গাছের কালিমা পাঠ দেখে বেদুঈন অবাক হওয়ার কথা। কারণ এটা অসম্ভব। নিশ্চয়ই এটা ছিল মু'জেযা।

খেজুর গাছের কাঁদির পদচারণা :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ : إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟ ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ، فَعَادَ، فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ.[২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল, আমি কিভাবে অবগত হব যে, আপনি নবী? তিনি বললেন, ঐ খেজুর গাছের একটি কাঁদিকে আমি ডাকলে (তা যদি নেমে আসে) তাহলে তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল? রাসূল (সাঃ) তাকে ডাকলেন, সে সময় কাঁদি খেজুর গাছ থেকে নেমে নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে এসে গেল। তারপর তিনি বললেন, এবার প্রত্যাবর্তন কর এবং তা স্বস্থানে ফিরে গেল। সে সময় বেদুঈনটি ইসলাম গ্রহণ করল।

খেজুর গাছের কাঁদি নিচে নেমে আসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর জন্য ইহা ছিল বিশেষ মু'জেযা।

---

১ মুহাম্মদ ইবনু সা'দ, **আত-তাবাকাতুল কুবরা**, (লিডেন : মাতবা'আ বেরেল, ১৩২২ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ১২১

২ **সুনানুত তিরমিযী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।

খেজুর গাছের পদচারণার মাধ্যমে পেশাব-পায়খানার পর্দা :

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ «لِي ائْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي النَّخْلَ الصِّغَارَ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا فَاجْتَمَعَتَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا» .[১]

ইয়া'লা তার পিতা মুররাহ বিন ওহাব (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলেন, এই গাছ দু'টিকে ডেকে আন। ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে, তা ছিল দু'টি ছোট খেজুর গাছ। তুমি গাছ দু'টিকে বল, রাসূল (সাঃ) তোমাদের উভয়কে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব গাছ দু'টি একত্র হলে তিনি তাদের দ্বারা আড়াল করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ওদের কাছে গিয়ে বল, তারা যেন স্বস্থানে ফিরে যায়। অতএব আমি (গাছ দু'টির নিকট) গিয়ে তাই বললাম এবং এরা স্বস্থানে ফিরে গেল।

রাসূল (সাঃ)-কে পাথরের সালাম প্রদান :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ، إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ الْآنَ».[২]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন : অবশ্যই মক্কায় একখানা পাথর আছে যা আমার নবূওয়াত অর্জনের রাতগুলোতে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও অবশ্যই পাথরখানাকে চিহ্নিত করতে পারি।

খেজুর গাছের কান্ডের কান্না :

রাসূল (সাঃ) একটি খেজুর গাছের কান্ডের ওপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে নতুন মিম্বার তৈরি করা হলে খেজুর গাছের কান্ডটি ছোট শিশুর মত কান্না শুরু করে যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

১ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ, আল-কাযবীনী, **সুনান ইবনু মাজাহ**, (দেওবন্দ : রশিদিয়া কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ২৮

২ **জামে আত-তিরমিযী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئاً تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِى غُلاَماً نَجَّاراً . قَالَ « إِنْ شِئْتِ » . قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِى صُنِعَ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِى كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ ، فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِىِّ الَّذِى يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ . قَالَ « بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ »[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস বানিয়ে দেব না, যার ওপর আপনি বসবেন? কেননা, আমার একজন কাঠমিস্ত্রি গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তা চাও। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করলেন। যখন জুমু'আর দিন হলো, নবী (সাঃ) সেই তৈরি মিম্বারের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেজুর গাছের কান্ডের ওপর ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চীৎকার করে উঠলো, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী (সাঃ) নেমে এসে তাকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগলো, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলেন) খেজুর কান্ডটি যে যিক্‌র-নসীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল।

মরা খেজুর গাছ রাসূল (সাঃ)-কে চিনতে পারল। আমরা মানুষ হয়ে রাসূল (সাঃ)-কে পরিপূর্ণ চিনতে পারিনি। রাসূল (রাঃ)-এর ভালবাসা পেয়ে মরা খেজুর গাছের কান্ডের কান্না বন্ধ হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমাদের হাওলা দিয়ে মাসিক আত-তাহরীকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। জনৈক সাহাবী অন্ধকার ও বৃষ্টির রাতে এশার সলাত রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে পড়তে আসেন। যাওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) তাকে খেজুরের শুকনো ডাল দিয়ে বললেন ঃ তোমার অবর্তমানে শয়তান তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে। সাহাবী বলেন ঃ যাওয়ার সময় খেজুরের ডাল টিম টিম করে আলো জ্বলে মোমবাতির মত। ঘরের পিছন দিক হতে প্রবেশ করে দেখি ঘরের মধ্যে শজারু বসে আছে। খেজুরের শুকনো ডাল দিয়ে পিটানো দিলে পালিয়ে যায়।[২]

রাসূল (সাঃ) সাহাবীকে যে খেজুরের ডালটি দিয়েছেন। সেই খেজুরের ডালে আলো জ্বলে উঠা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা।

---

১ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬-৫০৭

২ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন, ডক্টর, (সম্পাদিত) মাসিক আত্ তাহরীক, ১৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি, ২০১৫), পৃ. ৩৯

সুনানে ইবনু মাজাতে একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জনৈক মক্কাবাসী রাসূল (সাঃ)-কে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। ইত্যবসরে জিব্রাঈল (আঃ) এসে হাজির হলেন। রাসুল (সাঃ) পুরো ঘটনা খুলে বললেন। জিব্রাঈল (আঃ)-এর পরামর্শে প্রান্তরের অপর পাশে থাকা একটি গাছকে ডাকলে গাছ সামনে এসে দাঁড়াল। অতঃপর স্বস্থানে গাছটিকে ফিরে যেতে বললে গাছ স্বস্থানে ফিরে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।[১]

আল্লাহর হুকুমে গাছ চলাচলের শক্তি পেয়েছে। এটা ছিল রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ মু'জেযা।

পশুর সাথে কথা বলা :

রাসূল (সাঃ) এক আনসারীর খেজুর বাগানে একটি উটকে কাঁদতে দেখলেন। কাছে গিয়ে উটের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে উটের কান্না বন্ধ হয়ে যায়। সুনানে আবূ দাউদে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : أَرْدَفَنِيْ رَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ. قَالَ : فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ ذَفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ : "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ". فَجَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ الله ﷺ . فَقَالَ : "أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهَ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ".[২]

আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলে হঠাৎ একটি উট তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। উটটি নবী (সাঃ)-কে দেখে কাঁদতে লাগলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। নবী (সাঃ) উটটির কাছে গিয়ে এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতে উটটি কান্না থামাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ উটের মালিক কে? তিনি আবারো ডাকলেন ঃ উটটি কার? এক আনসারী যুবক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ

---

১ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ, আল-কাযবীনী, **সুনান ইবনু মাজাহ**, (দেওবন্দ : রশিদিয়া কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ২৯৯

২ সুলায়মান ইবনুল আশআস আল-সিজিস্তানী, **সুনান আবূ দাউদ**, (কলকাতা : দারুল ঈশা আতুল ইসলামিয়া, তাবি), পৃ. ৩৪৫

প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখ এবং একে কষ্ট দাও।

উটের সাথে কথা বলা বা উটের কথা বুঝা রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জেযা নবীকে প্রদান করার কারণে উটের ভাষা বুঝা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি উটকে রাসূল (সাঃ)-এর ভাষা বুঝার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন।

অন্যান্য মু'জেযাসমূহ

বাতাস দিয়ে সাহায্য :

মহান আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-কে পূর্বের হাওয়া দিয়ে সাহায্য করেছেন। যা সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»[১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, পূর্বের বাতাস দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বাতাস দ্বারা আদ জাতিকে হালাক করা হয়েছে।

মদীনায় জ্যোতি :

রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন মদীনা আলোকিত হয়ে গেল। যা তিরমিযীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত–

عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَلَمَّا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَيْدِيَ، وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا[২]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দিন হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন সেদিন সেখানকার প্রতিটি জিনিস জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। তারপর যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিন আবার সেখানকার প্রত্যেকটি বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাঁর দাফনকার্য আমরা সমাপ্ত করে হাত থেকে ধূলা না ঝাড়তেই আমাদের মনে পরিবর্তন এসে গেল (ঈমানের জোর কমে গেল)।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৫
২ জামে আত তিরমিযী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

বায়তুল মুকাদ্দাস সামনে আসা :

রাসূল (সাঃ) যখন মিরাজ থেকে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন লোকজন বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা চাইলে তাঁর সামনে মুকাদ্দাস তুলে ধরার অনন্য ঘটনা ঘটে। যা বুখারীতে বর্ণনা রয়েছে–

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ . فَجَلاَ اللَّهُ لِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ . فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» .[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা'বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তখন আমার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম।

উম্মী নবী :

রাসূল (সাঃ) দুনিয়ার কোন মানুষের নিকট পড়া লেখা শিখেননি অথচ তিনি কুরআনের মত অলৌকিক বিষয় মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি যে উম্মী তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ[২]

–আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তো তা লিখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে।

রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জেযা হলো পবিত্র কুরআন। যা তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছেন।

প্রভাব দিয়ে সাহায্য :

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে। তার মাঝে অন্যতম হল এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

২ আল-কুরআন, ২৯ : ৪৮

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » . [১]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। **(১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়;** (২) সমস্ত জমিন আমার জন্য পবিত্র ও সলাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মাতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সলাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

বিশেষ শক্তি :

রাসূল (সাঃ) সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারতেন। এমন বিশেষ শক্তি মহান আল্লাহ তাকে দান করেন। সহীহ বুখারীর হাদীসে রয়েছে ত্রিশজনের শক্তি তাকে দেয়া হয়েছিল।

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ . [২]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রীগণের নিকট দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন[৩]। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি দেয়া হয়েছে।

---

১ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮

২ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০

৩ স্ত্রীগণ হলেন– ১. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ২. সওদা বিনতে যাম'আহ, ৩. আয়িশা বিনতে আবূ বকর, ৪. হাফসা বিনতে উমর, ৫. যয়নব বিনতে খুযায়মা, ৬. উম্মে সালামাহ, ৭. যয়নব বিনতে জাহশ, ৮. জুওয়াইরিয়া, ৯. উম্মে হাবীবাহ, ১০. ছাফিইয়াহ বিনতে হুয়াই, ১১. মায়মূনা বিনতে হারেছ (সীরাতুর রাসূল, পৃ. ৭৬৩-৭৬৭)

পাথর ভাঙ্গা :

খন্দকের পরিখা খননের সময় সাহাবীদের সামনে বিশাল পাথর পড়ে, যা ভাঙ্গা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। রাসূল (সাঃ)-কে জানানো হল। তিনি একটি কোদাল দিয়ে আঘাত করাতে পাথর ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়ে গেল।

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ جَابِراً رضى الله عنه فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ « أَنَا نَازِلٌ » . ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ [১]

আইমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাঃ) নিকট গেলে তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে তারা নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের ভিতর একটি শক্ত পাথর বেরিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। আর তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন ধরে অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদই চাখিনি, তখন নবী (সাঃ) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল।

দেহ রক্ষা :

মক্কার কাফিরদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মদীনায় হিজরত :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ [২]

–তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।

তাইতো দেখা যায় হিজরতের রাত্রে তাদের সামনে দিয়ে রাসূল (সাঃ) চলে গেলেন কিন্তু রাসূল (সাঃ)-কে তারা দেখতে পেলনা।

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ [৩]

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮৮

২ আল-কুরআন, ৫২ : ৪৮

৩ আল-কুরআন, ৩৬ : ৯

–আমি তাদের সন্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত্ত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

একটি হত্যা চেষ্টা বিফল :

রাসূল (সাঃ)-এর দেহ মুবারক মহান আল্লাহ রক্ষা করেন। এজন্য কাফিরেরা কোন বড় ধরনের ক্ষতি করার সুযোগ পায়নি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে সংরক্ষিত।

শায়বা বিন ওসমান আল হাজাবী, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন। রাসূল (সাঃ)-কে সুযোগ পেয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। হত্যার জন্য যখন তরবারী উঠায় হঠাৎ তার সামনে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে। যা তাকে জ্বালিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়। ভয়ে সে চোখে হাত দেয়। রাসূল (সাঃ) তাকে ডেকে কাছে নিয়ে বুকে হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি একে শয়তান থেকে পানাহ দাও। ফলে তার ভিতরের সব খারাপ উত্তেজনা দূর হয়ে গেল। তখন রাসূল (সাঃ) তার কাছে জীবনের চেয়ে প্রিয় হয়।[১]

রাসূল (সাঃ)-এর উত্তম ব্যবহারে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ মু'জেযা।

আবূ লাহাবের স্ত্রীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার পর একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল সেখানে আসে। তাকে দেখে আবূ বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনি একদিকে একটু সরে বসলে সে আপনাকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, প্রয়োজন নেই। সে আমাকে দেখতে পাবে না। অবশেষে আবূ লাহাবের স্ত্রী এসে আবূ বকর (রাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আবূ বকর, তোমার সঙ্গী নাকি আমাদের গালমন্দ করেছে? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, এ ঘরের রবের শপথ, তিনি তো কবিতা জানেন না এবং তাঁর মুখ থেকে কখনো কবিতা বেরও হয়না। মহিলা বলল, তুমি সত্যই বলছ। অবশেষে সে চলে গেলে আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! ও কি আপনাকে দেখতে পায়নি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, না। ফিরিশতাগণ তার ও আমার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।[২]

---

১ আহমদ ইবনু হাজার আল আসকালানী, **আল ইসাবা**, ১ম সংস্কারণ, (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯২), টিকা ৩৯৪৯

২ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, **তাওযীহুল কুরআন**, ২য় প্রকাশ, (রাজশাহী : নওদাপাড়া, ২০১২), ৩০তম পারা, পৃ. ৪৮৭; আল্লামা হাফেজ এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর (রহ:), **তাফসীর ইবনে কাছীর**, প্রথম প্রকাশ, (লন্ডন : আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ২০১৭), ৮ম খন্ড, পৃ. ৬৫৩-৬৫৪

আল্লাহ যাকে হিফাযত করেন, তাঁর ক্ষতি দুনিয়ার কেহ করতে পারেনা।

জীবন্ত মু'জেযা :

প্রত্যেক নবীকে মহান আল্লাহ বিভিন্ন মু'জেযা প্রদান করেছিলেন। যার সবই ছিল জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর সাথে সাথে সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বেলায় যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে যে মু'জেযার বিলুপ্তি হয়নি এমনকি কিয়ামতের পূর্বেও হবে না। যে মু'জেযা জীবন্ত হয়ে আছে, তা হল তাঁর ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যতদিন মানুষ এই আলোকস্তম্ভ হতে আলো নিবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। যা মানব জাতির আমানত হিসাবে রক্ষিত আছে এবং চিরকাল রক্ষিত থাকবে। একে বিলুপ্ত করা বা বিকৃত করার ক্ষমতা কারু হবে না।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ নবীদেরকে এমন কিছু মু'জেযা দেয়া হয়েছিল, [যেমন মূসা (আঃ)-কে লাঠি, দাউদ (আঃ)-কে কণ্ঠ, সুলাইমান (আঃ)-কে সুবিশাল রাজ্যের ক্ষমতা, ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য ইত্যাদি] যা দেখে তৎকালীন লোকেরা ঈমান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমাকে এমন মু'জেযা দেয়া হয়েছে, তা হল অহি (কুরআন) যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে প্রেরণ করেছেন, আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী সব চেয়ে বেশি হবে।[১]

আল কুরআন যে জীবন্ত মু'জেযা তার কিছু বৈশিষ্ট্য :

১। এটি কালামুল্লাহ। যা সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।[২]

২। কুরআনের অপরিবর্তনীয়তা :

যা অবতরণকাল হতে এযাবৎ একইভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে।

৩। আরবী ভাষায় পঠিত :

যে ভাষাতে নাযিল হয়েছে সেই ভাষাতেই অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই পঠিত হচ্ছে।

৪। হিফাযতকারী আল্লাহ :

কুরআনের হিফাযতকারী মহান আল্লাহ।[৩] এতে কোন সন্দেহ নেই।

---

১ সাদেক শায়েরী, মাওলানা, **আল কুরআনের মর্যাদা**, (বগুড়া : সেরা প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ৪০; **সহীহ বুখারী**।

২ **আল-কুরআন**, ৪ : ৮২; ৭ : ৩৫; ৭৬ : ২৩

৩ **আল-কুরআন**, ১৫ : ৯

৫। ব্যাখ্যাদাতা আল্লাহ :

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্বও মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।[১]

৬। সকল জ্ঞানের উৎস :

আল কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসও হল আল কুরআন। মনুষ্য বিজ্ঞানের উৎস হল অনুমান নির্ভর, যা যেকোন সময় ভুল প্রমাণিত হতে পারে। যেমন বিজ্ঞানীরা বলে থাকে, Science gives us but a partial knowledge of reality বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়।[২]

৭। প্রাণের উৎস কি :

বিজ্ঞানীরা বলছে পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা বহু আগে থেকেই বলেছে যে, সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে।[৩] তবুও কি মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

৮। আকর্ষণীয় গ্রন্থ :

আল কুরআন এক অনন্য আকর্ষণীয় গ্রন্থ। যার তুলনা করা সম্ভব নয়। একদিন মুশরিক নেতাদের পরামর্শে উৎবা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এলেন। সে জাদুবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী ও কবিতায় পারদর্শী ছিল। সে রাসূল (সাঃ)-কে অনেক লোভনীয় প্রস্তাব দিল। রাসূল (সাঃ) সব কিছু শ্রবণ করে সূরা হা-মীম সিজদাহ ১-১৩ আয়াত পাঠ করলেন। এ সময় উৎবা কুরআন পাঠ বন্ধ করতে বললেন। ফিরে এসে বলল : আল্লাহর কসম! এটি কোন জাদুমন্ত্র নয়, কবিতাও নয়। তোমরা একে ছেড়ে দাও। জবাবে আবূ জাহল বলল, আল্লাহর কসম আপনাকে সে তার কথা দিয়ে জাদু করেছে।[৪]

কুরাইশ পন্ডিতগণের মাঝে অন্যতম পন্ডিত অলীদ একদিন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বললেন : আল্লাহর কসম! এর মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ মাধুর্য। পরবর্তীতে কওমের লোকদেরকে খুশি রাখতে বলল : এটি অন্য থেকে প্রাপ্ত জাদু।[৫]

---

১ আল-কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৯

২ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **মহাসত্যের সন্ধানে**, ৫ম প্রকাশ, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৬১

৩ আল-কুরআন, ২১ : ৩০; আল-কুরআন, ২৪ : ৪৫

৪ আহমাদ বিন হুসায়েন আবু বকর আল-খুরাসানী, বায়হাকী, **দালায়েলুন নবুঅত**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৪), ২য় খন্ড, পৃ. ২০৩-২০৬

৫ ইবনু কাসীর, আল্লামা, **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৬), ৩য় খন্ড, পৃ. ৬১

বিখ্যাত কবি লাবীদ ইসলাম গ্রহণ করার পর কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে খলীফা উমর (রাঃ) জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি আর এক লাইন কবিতাও বলতে চাইনা। যখন থেকে আল্লাহ আমাকে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান শিক্ষা দিয়েছেন। এ কথা শুনে উমর (রাঃ) কবি লাবীদের বার্ষিক ভাতা বৃদ্ধি করে দেন।[১]

শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী বলেন, আরবরা কুরআনের সর্বোচ্চ আলংকরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তারা এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতসমূহের কারণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ সমপরিমাণ শাস্তি দানের মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। হে জ্ঞানীগণ! যাতে তোমরা সতর্ক হতে পার।[২]

কুরআনের আহ্বান :

কুরআনের আহ্বান সমগ্র মানব জাতির জন্য। এটা কিয়ামত পর্যন্ত সকলের প্রতি শান্তির পয়গাম পৌঁছে দিবে।

কুরআন শিক্ষা :

পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থ এতো আগ্রহ সহকারে অধিক হারে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেনা। যা কুরআনের বেলায় একমাত্র প্রযোজ্য।

বিখ্যাত ঘটনা :

মিসরের খ্যাতনামা মুফাসসির তানতাভী জাওহারী বলেন, ১৯৩২ সালে মিসরীয় অধ্যাপক কামেল কীলানী আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা জানিয়ে বলেন যে, আমার খ্যাতনামা আমেরিকান প্রাচ্যবিদ 'ফিনকেল' একদিন আমাকে বলেন, কুরআনের মু'জেযা হওয়ার ব্যাপারে তোমার রায় বর্ণনা কর। তখন আমি বললাম, তাহলে আসুন আমরা জাহান্নামের প্রশস্ততার ব্যাপারে অন্ততঃ ২০টি বাক্য তৈরি করি। অতঃপর আমরা উক্ত মর্মে বাক্যগুলি তৈরি করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, কুরআন কি উক্ত মর্মে এর চাইতে উন্নত অলংকারবিশিষ্ট কোন বাক্য প্রয়োগ করতে পেরেছে? জবাবে আমি বললাম, আমরা কুরআনের সাহিত্যের কাছে শিশু মাত্র। শুনে তিনি হতবাক হয়ে বললেন, সেটা কি? তখন আমি সূরা কাফ-এর ৩০ আয়াত পাঠ করলাম। আয়াতটি শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ।[৩]

---

১ ইবনু আব্দিল বার্র ইউসুফ আবূ ওমর, **আল-ইস্তীআব**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯২); **সিরাতুর রাসূল**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৯

২ মুজীবুর রহমান, ডক্টর, **কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৬), পৃ. ১৩৫

৩ তানতাভী জাওহারী, আল্লামা, **আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম**, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), ১২তম খন্ড, পৃ. ১০৭-১০৮

জীবন্ত মু'জেযার আরেকটি প্রমাণ :

বিদায় হজ্জের ভাষণে তার ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ। রাসূল (সাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া ইলম হল কুরআন ও হাদীস। দিনার, দিরহামের ক্ষয় আছে কিন্তু ইলমের কোন ক্ষয় নেই। ইলম চির জীবন্ত। যে ঘরে হাদীসের পঠন-পাঠন হয়, সে ঘরে যেন স্বয়ং শেষনবী (সাঃ) কথা বলেন। যেমন বিখ্যাত ইমাম তিরমিযী স্বীয় হাদীসগ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, "যার ঘরে এই কিতাব থাকে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী কথা বলেন"।[১]

ব্যতিক্রম কিছু অলৌকিক ঘটনা

পাথর ফেটে পানি বের হওয়া :

মহান আল্লাহ এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন যা মানুষের বুঝা সম্ভব নয়। যেমন পাথর থেকে পানি বের হওয়া। যা কুরআনে বিস্তারিত এসেছে–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[২]

–অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয় পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গাফেল নন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য বুঝা ও অনুধাবন করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা।

যমযম কূপের সৃষ্টির পর থেকে বিরতিহীন পানি বের হওয়া :

মহান আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত হিসাবে যমযম কূপের সৃষ্টি করেছেন। হাজেরা যখন পানির জন্য ছুটাছুটি করেন তখন ফিরে এসে দেখেন ফিরিশতা পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলে মাটির নিচ হতে পানি বের হওয়া শুরু হয়। যা যমযমের কূপ

---

১ শামসুদ্দীন যাহাবী, **তাযকেরাতুল হুফফায**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৮), ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩৪; **সীরাতুর রাসূল**, পৃ. ৮১৪

২ **আল-কুরআন**, ২ : ৭৪

নামে খ্যাত।[১] যার দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট, প্রস্থ ১৪ ফুট এবং গভীরতা ৫ ফুট। এই ছোট্ট কূয়াটি অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।[২]

এটি প্রায় ৪ হাজার বছর ধরে পানির প্রবাহ কোন প্রকার বিরতিবিহীনভাবে চলছে এবং পানির স্বাধের কোন পরিবর্তন বা নষ্ট হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত পানির গুণ পরিবর্তন হবেও না।

দোলনায় শিশুর কথা বলা :

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যতিক্রম ঘটনা হল দোলনার শিশুর কথা বলা। যা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। বুখারীতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى ، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ، كَانَ يُصَلِّي ، جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي . فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ . وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى ، فَأَتَتْ رَاعِياً ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي . قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ . وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ . فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ . فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا . فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ . وَلَمْ تَفْعَلْ »[৩]

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হত। একদা ইবাদতে রত

---

১ **সহীহ বুখারী**; মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **হজ্জ ও ওমরাহ**, ৩য় সংস্করণ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১১), পৃ. ২০

২ মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, **সহীহ হাজ্জ ও উমরাহ**, (ঢাকা : মাদারটেক, ২০১৬), পৃ. ৪৬; মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান, **হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতের নিয়ম**, (ঢাকা : আল-খাইর পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৯৮

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮

অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সলাত আদায় করতে থাকব। তার মা বললো, হে আল্লাহ্! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার 'ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নিচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযু সেরে 'ইবাদত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। (তৃতীয় জন) বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিলো। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি যেন নবী (সাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত কর না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

সত্যবাদীতার পুরষ্কার :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً . فَأَتَى الأَبْرَصَ . فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ . قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ . فَذَهَبَ عَنْهُ . فَأُعْطِىَ لَوْناً حَسَناً وَجِلْداً حَسَناً . فَقَالَ أَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ . إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ . قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ . وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ . فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا .

وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّى هَذَا ، قَدْ قَذِرَنِى النَّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَأُعْطِىَ شَعَراً حَسَناً . قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ . قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا . وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَىُّ شَىْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِى ، فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ . قَالَ فَمَسَحَهُ ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ . قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ . فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هَذَانِ ، وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ . ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ ، تَقَطَّعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِى سَفَرِى ، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِى أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِى سَفَرِى . فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ . فَقَالَ لَهُ كَأَنِّى أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ . فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الأَعْمَى فِى صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِى سَفَرِى فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِى رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِى سَفَرِى . فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِى ، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِى ، فَخُذْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ . فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ ، فَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ » .[১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, বানী ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের নিকট একজন ফিরিশতা পাঠালেন। ফিরিশতা প্রথমে শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। অতঃপর ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২

রয়েছে যে শ্বেতরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরিশতা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশতা টাকওয়ালার নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কী জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার হতে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হল। ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, 'গরু'। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন এবং ফিরিশতা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। অতঃপর ফিরিশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী (সাঃ) বললেন, তখন ফিরিশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলি বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ ভরে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। অতঃপর ঐ ফিরিশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতীরোগীর নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আল্লাহ ব্যতীত কোন উপায় নেই। আমি তোমার নিকট ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায়িত্ব রয়েছে। তখন ফিরিশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি একসময় শ্বেতীরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ হতে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। অতঃপর ফিরিশতা মাথায় টাকওয়ালার নিকট তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তেমনই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতীরোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফিরিশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাচারী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তেমন অবস্থায় করি দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফিরিশতা অন্ধ লোকটির নিকট তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার

ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। সে বলল, প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়া হল মাত্র। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথীদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

মূসা (আঃ) ও খিজির-এর ঘটনা :

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ قَالَ مُوسَى ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَنْتَ نَعَمْ قَالَ ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا﴾ قَالَ ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَعَلَ عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ

فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿قَالَ أَلَمْ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا لاَ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﴿لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. [১]

সা'ঈদ ইব্নু জুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মূসা (আঃ) [যিনি খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বানী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাই ইব্নু কা'ব (রাঃ) নবী (সাঃ) হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ মূসা (আঃ) একদা বানী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, 'আমি সবচেয়ে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি 'ইল্মকে আল্লাহ্র দিকে সোপর্দ করেন নি। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট এ ওয়াহী প্রেরণ করলেন ঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে তার সাক্ষাৎ পাব?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। অতঃপর তিনি ইউশা 'ইব্নু নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকট এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে হতে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আঃ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাদের বাকী দিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আঃ) তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা (আঃ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর সাথী তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম?' মূসা (আঃ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম।' অতঃপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খিযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা হতে আসল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খিযির প্রশ্ন করলেন, 'বানী ইসরাঈলের মূসা (আঃ)?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?' খিযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা (আঃ)! আল্লাহ্‌র 'ইল্‌মের মধ্যে আমি এমন এক 'ইল্‌ম নিয়ে আছি যা তিনি কেবল আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন 'ইল্‌মের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিখিয়েছেন, তা আমি জানি না।" 'মূসা (আঃ) বললেন, "আল্লাহ্‌ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে একবার কি দু'বার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, 'হে মূসা (আঃ)! আমার এবং তোমার জ্ঞান (সব মিলেও) আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।' অতঃপর খিযির নৌকার তক্তাগুলোর মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন?' খিযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?" মূসা (আঃ) বললেন, 'আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, এটা মূসা (আঃ)-এর প্রথমবারের ভুল। অতঃপর তাঁরা দু'জন (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছিল। খিযির তার মাথার ওপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আঃ) বললেন, 'আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন?' খাযির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?" ইব্‌ন 'উয়ায়নাহ (রহ.) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে অধিক জোরালো। "তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে

চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম এমন একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করে দিলেন। মূসা (আঃ) বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।" (সূরাহ কাহ্ফ ঃ ৭৭-৭৮) নবী (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

বিবিধ মু'জেযা :

ইতিপূর্বে আমরা মু'জেযাসমূহ তথ্যভিত্তিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিবিধে আরো কিছু মু'জেযা তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

মাটি নিক্ষেপের ফলে কাফিরদের পরাজয় :

হোনায়েনের[২] যুদ্ধের শেষ দিকে পরিস্থিতি খারাপ দেখে রাসূল (সাঃ) এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে কাফিরদের প্রতি দু'আ পাঠ করে নিক্ষেপ করলেন। মহান আল্লাহ সকল কাফিরের চোখে ও মুখে প্রবিষ্ট করে দেন। ফলে তারা তাকাতে পারল না, ফলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল।[৩]

এটি কোন পরমাণু বিজ্ঞানীর পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের কারিশমা বা আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষমতা নয়; বরং এটি হল রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

দাওস গোত্রের জন্য দু'আ :

রাসূল (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী তুফাইল (রাঃ) কয়েকজন সাথী নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! দাওস গোত্রের জন্য বদদু'আ করুন। তারা ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করেছে। রাসূল (সাঃ) দাওস গোত্রের হিদায়াতের জন্য দু'আ করলে দাওস গোত্রের সকলে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়।[৪]

কোন এক অভিযান কালে নবী (সাঃ) ফজরবাদ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আল্লাহর কাছে বরকতের দু'আ করেন। একজন ব্যবসায়ী সাহাবী এ নিয়মটি পালন

---

১ **হোনায়েন** : মক্কা হতে ১০ মাইলের কিছু বেশি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। (সীরাতুর রাসূল, পৃ. ৫৫৫)

৩ **মিশকাতুল মাসাবীহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪

৪ মতিউর রহমান নূরী, মাওলানা, **মু'জেযাতুন নবী (সাঃ)**, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ৫১৭

করে ফজরবাদ মাল পাঠিয়ে দু'আ শুরু করেন। সাহাবীর জীবনেও মহান আল্লাহ বরকত দান করেন।[১]

দুর্বল ছাগল হতে দুধ দোহন :

উম্মে মা'বাদ-এর তাবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকটে কিছু আছে কি? রাসূল (সাঃ) দূরে বাড়ির পাশে একটি দুর্বল বকরী দেখতে পেলেন। রাসূল (সাঃ) উম্মে মা'বাদের অনুমতি নিয়ে দুর্বল বকরীর ওলানে হাত দিলেন দু'আা পাঠ করলেন। আল্লাহর হুকুমে বকরীর ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাসূল (সাঃ) বকরী দোহন করে সকলে তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। উম্মে মা'বাদ নবী (সাঃ)-এর বরকত ও মু'জেযা দেখে অবাক হলেন।[২]

কথার মু'জেযা :

কুরাইশদের পুরস্কারের লোভে আবু বুরাইদা রাসূল (সাঃ)-এর সন্ধানে বের হয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর সন্ধান পেয়ে সে হতভম্ব হল। রাসূল (সাঃ)-এর কথা শুনে গোত্রের প্রায় সত্তর জন ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

মহান আল্লাহ রাসূল (সাঃ)-এর কথার মাধ্যমে মু'জেযা প্রকাশ করেন।

হাতের মু'জেযা :

প্রসিদ্ধ আছে যে, কাতাদা (রাঃ)-এর চোখ জখমী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলে চোখ ভাল হয়ে যায়। পূর্বের চেয়ে সৌন্দর্য ও দৃষ্টি শক্তি বেড়ে যায়।[৪]

মহান আল্লাহ কারো প্রতি দয়া করলে কেহ ঠেকাতে পারে না। রাসূল (সাঃ)-এর হাতের মাধ্যমে কাতাদার চোখ ভাল হওয়া নিশ্চয়ই এটা বিশেষ মু'জেযা।

উমাইর রাসূল (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য গোপনে সাফওয়ান নামের অপর মুশরিকের সাথে পরামর্শ করে মদীনায় আগমন করে। উমর (রাঃ) তাকে দেখামাত্র আটক করে রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গেলে, রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ? হতবাক হয়ে নিজের অজান্তেই বলে উঠল : আপনি সত্য নবী এতে কোন সন্দেহ নেই।[৫]

---

১ **মু'জেযাতুন নবী (সাঃ)**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮

২ মতিউর রাহমান, মাদানী, **নবী চরিত**, (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ২০১৫), পৃ. ৩৪

৩ **পূর্বোক্ত**, পৃ. ৩৪

৪ সফিউর রহমান আল-মুবারকপুরী, আল্লামা, **আর-রাহীকুল মাখতুম**, ২য় সংস্করণ, (কুয়েত: জমঈয়াতু এহইয়াতি তুরাসিল ইসলামী, ১৯৯৬), পৃ. ২৭২

৫ আবু জাফর, **মহানবী (সাঃ)-এর মহাজীবন**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা : কাটাবন বুক কর্ণার, ২০০৩), পৃ. ১৮৬

ব্যবহারের মুগ্ধতায় ইসলাম গ্রহণ :

ইয়ামানের বাহরা গোত্রের তেরোজন ব্যক্তি মদিনায় আগমন করে। তারা রাসূল (সাঃ)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করে জন্মস্থানে ফিরে যায়। রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ব রীতি অনুযায়ী যাওয়ার সময় তাদেরকে পথ খরচের জন্য হাদিয়া দেয়া হয়।[১]

মানবতার নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) যিনি শুধু ধর্মই প্রচার করেননি। তিনি পৃথিবী থেকে অশান্তি দূর করতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি অনুগত কর্মীকে বিদায় বেলা পথ খরচের চিন্তা করে হাদিয়া দিতেও ভুলে যাননি।

উসমান (রাঃ) ফিতনায় পতিত ও শাহাদতের খবর :

রাসূল (রাঃ) মদীনার কোন এক বাগানে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আবূ বকর (রাঃ) আসলে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। উমর (রাঃ) আসলে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। উসমান (রাঃ) আসলে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে ফিতনা ও পরীক্ষায় পতিত হওয়ার খবর দিলেন। উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতে পরীক্ষায় পতিত হন এবং শাহাদত লাভ করেন।[২]

মহান আল্লাহ যেসকল অদৃশ্যের খবর রাসূল (সাঃ)-কে দিয়েছেন তা রাসূল (সাঃ) সহজে বলতে পেরেছেন। উসমান (রাঃ)-এর মৃত্যু ঘটনা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দুই সাহাবীর শহীদ হওয়ার আগাম খবর :

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُداً وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» .[৩]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (সাঃ) আবূ বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-কে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের উপরে উঠেন। হঠাৎ উহুদ পাহাড়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। তখন রাসূল (সাঃ) উহুদ পাহাড়কে বললেন ঃ হে উহুদ! তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ রয়েছে। উহুদ পাহাড় স্থির হয়ে গেল।

আল্লাহর নির্দেশে উহুদ পাহাড়ের কম্পন বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন।

---

১ নঈম সিদ্দিকী, (অনু:) আকরাম ফারুক, **মানবতার বন্ধু**, ৭ম মুদ্রণ, (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫১৪

২ **সহীহ মুসলিম**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

৩ **জামে আত-তিরমিযী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০-২১১; সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯

কিয়ামতের পূর্বে হিজাজে আগুন বের হওয়ার পূর্বাবাস :

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ হিজাজে যে পর্যন্ত আগুন বের না হবে সেই পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। আল্লামা যাহাবী এ সম্পর্কে বলেনঃ ৬৫৪ হিজরীতে মদীনায় ঐ আগুন প্রকাশিত হয়। সেই আগুনে ভীষণ প্রখরতা এবং আলো থাকা সত্ত্বেও উত্তাপ ছিল না। মদীনাবাসী কিয়ামতের ভয়ে ইস্তেগফার করা আরম্ভ করে।[১]

আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা আদর্শ ঈমানদারের পরিচয়।

বর্শার সামান্য আঘাতে কাফিরের মৃত্যু :

রাসূল (সাঃ)-কে হামলাকারী উবাইকে মারার জন্য রাসূল (সাঃ) যে বর্শাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তাতে তার গলায় কেবল আঁচড় কেটে ছিল। তাতে সে মারা যায়।[২] এঘটনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেনঃ রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে কাউকে হত্যা করেননি উহুদের দিন উবাইকে ব্যতীত। তার পূর্বে বা পরে রাসূল (সাঃ) কাউকে হত্যা করেননি।[৩]

আদর্শের নবী, মানবতার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেননি এবং হত্যা করতে আদেশও করেননি।

---

১ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আয যাহাবী, **মুখতাসার তারীখুল ইসলাম**, (হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ১২১

২ **আর-রাহীকুল মাখতুম**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

৩ ইবনু তাইমিয়া, ইমাম, **মিনহাজুস সুন্নাহ**, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদ : জামেআতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ আল ইসলামিয়া, ১৯৮৬), ৮ম খন্ড, পৃ. ৭৮

অধ্যায় ঃ ৬
ওলীদের পরিচয় ও তাঁদের কারামত সত্য কি-না
ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদান

ওলীদের পরিচয় :

ولى শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হল أولياء যার অর্থ : বন্ধু, অভিভাবক[১], ওলী অর্থ নিকটবর্তী বা সাহায্যকারী[২]। বেলায়াত অর্জনকারীকে ওলী বলা হয়। এর আরেকটি পরিচিত শব্দ হল 'মাওলা'[৩]।

ওলীদের পরিচয় সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ[৪]

–মনে রেখ যে, আল্লাহর ওলীদের (পরকালে) না কোন আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। তারা (ওলীরা) হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (গুনাহ্ হতে) বেঁচে থাকে।

এখানে আমরা দেখছি যে, দু'টি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি আল্লাহর তত বড় ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

ইমাম তাহাবী বলেন: সকল মু'মিন আল্লাহর ওলী। তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে তত বেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত।[৫]

ওলীদের কারামত সত্য কি-না :

ওলীদের কারামত সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রহ:) বলেছেন, ওলীগণের কারামত সত্য।[৬]

---

১ আরবী-বাংলা অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৬; মোশাররফ, ডক্টর, **দীন ইসলামের জানা-অজানা**, ১ম সংস্করণ, (রাজশাহী : ২০১৩), পৃ. ২২

২ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ডক্টর, **রাহে বেলায়াত**, ৭ম সংস্করণ, (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৭), পৃ. ৩৩

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৪ **আল-কুরআন** ১০ : ৬২-৬৩

৫ আবূ জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, ইমাম তাহাবী, **আল-আকিদা আত-তাহাবীয়্যাহ** ঃ মুহাম্মদ খুমাইয়িসের শারহ্-সহ, (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৭

৬ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ডক্টর, **ইসলামী আকীদা**, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭), পৃ. ৩০৭

যদি কোন নেককার মু'মিন মুত্তাকী মানুষ হতে কোন অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মুত্তাকী মানুষ হতে কোন অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

ইমাম তাহাবী বলেন, আমরা কোন ওলীকে কোন নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না; বরং আমরা বলিঃ একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণণাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি।[১]

ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদান :

ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদান রয়েছে। রাসূল (সাঃ) যখন ইসলামের বাণী প্রচার করেন তখন মহান আল্লাহ বিভিন্ন মু'জেযা দিয়ে সাহায্য করেছেন। যা দেখে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ঠিক মহান আল্লাহর প্রিয় ওলীদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ করার মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

আমর ইবনুল আস (রাঃ)-কে একদল সৈন্যসহ সুওয়া নামক বড় মূর্তি ভাঙ্গার জন্য পাঠানো হয়। আমর (রাঃ) সেখানে পৌছলে মন্দির প্রহরী বলল, কি চাও তোমরা? আমর (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন এই মূর্তি ভাঙ্গার জন্য। সে বলল, তোমরা সক্ষম হবে না। বরং বাধাপ্রাপ্ত হবে। আমর (রাঃ) মূর্তিটিকে আঘাত করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন। অতঃপর প্রহরীকে বললেন তোমার অভিমত কি? তখনই প্রহরী এই অবস্থা দেখে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

মন্দির পাহাড়াদারের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানগণ এটা ভাঙ্গতে পারবে না। ভাঙ্গতে গেলে তাদের মূর্তি বাধা দিবে। সে জানে না মূর্তির কোন ক্ষমতা নেই। যখন আমর (রাঃ)-এর বিনা বাধায় মূর্তি ভাঙ্গার দৃশ্য দেখল তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হল। নিশ্চয়ই এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমর (রাঃ)-এর প্রতি কারামত। কেননা মূর্তির সাথে নারী জ্বিন থাকে। ভাঙ্গার সময় ঐ নারী জ্বিন বাধা দেয়ার ক্ষমতা পায়নি।

---

১ আবূ জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ, ইমাম, তাহাবী, **মাতনুল আক্বীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ**, (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়্যাহ, ১৯৮৮), পৃ. ১৯

২ মুহাম্মদ ইবনু জারীর আবূ জাফর আল ফারেসী, তাবারী, **তারাখু তাবারী**, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত: দারুত তুরাছ, ১৯৬৭), ৩য় খন্ড, পৃ. ৬৬; **সীরাতুর রাসূল**, পৃ. ৫৫১।

একজন মুসলিমের আচার-আচরণ ও ইবাদত দেখে খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার ঘটনা রয়েছে। পাকিস্তানের জামে'আ আল ইহসান-এর পরিচালক খলীলুর রহমানকে খ্রিস্টান ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল ঈসা-এর যেহেতু পিতা নেই সেহেতু ঈশ্বর হলেন ঈসা-এর পিতা। পরিচালক সাহেব সুন্দরভাবে বলে দিলেন তাই যদি সত্য হয় তাহলে আদম (আঃ)-এর মা ও বাবা কে। খ্রিস্টান ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে গেল। ইসলাম সম্পর্কে গভীর গবেষণার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে সুযোগ করে দেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।[১]

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কারামতে আউলিয়ার অবদান অতুলনীয়। সাতক্ষীরার গাযী মাখদুম হোসেন ওরফে মার্জ্জুম হোসেন বালাকোট জিহাদের ময়দান থেকে ফেরার পথে শিয়ালকোর্টের এক মসজিদে সহীহ হাদীস অনুযায়ী সলাত আদায় করলে ইংরেজ গুপ্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। তিনবার ফাঁসির দড়ি ছিড়ে যাওয়ায় ইংরেজ ম্যাজিট্রেট তাকে শিয়ালকোর্ট জেল থেকে মুক্তি দেয়। তাঁর দাওয়াত ও কারামত দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বহু মানুষ সহীহ হাদীস গ্রহণ করে।[২]

মরিয়মের ঘটনা :

মরিয়ম (আঃ) কোন নবী ছিলেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে এমন কিছু ফল রিযিক হিসাবে দিলেন যা দেখে নবী যাকারিয়া (আঃ) অবাক হয়ে গেলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ[৩]

–যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন, তখনই তার নিকট খাদ্যসম্ভার প্রত্যক্ষ করতেন; তিনি বলতেনঃ হে মারিয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? তিনি বলতেনঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

নিশ্চয়ই মরিয়ামের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কারামত ছিল। যা দেখে যাকারিয়া (আঃ) বৃদ্ধা বয়সে সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা জাগে। মহান আল্লাহর কাছে সন্তান চাইলে আল্লাহ তাঁকে সন্তান দান করেন।

---

১ আব্দুল্লাহ, নওমুসলিম, (অনু:) অধ্যাপক ছা'দুল হক ফারুক, **ভেঙ্গে গেল ক্রুশ**, (ঢাকা: কুরআন-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, ২০০৮), পৃ. ৫৪-৫৬

২ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **আহলে হাদীস আন্দোলন**, (রাজশাহী: হা.ফা.বা. ১৯৯৬), পৃ. ৪২১

৩ **আল-কুরআন**, ৩ : ৩৭

উমর (রাঃ)-এর পত্র :

খলীফা উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মিসর বিজিত হয়। মিসরে তখন প্রবল খরা। নীলনদ পানি শূন্য হয়ে পড়েছে। আমর (রাঃ)-এর নিকট মিসরের লোকজন আভিযোগ করে বলল, নীলনদ একটি নিয়ম ছাড়া পানি প্রবাহ হয় না। তিনি বললেন, সেটা কি? তারা বলল এ মাসের ১৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোন এক সুন্দরী যুবতী মেয়েকে সুন্দর পোষাক পরিধান করে সুন্দরতম অলংকার পরিধান করে নীলনদে নিক্ষেপ করব। তারপর পানি আসবে। আমর (রাঃ) এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। দীর্ঘদিন নীলনদে পানি না আসাতে কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করতে চিন্তা করছে। আমর (রাঃ) তখন উমর (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন। হযরত উমর (রাঃ) চিঠি অবগত হয়ে আমর (রাঃ)-কে একটি চিঠি নীলনদে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। সে চিঠিতে লিখা ছিল আমীরুল মুমিনীন উমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের প্রতি ঃ "যদি তুমি নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তবে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি একক সত্তা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করান, তবে আমরা আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন।" অতঃপর আমর (রাঃ) পত্র বা চিঠিটি নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। পর দিন শনিবার সকালে মিসরবাসী দেখল, আল্লাহ এক রাতে নীলনদের পানিকে ১৬ হাত উচ্চতায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন।[১]

মহান আল্লাহ উমর (রাঃ)-এর পত্রের মাধ্যমে নীলনদে পানি দিয়েছেন। নিসন্দেহে এটা ছিল কারামত। যার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে একটি সুন্দরী নারী হত্যা থেকে মিসরবাসী বেঁচে যায়।

সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর মৃত্যুতে 'আরশ কেঁপেছিল :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسول الله هَذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.[২]

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এই [সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)] সে ব্যক্তি যার মৃতুতে 'আরশও কেঁপেছিল (তার পবিত্র রূহ্ 'আরশে পৌঁছলে 'আরশের নিকটতম মালাইকাহ্ খুশিতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল) এবং আসমানের দরজা খুলে দিয়েছিল। তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার মালাক উপস্থিত হয়েছিলেন। অথচ তার কবর সংকীর্ণ হয়েছিল। [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর] দু'আর বরকতে) পরে তা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল।

---

১ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**, অনুবাদ ও সংকলক বিভাগ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা. ২০১৩), পৃ. ১০ ১১; **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, পূর্বোক্ত, ৭ম খন্ড, পৃ. ১০০

২ **মিশকাতুল মাসাবীহ্**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

যুবক আবদুল্লাহ :

মহান আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে কারামত প্রকাশ করে থাকেন। আসহাবে উখদুদের ঘটনার মাঝে যুবক আব্দুল্লাহ পাহাড় হতে নেমে আসা ও সমুদ্রের মধ্যখান থেকে আত্মরক্ষা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ কারামতের ফল।

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَىَّ . وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّي. قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِى قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ فَجِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ

اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ. فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ». [১]

–পূর্বেকার যামানায় এক যালিম বাদশাহ ছিল। তার ছিল বৃদ্ধ জাদুকর। সে বাদশাহকে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন যুবককে আপনি আমার কাছে প্রেরণ করুন, যাকে আমি জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। অতঃপর জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাদশাহ তার কাছে এক যুবককে প্রেরণ করল। যুবকের যাত্রাপথে ছিল এক ধর্মযাজক। যুবক উভয়ের কাছে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। এমনিভাবে চলতে থাকাবস্থায় একদিন হঠাৎ সে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হলো, যুবক চিন্তা করল যে, জাদুকর উত্তম না ধর্মযাজক উত্তম পরীক্ষা করব। আল্লাহর নাম নিয়ে প্রাণীটির ওপর পাথর ছুড়লে প্রাণীটি মারা যায়। অতঃপর ধর্মযাজকের নিকটে এসে ঘটনা বলল, তখন সে তাকে বলল তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে কখনো আমার নাম বলবে না।

---

১ সহীহ মুসলিম; যুগে যুগে নৌকা: সফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

এদিকে যুবক আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল। ঐ বাদশাহর পরিষদে একজন অন্ধ লোক ছিল। সে যুবকের কাছে এসে চোখ ভাল করার আবেদন করল। যুবক বলল, আমি কাউকে ভাল করি না, আল্লাহ ভাল করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভাল করবেন। সে ঈমান আনল। আল্লাহ তার চক্ষু ভাল করে দিলেন। লোকটি বাদশাহর কাছে গেলে, বাদশাহ বলল কে তোমার চক্ষু ভাল করেছে? সে বলল আমার পালনকর্তা। বাদশাহ বলল আমি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তাও আছে কি? সে বলল, আমারও আপনার একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ। বাদশাহ তাকে শাস্তি দিলে যুবকের কথা বলে দিল। যুবক বাদশাহর সামনে বলে দিল আমি কাউকে ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখি না। এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নিরাময় করেন। যুবক ধর্মযাজকের কথা বললে, বাদশাহ ধর্মযাজককে ডেকে আনলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তাকে রব হিসেবে মেনে নিতে। তারা অস্বীকার করলে ধর্মযাজক ও বাদশাহর পরিষদের লোককে হত্যা করল। যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। অতঃপর যুবককে বলল, তুমি যদি আমাকে রব না মান তাহলে তোমার শাস্তি আরো কঠিন হবে। যুবক বলল, আমি যে দ্বীন গ্রহণ করেছি তা ত্যাগ করব না।

বাদশাহ তার বাহিনীর কিছু সদস্যের নিকটে যুবককে দিয়ে বলল, পাহাড়ে উঠে তাকে ফেলে হত্যা করবে। তাকে যখন পাহাড়ে উঠানো হল তখন সে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করল তাকে রক্ষা করার জন্য। ফলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন। অপরদিকে বাদশাহর লোকেরা পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেল। এ অবস্থা বাদশাহ জানতে পেরে আবারো কিছু সৈনিকের হাতে যুবককে তুলে দিয়ে বলল, তোমরা তাকে নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রে নিয়ে যাও। যদি তার দ্বীন ত্যাগ না করে তাহলে তাকে গভীর সমুদ্রে নৌকা থেকে ফেলে হত্যা করবে। তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। যুবক আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ যুবককে রক্ষা করে কিনারে পৌঁছে দিলেন। আর অপরদিকে বাদশাহর লোকজন নৌকা থেকে পড়ে মারা গেল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা যুবককে রক্ষা করলেন।

মুসলিম ইতিহাসের প্রথম হিজরতে নিরাপদে হাবশায় পৌছা :

ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের ওপর নানারকম যুলুম নির্যাতন নেমে আসে। এই নির্যাতনের দৃশ্য রাসূল (সাঃ) সহ্য করতে না পেরে সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। ১২জন পুরুষ ও ৪জন মহিলাসহ উসমান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যান। ঐ সময়ে নৌকা থাকার কথা নয় কিন্তু লোহিত সাগরে দু'টি ব্যবসায়ী নৌকা পেয়ে নিরাপদে তারা হাবসায় পৌঁছে যান। যদিও কাফিররা তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল কিন্তু তাদের নাগাল পায়নি।[১]

---

১ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১; যুগে যুগে নৌকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

সাহাবীদের জন্য গভীর রাতে লোহিত সাগরে নৌকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত ছিল। এতে সাহাবীদের ঈমানের গভীরতা আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন কেউ তাকে ক্ষতি করতে পারে না।

উমর (রাঃ)-এর দিক-নির্দেশনা :

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদানের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে জিহাদের জন্য সারিয়া নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। জুম'আর খুৎবায় হঠাৎ উমর (রাঃ) বলে উঠলেন, হে সারিয়া! পাহাড়, পাহাড় অর্থাৎ তোমরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তারপর মুসলিমগণ তথায় অবস্থিত পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। তাই শত্রুরা শুধুমাত্র একদিক দিয়ে আক্রমণ করার সুযোগ পেল। শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং তাঁরা জয়লাভ করলেন।[১]

জুমু'আর খুৎবাহ চলাকালীন উমর (রাঃ)-এর কথায় অনেকে বিষয়টি না বুঝতে পারলেও সারিয়ার কাছে সংবাদ পৌছে যায় এবং সারিয়া বিষয়টি বুঝতে পেরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উমর (রাঃ)-এর বিশেষ কারামত।

আবূ উবায়দাহ (রাঃ) :

মহান আল্লাহর রহমতে রাসূল (সাঃ) যেসকল অনুগত সাথী পেয়েছিলেন আবূ উবায়দাহ (রাঃ) তাদের মাঝে অন্যতম। তাঁর দক্ষতা ও বীরত্ব দেখে খলীফা চার হাজার দিনার সম্মানী দিতে চাইলে তিনি নিতে রাজি হননি। তিনি খলীফাকে জানিয়ে দিলেন মেহনত করেছি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তিনি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। তাঁর আচরণ ও উদারতা দেখে সিরিয়া ও জর্দানের স্থানীয় লোকেরা মুগ্ধ হয়ে যায়। ফলে এসব এলাকার খ্রীস্টান ও মুশরিকগণ দলে দলে ইসলাম কবুল করেন।[২]

---

১ রেজাউল করিম, আল-মাদানী, **বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা**, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ২৭৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, (ঢাকা : ই.ফা.বা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা, ২০০৫), ৭ম খন্ড, পৃ. ২৩৯

২ আবূ কাব আনীসুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার, **তাজকিরায়ে সাহাবা**, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরি, ২০১৭), পৃ. ৯৪

উসমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ :

নবীদের পর সর্বোত্তম মানুষ আল্লহর ওলী হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তিনি একদিন উসমান (রাঃ)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন। আবূ বকর (রাঃ) উসমানকে লক্ষ্য করে বললেন, উসমান! তুমি ভদ্র মানুষ, তুমি তো ধীরস্থির। আমাদের জাতি যে মূর্তি পূজা করে এর কোন মানে আছে? এরা শুনতে পায় না মানুষের কোন উপকার করতে পারে না। এগুলো নিথর পাথর। উসমান বলল: আপনার কথা সঠিক। অতঃপর রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] অন্যত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

শাহ মাখদুম তাবরেজী :

ইসলাম প্রচারে যাদের অবদান রয়েছে তাদের মাঝে অন্যতম হলেন শাহ মাখদুম তাবরেজী। তিনি পশ্চিম বঙ্গের পান্ডুযায় একটি মসজিদ ও একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কারামত দেখে শত শত লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[৩]

শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা :

আল্লামা শায়খ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন-এর রাজত্বকালে রাশিয়ার বোখারা হতে দিল্লীতে আগমন করেন। তাঁর শিক্ষা আধ্যাত্মিকতার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর শিক্ষা ও কারামতে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হন এবং কুরআন হাদীসের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান এতে ভীত হয়ে তাকে বাংলার সোনারগাঁয়ে চলে যেতে নির্দেশ করে। সোনারগাঁয়ে এসে একটি মসজিদ ও একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্ব প্রথম বাংলায় বুখারী পাঠদান শুরু করেন।[৪]

উপমহাদেশে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সহীহ বুখারীর দারস প্রদান করেন।

শাহজালাল (রহ:) :

ইসলাম প্রচারের জন্য জন্মস্থান ত্যাগ করে মাত্র বারোজন সাথীসহ সুদূর ইয়ামন হতে অতিকষ্ট করে হিন্দুস্থানে এসে পৌছেন। অতঃপর ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন। তখন গৌড়ের রাজা গোবিন্দ। এই রাজা মানুষের প্রতি যুলুম করত। সে চরিত্রহীন ছিল।

---

১ যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ডক্টর, **উসমান ইবনু আফ্ফান**, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ৩০

২ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ডক্টর, **আসহাবে রাসূলের জীবনকথা;** (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬), ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪

৩ নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ:), মাওলানা, **হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, পুনর্মুদ্রণ ২য়, (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ, ২০০৮), পৃ. ২০০

৪ **পূর্বোক্ত**, পৃ. ২০০

সিলেটের বুরহান উদ্দিন সন্তানের আশায় আল্লাহর জন্য গরু কুরবানীর মানত করলেন। সে সময় গরু কুরবানী করা নিষিদ্ধ ছিল। আইন অমান্য করায় তার হাত কেটে দিল ও নবজাতক সন্তান দেবতার নামে বলি দিল। এই সংবাদ জানতে পেরে হযরত শাহজালাল আল্লাহর গোপন শক্তিবলে গৌড় রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করলে গৌরগোবিন্দ আত্মসমর্পন করে। ফলে ইসলাম প্রচারের কাজ চতুর্দিকে আরো ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়।[১] দীর্ঘদিন ধর্মপ্রচারের পর ১৩৪৬ সালে তিনি সিলেটে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

কুতুবুদ্দীন আউলিয়া :

ইসলাম প্রচারের কাজে যেসকল ওলীগণ সময়, শ্রম, মেধা ও সর্বাত্তক চেষ্টা করে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়েছেন, কুতুবুদ্দীন আউলিয়া তাদের মাঝে অন্যতম। কথিত আছে, এই মনীষীর দাওয়াতী কাজের ফলে মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে অন্তত চব্বিশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছে। তাঁর আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত নম্রতাপূর্ণ।[৩]

মাঈনুদ্দিন চিশতী (রহ:) :

ইসলাম প্রচারের জন্য যেসকল মনীষী জন্মস্থান ত্যাগ করেছেন, মাঈনুদ্দিন চিশতী (রহ:) তাদের মাঝে অন্যতম। তিনি ইরান থেকে ভারতবর্ষের আজমীরে এসে হাজির হন। তৎকালীন রাজা পৃথ্বীরাজের প্রবল প্রতাপকে ধূলিস্মাৎ করার সাধ্য কারো ছিলনা। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাঁর মাধ্যমে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪] প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁর বক্তব্যে একদিনে প্রায় ৯০ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার মাধ্যমে কিভাবে হবে তা মহান আল্লাহ ভালভাবে জানেন।

---

১ ফরিদ উদ্দিন আত্তার, (অনু:) মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন, **তাযকিরাতুল আউলিয়া**, (ঢাকা: সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৪৩০-৩৪

২ মোঃ খায়রুল এনাম, **বাংলাদেশ ও আধুনিক বিশ্ব**, সর্বশেষ সংস্করণ, (ঢাকা : সাহিত্যকোষ, ২০০২), পৃ. ২৯৩

৩ **তাযকিরাতুল আউলিয়া**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

৪ মতিউর রহমান, মুন্সি, সম্পাদিত, **মাসিক খুৎবা**, বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, (ঢাকা : তাজউদ্দিন আহমদ স্মরণী, এপ্রিল, ২০১৭), পৃ. ২০

আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) :

ইসলাম প্রচারে যেসকল ওলীদের অবদান রয়েছে আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ওয়াজ নসীহতে অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ের কারামত দেখে বহু মানুষ সঠিক ইসলামের দিক নির্দেশনা খুঁজে পায়। উল্লেখ থাকে যে, তাঁর সম্পর্কে অতি বাড়াবাড়ি কিছু কথা সমাজে চালু আছে যা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তিনি উঁচুস্তরের ওলী ছিলেন। তিনি বলতেন, ভালবাসার কোন জলাধার নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি অতি সুস্বাদু এবং উত্তম বস্তু পেয়েছি। আমি মিষ্টি কণ্ঠের বুলবুলি আর দ্রুত গমনে আমি যেন শিকারী ঘোড়া[১]

ইসলাম প্রচার করার কাজে অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যারা মেহনত করেছেন মহান আল্লাহ্ তাদের মেহনত কবুল করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে অনুগত বান্দা হিসাবে কবুল করেছেন। অন্যথায় শত বাঁধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গিয়ে ইসলামে দাওয়াত দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতনা।

---

১ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৪৪৪; মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মাওলানা, **মোযেযা'য়ে আম্বিয়া**, ৩য় মুদ্রণ, (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ১৩২

অধ্যায় ঃ ৭
মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল কারামতসমূহ

কারামতে সাহাবী :

আবূ বকর (রাঃ)-এর খাবারে বরকত :

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهما جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ ، فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ . قَالَ مَا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَى ، فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ لاَ يَطْعَمُهُ ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنْثَرُ . فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الأَضْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا .[১]

আবদুর রহমান ইবনু আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আবূ বকর (রাঃ) তাঁর একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে এলেন এবং সন্ধ্যার সময় নবী (সাঃ)-এর কাছে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে মা তাঁকে বললেন, আপনি মেহমানকে, কিংবা বললেন, মেহমানদের (ঘরে) রেখে (এতো) রাত কোথায় আটকা পড়েছিলেন? তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন, আমি তাদের সামনে খাবর দিয়েছিলাম কিন্তু তারা, বা সে তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন আবূ বকর (রাঃ) রেগে গাল মন্দ করলেন ও বদ্ দু'আ করলেন। আর শপথ করলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। আমি লুকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ওরে মূর্খ! তখন মহিলা (আমার মা) কসম করলেন যে, যে পর্যন্ত তিনি না খাবেন ততক্ষণ মাও খাবেন না। এদিকে মেহমানটি বা মেহমানরাও কসম খেয়ে বসলেন যে, যে পর্যন্ত তিনি না খান, সে পর্যন্ত তারাও খাবেন না। তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেন, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শয়তান থেকে। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন। আর তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। কিন্তু তারা খাওয়া আরম্ভ করে যতবারই 'লুকমা' উঠাতে লাগলেন, তার নিচে থেকে তার চেয়েও অধিক খাবার বাড়তে লাগলো। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে বানী ফেরাসের বোন এ কী? তিনি বললেন, আমার চোখের

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৫

প্রাশান্তির কসম! এতো আমাদের পূর্বের খাবার থেকে এখন অধিক দেখছি। তখন সাবাই খেলেন এবং তা থেকে তিনি নবী (সাঃ)-এর নিকট কিছু পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বর্ণনা করেন যে, তা থেকে তিনিও খেয়েছিলেন।

মেহমানদারী করা সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। আলোচ্য হাদীস তার বাস্তব প্রমাণ।

মিকদাদ (রাঃ)-এর কারামত :

মিকদাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তিনটি ছাগল দেখিয়ে দিলেন দুধ দহন করার জন্য। নিয়মিত এভাবে দুধ দহন করে আমরা খেতাম ও রাসূল (সাঃ)-এর জন্য রেখে দিতাম। একদিন শয়তান আমাকে ধোঁকায় ফেলে। রাসূল (সাঃ) খেয়ে আসবে ভেবে আমি বাকি দুধ খেয়ে নেই। অতঃপর শয়তান বলল, তুমি রাসূল (সাঃ)-এর অংশ খেয়ে ফেলেছ, রাসূল (সাঃ) যখন গৃহে ফিরে দুধ পাবেন না তখন তোমার জন্য বদদু'আ করবেন। এ কথা বলে চলে গেল। সাহাবী অস্থির হয়ে গেলেন। রাসূল (সাঃ) যখন ঘরে প্রবেশ করে দুধ না পেয়ে আকাশের দিকে তাকালেন আমি ভাবলাম এখনই আমার জন্য বদদু'আ করবেন। আমি তাড়াতাড়ি চাদরমুড়ি দিয়ে ছুরী হাতে বকরীর কাছে গেলাম। হঠাৎ দেখি একটি বকরীর ওলানে দুধে পরিপূর্ণ। বড় একটি পাত্র নিয়ে দুধ দহন করে রাসূল (সাঃ)-এর সামনে পেশ করে পান করতে বললাম। রাসূল (সাঃ) পান করলেন। আমি আবার পান করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি পান করে আমাকে পান করতে দিলেন। আমি ঘটনা রাসূল (সাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত।[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করলে, এভাবে মহান আল্লাহ অকল্পনীয় সাহায্য করেন। বকরীর ওলানে দুধ আসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মিকদাদ (রাঃ)-এর জন্য বিশেষ কারামত।

রাসূল (সাঃ)-এর গোলাম সাফীনা (রাঃ)-এর কারামত :

রোমকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর মুক্তদাস সাফীনা (রাঃ) বন্দী হয়। পরবর্তীতে তিনি পালিয়ে এসে অথবা যে কোন কারণে মূল বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। এমন সময় একটি বাঘ তাঁর দিকে ধেয়ে আসে। তখন তিনি বললেন, হে আবুল হারেস! আমি রাসূল (সাঃ)-এর গোলাম। আমি এই সমস্যায় আছি। এ কথা শুনে বাঘটি মাথা নিচু করে আমার পাশে গা ঘেঁষতে লাগল। অতঃপর সে আমাকে পথ দেখিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে মূল সেনাবাহিনীর নিকট আমাকে পৌছে দিল। বিদায়ের সময় সে হামহুম শব্দের মাধ্যমে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।[২]

---

১ সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৪; রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জিযা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

২ সীরাতুর রাসূল (সাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৪

যুগে যুগে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করেছেন। বাঘ না খেয়ে অভিবাদন জানায়। নিশ্চয়ই এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহাবীর জন্য বিশেষ কারামত প্রকাশ পেয়েছিল।

আবূ দারদা ও সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কারামত :

আবূ দারদা ও সালমান ফারসী (রাঃ)-এর বিশেষ কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা যে দস্তরখানায় খাবার খেতেন সেই দস্তরখানার খাদ্যগুলোও আল্লাহর হাম্‌দ বা প্রশংসা করত।[১]

সা'দ (রাঃ)-এর দু'আ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْداً إِلَى عُمَرَ رضى الله عنه فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، أُصَلِّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِى الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِى الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِى عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِى دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِى فِى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ .[২]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে উমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার (রাঃ)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সলাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবূ ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি

১ রেজাউল করিম মাদানী, **বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
২ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৪

নাকি ভালরূপে সলাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সলাতের অনুরূপই সলাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি ইশার সলাত আদায় করতে প্রথম দু' রাক'আত একটু দীর্ঘ ও শেষের দু' রাক'আত সংক্ষেপ করতাম। উমর (রাঃ) বললেন, হে আবূ ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। অতঃপর উমর (রাঃ) কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রাঃ)-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনু আব্স গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইবনু কাতাদাহ নামে এক ব্যক্তি যাকে সা'দাহ বলে ডাকা হত– দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছ, সা'দ (রাঃ) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, মনে রেখ, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি : হে আল্লাহ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং অপপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে– (১) তার আয়ু বৃদ্ধি করে দাও, (২) দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং (৩) তাকে ফিতনায় সম্মুখিন করুন। পরবর্তীতে দেখা গেল অত্যন্ত বার্ধ্যকের কারণে চোখের উপরে ভ্রূগুলি লটকে পড়েছে, রাস্তায় মেয়েদেরকে উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি দিত যা সা'দ (রাঃ)-এর দু'আ কবুল হওয়ার ফল।

কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা আদর্শ মুসলিমের কাজ নয়। মিথ্যা অভিযোগের ফলে নিজেই বিপদে পতিত হলেন।

সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-এর দু'আ :

ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ؛ أَنَّ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسُ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا.

قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا. ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.[১]

উরওয়াহ (রহ.) হতে বর্ণিত, আরওয়া বিনতু উওয়াইস সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ)-এর ওপর দাবি করেন যে, তিনি আরওয়ার জমির কিছু অংশ জবর দখল

১ মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, **সহীহ মুসলিম**, (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তাবি), ২য় খন্ড, পৃ. ৩২

করেছেন। সে মারওয়ান ইবনু হাকাম-এর (উমাইয়্যাহ শাসক) নিকট এর বিচার দাবি করে। সা'ঈদ বললেন, আমি কী রাসূল (সাঃ)-এর থেকে ঐ কথা শোনার পরে তার জমির কিছু অংশ জবর দখল করতে পারি? তিনি বললেন, আপনি রাসূল (সাঃ) থেকে কী কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জোরপূর্বক দখল করবে তাকে সাত স্তর পর্যন্ত জমির বেড়ি (তার গলায়) পরিয়ে দেয়া হবে। মারওয়ান বললেন, এরপর আপনার নিকট আর প্রমাণের কথা জিজ্ঞেস করব না। এরপর সা'ঈদ বললেন, হে আল্লাহ! আরওয়া যদি মিথ্যাবাদিনী হয় তবে তার দু' চক্ষু অন্ধ করে দিন এবং তার জমিতে তাকে মৃত্যু দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। পরে তার জমিতে চলার সময় হঠাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়।

অন্যের জন্য বিপদ খুঁজলে সেই বিপদে নিজেই পতিত হতে হয়।

হিংস্র বাঘ কথা শুনে :

সাফীনা (রাঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে নদীর তীর ধরে হাঁটছিলেন; হঠাৎ করে একটি বাঘ দাঁত বের করে তাদের দিকে তেড়ে আসে। সাফীনা (রাঃ) বাঘকে লক্ষ্য করে বলল, আমি আল্লাহর গোলাম রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী ও খাদেম তারা আমার সাথী। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে তুমি কিছুই করতে পারবে না। এ কথা শুনে বাঘ তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল।[১]

আল্লাহর ওলীদের কথা হিংস্র বাঘও শুনে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা সেই সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওলী হওয়ার চেষ্টা করি না। কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কাজ করলে কখনো ওলী হওয়া যায় না।

বিখ্যাত তাবেয়ী সিলাহ ইবনু আশইয়াম (রহ:) একবার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হলেন। রাত হয়ে যাওয়ায় কোন এক জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। তিনি একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় শুরু করলেন। হঠাৎ করে জঙ্গলের এক বাঘ তার দিকে এগিয়ে এল। তিনি সলাত ত্যাগ করলেন না। বাঘ তার চার দিকে ঘুরতে লাগল। এক সময় তিনি সলাত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে বাঘকে বললেন, আমাকে হত্যা করার জন্য যদি তোমাকে আদেশ করা হয়ে থাকে তাহলে তুমি বাস্তবায়ন কর। অন্যথায় এখান থেকে চলে যাও। যাতে আমি আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলতে পারি। বাঘ এ কথা শুনে লেজ গুটিয়ে শান্তভাবে চলে যায়।[২]

---

১ আয়েয আল কারনী, ডক্টর, (অনু:) মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, **হতাশ হবেন না**, (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৭), পৃ. ৫৪৪

২ **হতাশ হবেন না**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত ছিল। না হয় বাঘ কারো কথা শুনে চলে যেতে পারে না। আল্লাহ তাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সাহাবীর সাথে আলো :

রাসূল (সাঃ)-এর দরবার থেকে দু'জন সাহাবী বের হলেন বাড়ি যাওয়ার জন্য। কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আল্লাহ আলোর ব্যবস্থা করেন।

أَنَسٌ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ ، يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ [১]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ)-এর দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে নবী (সাঃ)-এর নিকট হতে বের হলেন, তখন তাদের সঙ্গে দু'টি বাতির মত কিছু তাদের সম্মুখভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটি বাতি চলতে লাগল। তাঁরা নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত।

মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে এমন গায়েবী সাহায্য করেন যা বান্দা নিজে জানে না। দুই সাহাবীর অন্ধকারে পথ চলতে আলোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বিশেষ কারামত।

উমর (রাঃ)-এর মর্যাদা :

রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম সাহাবী দ্বিতীয় খলীফা উমর (রাঃ)-কে মহান আল্লাহ এত বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন যে, যখনই উমর (রাঃ) কোন বিষয়ে বলত যে, আমার মনে হয় এটা এমন হবে। বাস্তবে তাই হত।[২]

উম্মতের মাঝে দ্বিতীয় সম্মানিত ব্যক্তি হলেন উমর (রাঃ)। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে বহু কারামত প্রকাশ করেছেন।

খুবাইব (রাঃ)-এর কারামত :

খুবাইব, যায়দ বিন দাসিনাহ ও আব্দুল্লাহ বিন তারিক মুশরিকদের হাতে বন্দী হয়। প্রথমে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে শহীদ করা হলো। পরবর্তীতে অন্য দুই সাহাবীকে মক্কার বাজারে বিক্রি করে দেয়। বদর যুদ্ধে খুবাইব (রাঃ) হারেসকে হত্যা করেছিল। আর ঐ হারেসের লোকেরা তাঁকে ক্রয় করে বন্দী করে রাখে। পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, হারেসের কন্যা পরবর্তীতে মুসলিম হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর

---

১ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৩

২ আব্দুল হামীদ ফাইযী, **হাদীস সম্ভার**, (রাজশাহী : ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০১৫), ২য় খন্ড, পৃ. ২৯২

কখনো দেখিনি। একদিন আমি আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না।[১]

যে সময়ে মক্কায় ফল পাওয়া যায় না; অথচ সেই সময়ে খুবাইব (রাঃ)-এর আঙ্গুর খাওয়া নিশ্চয়ই এটা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খুবাইব (রাঃ)-এর বিশেষ কারামত।

বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া :

উমর (রাঃ)-এর সময়ে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। এতে সকলেই অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন উমর (রাঃ) আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব[২] এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করলে মহান আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ فَيُسْقَوْنَ .[৩]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, উমর (রাঃ) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর ওয়াসীলাহ নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবী (সাঃ)-এর ওয়াসীলাহ নিয়ে দু'আ করতাম, তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে; এখন আমরা আমাদের নবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর ওয়াসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।

রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আল্লাহর অনুগত প্রিয় বান্দা। তাঁর বরকতে আল্লাহ বৃষ্টি দিয়েছিলেন। যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।

মু'মিনের কারামত :

এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়ে সময়মত দিতে ব্যস্ত হয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকা না পেয়ে কাঠের খন্ডে ঢুকিয়ে আল্লাহর নামে নদীতে নিক্ষেপ করলে মহান আল্লাহ প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

১ **হাদীস সম্ভার**, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯১

২ **আবদুল মুত্তালিব** : কুরাইশ বংশের নেতা। কাবা ঘরের দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি হলেন রাসূল (সাঃ)-এর দাদা।

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ « أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَالَ ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ . فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً . قَالَ فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ . قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً . قَالَ صَدَقْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا ، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِى أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً ، فَأَخَذَ خَشَبَةً ، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَناً أَلْفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً ، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِى لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا . فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَباً ، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهَ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِى فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَباً ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِى أَتَيْتُ فِيهِ . قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَىْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِى جِئْتُ فِيهِ . قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِى بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِداً » .[১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর (ঋণদাতা) বলল, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র

১ সহীহ বুখারী; হাদীসের গল্প, গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা. ২০১২), পৃ. ২০-২১

তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসেবে যথেষ্ট। এতে সে রাজী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাজী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখন্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখন্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়তো বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখন্ডটির ওপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখন্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ি নিয়ে এল। যখন সে তা চিড়ল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে এসে হাযির হল এবং বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরার ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এলো।

আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য বিপদে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত সাহায্য আসে। আলোচ্য হাদীস বাস্তব প্রমাণ।

আল্লাহর প্রিয় বান্দার জন্য বিশেষ বৃষ্টি :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ. فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ. فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ. فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ. لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. لِاسْمِكَ. فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ". [১]

১ সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, ২খন্ড, পৃ.৪১১; হাদীসের গল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে নবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক লোক কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সাথে সাথে ঐ মেঘখন্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল যিনি কোদাল দিয়ে পানি বাগানের সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দেখে সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তিনি মেঘখন্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জানতে চাইলে কেন? উত্তরে সে বলল, যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর বলল, তুমি এ বাগানের ব্যাপারে কি করো? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ সদাকাহ করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি।

আল্লাহর রাস্তায় দান করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। বাগানের মালিকের জন্য বিশেষ বৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।

সালমান ফারসী (রাঃ) :

আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন সালমান ফারসী (রাঃ)। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করতেন। যা কিছু উপার্জন করতেন তা দিয়ে মাছ অথবা গোশত খরিদ করে আনতেন। অতঃপর কুষ্ঠরোগীদেরকে দাওয়াত দিয়ে এনে তাদের পাশে বসে একত্রে খানা খেতেন।[১]

কুষ্ঠরোগীদের সাথে ওঠাবসা ও খাদ্য গ্রহণের পরেও সালমান ফারসীর কিছু হয়নি। নিশ্চয়ই এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।

উসাইদ বিন হুযাইর (রাঃ) :

মহান আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগত সাথীদের মাঝে অন্যতম হলেন উসাইদ বিন হুযাইর (রাঃ)। তিনি সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সূরা কাহফ পড়ার সময় আকাশ হতে আলোসহ মেঘ নেমে আসত। অর্থাৎ ফিরিশতা শুনতে আগমন করত।[২]

---

১ হুসাইন বিন সোহরাব, (সম্পাদিত), **মাসিক আল মাদানী**, ২য় বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা, (ঢাকা : হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, জুন, ২০০৪), পৃ. ২৮

২ **বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

দুনিয়ার কারো কথায় ফিরিশতা আগমন করে না। সাহাবীর তিলাওয়াত শুনতে ফিরিশতা আগমন করা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।

সমুদ্রের মাছ খাদ্য :

রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের কোন এক সফরে খাদ্য ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ সাহাবীরা সমুদ্রের কিনারায় বড় একটি মাছ দেখতে পান। এটি তারা ১৮দিন পর্যন্ত খেয়েছেন। যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ ، فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ ، فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ مَا تُغْنِى عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ . ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا .[১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমুদ্র তীর অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবায়দা ইবনু জাররাহ (রাঃ)-কে তাদের সেনাপতি নিয়েগ করলেন। এ বাহিনীতে তিনশ' লোক ছিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। কিন্তু মাঝপথেই আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আবূ উবায়দা (রাঃ) দলের সকলকে নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ দিলেন। তাই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর জমা করা হল। আবূ উবায়দা (রাঃ) প্রতিদিন আমাদের এই খেজুর হতে কিছু কিছু করে খেতে দিলেন। অবশেষে তাও শেষ হওয়ার উপক্রম হল এবং জনপ্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (রাবী বলেন) আমি [জাবির (রাঃ)-কে] বললাম, একটি খেজুর কি যথেষ্ট হত। তিনি বললেন, তার মূল্য তখন বুঝতে পারলাম, যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একট মাছ আমরা পেয়ে গেলাম এবং এ বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই মাছ হতে খেল। তারপর আবূ উবায়দা (রাঃ)-এর আদেশে সে মাছের পাঁজর হতে দু'টো কাঁটা দাঁড় করানো হল। তারপর তিনি হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। এরপর উট তার পাঁজরের নিচ দিয়ে চলে গেল কিন্তু উটের দেহ সে দু'টো কাঁটা স্পর্শ করল না।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৮

অল্প সময়ে সুরিয়ানী ভাষা আয়ত্ব :

রাসূল (সাঃ)-এর অনুগত সাহাবীদের মাঝে অন্যতম যায়েদ বিন ছাবিত। অল্প সময়ে কুরআনের ১৭টি সূরা মুখস্থ করে রাসূল (সাঃ)-কে শুনিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হন। তাঁর মা তাঁর মেধা সর্ম্পকে যা বলেছিল বাস্তবে দেখা গেল এর চেয়ে বেশি। নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সুরিয়ানী ভাষা জান? যায়েদ বলল, না। নবী (সাঃ) তাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখতে নির্দেশ দিলেন। যায়েদ (রাঃ) মাত্র ১৭দিনে সুরিয়ানী ভাষা আয়ত্ব করেন।[১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে যায়েদ (রাঃ–এর প্রতি এটি খাস রহমত। যার কারণে অল্প সময়ে সুরিয়ানী ভাষা শিখা সম্ভব হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে যায়েদ (রাঃ)-এর বিশেষ কারামত।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) :

তাতারী সম্রাট কাজানের ভয়ে দামেস্ক শহরের মানুষ পালাতে শুরু করল। তখন ইবনু তাইমিয়া কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রস্তাব নিয়ে সম্রাট কাজানের সামনে হাজির হয়। কাজানের সামনে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিশাল বক্তব্য পেশ করেন। কাজান বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হলেন। কাজান ইমামকে দু'আ করতে বললেন। দু'আতে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধের পিছনে কাজানের যদি হয় তোমার দ্বীনকে সাহায্য করা, তাহলে তুমি তাকে সাহায্য কর। আর যদি রাজত্ব লাভ বা লোভ লালসা থাকে তুমি তাকে ধ্বংস কর। আশ্চর্যের বিষয় হল ইবনু তাইমিয়া দু'আ করছেন আর কাজান আমীন আমীন বলছেন।[২]

সম্রাটের বিরুদ্ধে দু'আ করা আর সম্রাট আমীন আমীন বলা নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা ছিল বিশেষ কারামত। সম্রাট ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

উয়াইস আল কারনী :

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাঝে অন্যতম ছিলেন উয়াইস আল কারনী। উমর (রাঃ) ইয়ামানের সাহায্যকারী দল আসলেই উয়াইস আল কারনকে তালাশ করতেন। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ ইয়ামানের সহযোগী দলের সাথে উয়াইস তোমাদের নিকট আসবে। তার কুষ্ঠরোগ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে মুক্তি দিবেন, কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণ বাকী থাকবে। সে তার মায়ের অনুগত। সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে তা আল্লাহ পূরণ করে দেন। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমার গুনাহ মাফের জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করিয়ে নিও।

---

১ তাজকিরায়ে সাহাবা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

২ আবদুল্লাহ ফারুক, ডক্টর, (সম্পাদিত) **মাসিক তর্জমানুল হাদীস**, ৩য় পর্ব, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকা : আল হাদীস প্রিটিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর, ২০১৫), পৃ. ৬৩

তাকে দিয়ে উমর (রাঃ)-এর অপরাধের ক্ষমা চেয়ে দু'আ করতে বললে, সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে। পরবর্তীতে সে কূফায় বসবাস করে।[১]

জান্নাতের সনদ প্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম হলেন উমর (রাঃ)। তথাপি উয়াইসের মাধ্যমে নিজের গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করিয়ে নিয়েছেন।

শাহজালাল (রহ:)-এর জায়নামাজ :

শাহজালাল (রহ:) যখন গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিলেটে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন সুরমা নদীতে কোন নৌকা বা পারাপারের কোন ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে গেল। প্রসিদ্ধ আছে, তখন তাঁর হরিণের চামড়ার জায়নামাজ পানির ওপর বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সেনাবাহিনী ছিল তাঁর পিছনে। খুব সহজে সুরমা নদী পার হয়ে গেলেন।[২]

সামান্য খাবার অধিক লোকে খাওয়া :

গাযী মার্জ্জুম হোসেন সাতক্ষীরার কোন এক মাহফিলে হাজির হন। তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি এই সামান্য খাবার নিজ হাতে শত শত শ্রোতাকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ান। তাঁর এই কারামতে মুগ্ধ হয়ে পুরো গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষ কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হয়ে যায়।[৩]

সামান্য খাবার দিয়ে অধিক লোককে মেহমানদারী করানো এটি নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত ছিল।

আযানের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ :

জনৈক ইহুদী নারী ২০০৫ সালে এক সফরে কানাডা হতে ভারতে আসেন। তখন ছিল রামাযান মাস। ভোর বেলায় আযানের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সাথে সাথে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আযানের ধ্বনি শুনেন এবং বিমুহিত হয়ে পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির নিলয়ে একাত্মতার শান্তিময় অনুভূতি নিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সান্দ্রা পরবর্তীতে নাম রাখেন সালমা।[৪]

মহান আল্লাহ কাকে কিসের মাধ্যমে হিদায়াত দিবেন তা জানা সম্ভব নয়। এই সান্দ্রাকে আযানের ধ্বনি দিয়ে বিমুহিত করে দিলেন।

---

১ **সহীহ মুসলিম; হাদীসের গল্প**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
২ **তাযকিরাতুল আউলিয়া**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮
৩ **আহলে হাদীস আন্দোলন**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩
৪ আবদুর রশীদ আখতার, (সম্পাদিত), **তাওহীদের ডাক**, ২২তম সংখ্যা, (রাজশাহী : বা.আ.যু. প্রকাশনা বিভাগ, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৫), পৃ. ৪১

আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) :

এই বাংলায় অবস্থানকারী ওলীগণের অন্যতম হলেন আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)। তাঁর বক্তব্য ও কুরআন হাদীস চর্চায় বহু মানুষ দ্বীনের পথ খুঁজে পেয়েছে। তাঁর জীবনে অসংখ্য কারামত সংগঠিত হয়েছে। তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। কারো কাছে কিছু চাওয়াকে পছন্দ করতেন না। এমনকি সততার পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার করেন। ছাত্র অবস্থায় কোলকাতা থেকে দিনাজপুর নিজবাড়িতে যাওয়ার সময় ইংরেজ দম্পতির একটি মূল্যবান ব্যাগ পেলেন। যা তারা ভুলে রেখে চলে যায়। পরবর্তীতে তিনি কোলকাতা গিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ব্যাগটি প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেন। সততার পুরস্কার হিসাবে ১০/১২ হাজার টাকা দিলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ দম্পতি তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাবতীয় খরচ দিয়ে বিলেতে পাঠাতে চাইলে তাতেও তিনি রাজি হননি। তিনি বলেন, বিদেশে চলে গেলে ইসলামের সেবা করা সম্ভব ছিল না।[১]

বিশ্বস্ত সূত্রে আব্দুল্লাহেল কাফি সাহেবের কারামত সম্পর্কে জানতে পারা যায় যে, তিনি ট্রেনযোগে সফরে যাচ্ছিলেন। ময়মনসিংহ স্টেশনে ট্রেন থামলে, তিনি চালককে সলাত আদায়ের জন্য কিছুক্ষণের বিরতি দিতে বলেন; কিন্তু চালক রাজি হননি। তিনি কিছু লোকদেরকে নিয়ে মসজিদে সলাত আদায় করতে চলে গেলেন। চালক অনেক চেষ্টা করেও ট্রেন চালাতে সক্ষম হননি। সলাত শেষে ট্রেনে উঠার সময় চালককে তিনি ট্রেন চালাতে নির্দেশ দিলে, ট্রেন স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করে।[২]

মহিলাদের কারামত :

শুধু যে পুরুষের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পেয়েছে তা নয়; বরং মহিলাদের মাধ্যমেও বহু করামত প্রকাশ পেয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা :

ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর স্ত্রী সারাকে নিয়ে সফরে বের হয়েছিলেন তখন জালিম বাদশাহ সারার প্রতি খারাপ দৃষ্টি পড়ে। আল্লাহ সারাকে রক্ষা করেন। যা বুখারীর হাদীসে বিস্তারিত এসেছে–

---

১ স্মরণিকা, সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকা : মাদরাসাতুল হাদীস, ২০০৯), পৃ. ৩৬

২ তথ্যদাতা : অধ্যাপক মুহাম্মদ সুরুজ জামান, জামালপুর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ ، هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ، مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي . ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي ، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ . فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ . فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ » . قَالَ الأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ . فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي ، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَاناً ، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ . فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً .[১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হল যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম, তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা ওযু করে সলাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার ওপর এবং তোমার রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার ওপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৫

বললেন আয় আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এই বাঁদী হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে।

অত্যাচারী শাসক সারার ইজ্জত নষ্ট করতে চেয়েছিল; কিন্তু সারার ইজ্জত মহান আল্লাহ রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এটা ছিল বিশেষ কারামত।

গলার হার চিলের দিয়ে যাওয়া :

জনৈক দাসী গলার হারের কারণে লজ্জিত হন। সে চুরি করেছে এমন অপবাদ দেয়া শুরু করে তাকে তল্লাশী করে, এমনকি তার লজ্জাস্থানেও তালাশ করে। একটি চিল ওপর থেকে হারটি সবার সামনে ফেলে দেয়। অতঃপর মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। যা বুখারীর হাদীসে বিস্তারিত রয়েছে–

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। অতঃপর সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার ওপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে, সে হারটা হয়ত নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে, অতঃপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার ওপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে, তারা আমার ওপর তল্লাশী শুরু করল, এমন কি আমার লজ্জাস্থানেও। দাসীটি বলেছে : আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ান ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে : তাদের সামনে তা পড়ল। তখন আমি বললাম, তোমরা তো এর জন্যেই আমার ওপর দোষ চাপিয়েছিলে। তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে, সে রাসূলুল্ল-হ্ (সাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। আয়িশা (রাঃ) বলেন, তার জন্যে মাসজিদে (নবাবীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেয়া হয়েছিল। আয়িশা (রাঃ) বলেন, সে (দাসীটি) আমার নিকট আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। সে আমার নিকট যখনই বসত তখনই বলত ঃ

"সেই হারের দিনটি আমার প্রতিপালকের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ।
জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের শহর হতে মুক্তি দিয়েছে।"

আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ কি ব্যাপার, তুমি আমার নিকট বসলেই যে এ কথাটা বলে থাকো? আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ সে তখন আমার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলো।[১]

মহান আল্লাহ কাউকে সম্মানিত করতে চাইলে, কেউ তাকে অসম্মান করতে পারে না। আলোচ্য হাদীস তার প্রমাণ।

মারইয়াম (আঃ) :

মহান আল্লাহ যে সকল নারীগণের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ ঘটিয়েছেন মারিয়াম (আঃ) তাদের অন্যতম। তাঁর অসংখ্য কারামত ছিল। খেজুর গাছ হতে তাজা খেজুর খাওয়ার ঘটনাটি ছিল বিস্ময়কর। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً[২]

–তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ড নাড়া দাও, তা থেকে তোমার ওপর সুপক্ক তাজা খেজুর পতিত হবে।[২]

একজন শক্তিশালী পুরুষের পক্ষেও খেজুর গাছ ধাক্কা দিয়ে নাড়ানো সম্ভব নয়। সেখানে একজন নারীর ধাক্কায় তাজা খেজুর নিচে পড়ার বিষয়টি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মারিয়ামের জন্য বিশেষ কারামত।

মূসা (আঃ)-এর মা :

মূসা (আঃ)-এর জন্মের পর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে যখন মূসা (আঃ)-এর মা চিন্তিত ছিলেন, তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম[৩] করে তাকে শান্তনা প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى - أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي[৪]

–যখন আমি তোমার মাতার কাছে ইলহাম (অন্তরে কোন কিছু সৃষ্টি করে দেয়া) করলাম, যা ইলহাম করার ছিল। এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে

---

১ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬২

২ **আল-কুরআন**, ১৯ : ২৫

৩ **ইলহাম** : ইলহাম শব্দের অর্থ প্রক্ষেপণ। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে কোন ব্যক্তির প্রতি ইলহাম হতে পারে। ইলহাম হওয়ার জন্য নবী হওয়া শর্ত নয়। আল্লাহ মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দ দু'টিই ইলহাম করে থাকেন। যেমন মূসার মা, ঈসার মা, খিযির, প্রমুখ নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি আল্লাহ ইলহাম করেছেন। [সীরাতুর রাসূল (সাঃ), পৃ. ৮৭]

৪ **আল-কুরআন**, ২০ : ৩৮-৩৯

আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার ওপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।

খাদীজাহ (রাঃ) :

খাদীজাহ (রাঃ) মহান আল্লাহর এত বেশি প্রিয় হয়েছিলেন যে, ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে সালাম দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ . فَإِذَا هِىَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ .[১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিবরাঈল (আঃ) নবী (সাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! ঐ খাদীজাহ (রাঃ) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।

আয়িশা (রাঃ)

মহিলাদের মাঝে আয়িশা (রাঃ)-এর মর্যাদা অনেক বেশি। যা বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত–

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ » .[২]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আয়িশা (রাঃ)-এর মর্যাদা নারীদের ওপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩৯ ; সহীহ মুসলিম,
২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩২

জিহাদে অংশগ্রহণকারী নারীর কারামত :

জনৈকা মহিলা মদীনায় বাড়িতে থাকেন। তিনি মুসলিম সেনাদলের সাথে জিহাদে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে তিনি ১২টি ছাগল এবং কাপড় বুননের একটি তাঁত বা মাকু রেখে গিয়েছিলেন। জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে বাড়ি এসে দেখেন ১টি ছাগল ও তাঁত বা মাকুটি নেই। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতিসহ প্রার্থনা করলে মহান আল্লাহ্ ২টি ছাগল ও ২টি মাকু ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর দয়ায় ১টি ছাগল ও ১টি মাকু অতিরিক্ত প্রদান করেন।[১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদে অংশ নেয়া মহিলার মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পেয়েছিল। নারীদের মাধ্যমেও মহান আল্লাহ কারামত প্রকাশ করে তাদের সম্মানিত স্তরে উন্নীত করেছেন।

উম্মে সালামাহ (রাঃ) :

মদীনাতে সর্বপ্রথম হিজরতকারী নারী হলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ)। তিনি যখন তাঁর বাচ্চাসহ মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন পথে বিপদের ভয় থাকলেও কোন সফরসঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করলেন না। তিনি নিরাপদে মদীনাতে পৌছে গেলেন।[২]

আল্লাহর পথে থাকলে আল্লাহ কোন না কোনভাবে তার বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। ভয়কে জয় করার ব্যবস্থা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কারামত।

ব্যতিক্রম ধরনের কারামত :

পাথর কথা বলবে :

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِى فَاقْتُلْهُ »[৩]

আবদুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ইহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন জয়লাভ করবে তোমরাই। স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এইতো ইহুদী আমার পিছনে, একে হত্যা করো।

---

১ মুহাম্মাদ ছালেহ আল মুনাজ্জিদ, (অনু.) মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, **আল্লাহ্র ওপর ভরসা**, (রাজশাহী: হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ৫২

২ **তাযকিরায়ে সাহাবা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

৩ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১০; মোঃ খায়রুল এনাম, **কিয়ামত আর কতোদূর**, [ঢাকা : প্রতিশ্রুতি প্রকাশনী, বাংলাবাজার, (যন্ত্রস্ত)], পৃ. ১৫৭

গাছ কথা বলবে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ ﷺ قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَ اللَّهالْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونِ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَو الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ».[১]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সঙ্গে ইহুদী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ না হবে। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহ্র বান্দা! এইতো ইহুদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসো তাকে হত্যা করো। কিন্তু 'গারক্বাদ' নামক গাছ দেখিয়ে দিবে না। কারণ এটি হচ্ছে ইহুদীদের সহায়তাকারী গাছ।

পাখি (আবাবিল) :

আবরাহা বাহিনী যখন কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল তখন মহান আল্লাহ এক ঝাক ছোট পাখি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। জনৈক হজ্জ পালনকারীর কাছ থেকে জানা যায় যে, ঐ পাখিগুলি এখনো কা'বা ঘরের নিকটে উড়তে দেখা যায়। ঐ পাখিগুলি ছাড়া অন্য পাখি কা'বার পাশে দেখা যায় না। হয়তোবা মহান আল্লাহ এই পাখির মাধ্যমে এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যেমনিভাবে আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে আজও কেউ যদি এই সাহস করে যে, কা'বা ঘর ধ্বংস করবে, তাহলে এই ছোট পাখি দিয়ে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। ২৪ ঘন্টা এই ছোট ছোট পাখিগুলি কা'বা ঘরের চতুর্দিকে উড়তে দেখা যায়। এ পাখিগুলি আবাবিল পাখি নামে মানুষের কাছে পরিচিত।[২]

দাজ্জাল :

কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আগমন ঘটবে। সে তার কর্মকান্ডে শয়তানের সহযোগিতা নিবে। শয়তান কেবল মিথ্যা ও গোমরাহী এবং কুফরী কাজেই সাহায্য করে থাকে।

---

১ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১০; **কিয়ামত আর কতোদূর**, পূর্বোক্ত, (যন্ত্রস্ত), পৃ. ১৫৭-১৫৮

২ মুহিউদ্দিন খান, (সম্পাদিত), **মাসিক মদীনা**, ৩৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (ঢাকা : মদীনা ভবন, মে, ২০০১), পৃ. ২৩

নবী (সাঃ) বলেন ঃ দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবেঃ আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানব। এ সুযোগে শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধরে সন্তানকে বলবেঃ হে সন্তান! তুমি তার অনুসরণ কর। সে তোমার প্রতিপালক।[১]

দাজ্জালের চলার গতি :

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ)-কে দাজ্জালের চলার গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাঁকিয়ে নিয়ে যায় দাজ্জালের চলার গতিও সে রকম হবে। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মদীনার লোকজন তাদের স্ত্রী, মাতা, কন্যা, বোন ও ফুফুকে রশি দিয়ে ভাল করে বেঁধে রাখবে। যাতে করে দাজ্জালের কাছে গিয়ে ঈমান হারা না হয়।[২]

শয়তানের ধোকা :

আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) কোন একদিন উপাসনায় লিপ্ত। হঠাৎ করে বড় আরশ দেখতে পেলেন। যেখান থেকে নূর প্রকাশিত হচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করে বলা হল আমি তোমার রব, অন্যের জন্য যা হারাম, তোমার জন্য তা হালাল। আবদুল কাদির জিলানী এ কথা শুনে বললেন, তুমি কি সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই? হে আল্লাহর শত্রু দূর হও। এ কথা বলার পর আরশের আলো অন্ধকারে পরিণত হল। শয়তান বলে গেল, দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকার কারণে আমার চক্রান্ত থেকে বেঁচে গেলে। আমি এই প্রক্রিয়ায় ৭০ ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেছি।[৩]

বিবিধ কারামত :

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর হিজরতের পথে যত বাধা :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا[৪]

আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন গুহায় আত্মগোপন করেছিলাম তখন আমি নবী (সাঃ)-কে বললাম, যদি কাফিররা তাদের পায়ের নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর, ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ যাঁদের তৃতীয় জন।

---

১ আবদুল্লাহ শাহেদ, আল-মাদানী, **কিয়ামতের আলামত**, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তাবি), পৃ. ৮৪

২ কিয়ামতের আলামত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

৩ ইবনু তাইমিয়া, **আল-কাইদাতুল জালীল : ফিত তাওয়াসসুলি ওয়াল অছীলা**, (মাকতাবাতিছ ছেকাফাতিত দ্বীনিয়া, তাবি), পৃ. ৩১; মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী, ডক্টর, **শির্ক কী ও কেন**, ৪র্থ প্রকাশ, (সিলেট : এডুকেশন সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ৪৮১

৪ **সহীহ বুখারী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৫

সুরাকা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করেছে :

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي . قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ ، لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَاناً بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً ، وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ . فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ . قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ . فَأَخَذَ شَاةً . فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى . قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَى يَنْفُضُ ، فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا ، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرِبَ ، حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ « أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ » . قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « لاَ تَحْزَنْ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » . فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ ، شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادْعُوَا لِي ، فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ . فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَداً إِلاَّ قَالَ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا . فَلاَ يَلْقَى أَحَداً إِلاَّ رَدَّهُ . قَالَ وَوَفَى لَنَا [১]

বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রাঃ) আমার পিতার কাছে আমাদের বাড়িতে আসলেন। তিনি আমার পিতার কাছ হতে একটি হাওদা কিনলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাআকে আমার সঙ্গে হাওদাটি বয়ে নিয়ে যেতে বল। আমি হাওদাটি বয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম। আমার পিতাও ওটার মূল্য নেয়ার জন্য আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবূ বকর! দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন, আপনারা

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১০

কী করেছিলেন যে রাতে আপনি নবী (সাঃ)-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ। অবশ্যই আমরা সারা রাত পথ চলে পরদিন দুপুর অবধি চললাম। যখন রাস্তাঘাট লোকশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের আনাগোনা ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নযরে পড়লো, যার ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে নামলাম। আমি নবী (সাঃ)-এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ওখানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় থাকলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক! তুমি কার রাখাল? সে মদীনার কি মক্কার এক লোকের নাম বলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেষপালে কি দুধেল মেষ আছে? সে বলল, হাঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দুহে দিবে? সে বলল, হাঁ। অতঃপর সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালি, পশম ও ময়লা হতে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি বারাআ (রাঃ)-কে দেখলাম এক হাত অন্য হাতের ওপর ঝাড়ছেন। অতঃপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সঙ্গেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নবী (সাঃ)-এর উযূর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়েছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হাযির হলাম। আমি দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নিচ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর নবী (সাঃ) বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হাঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের সফর। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবনু মালিক আমাদের পিছন নিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অনুসরণে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তখন নবী (সাঃ) তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল, শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এই শব্দটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এ রকম শব্দ বলেছিলেন। সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরুদ্ধে দু'আ করেছেন। আমার জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহর কসম আপনাদের খোঁজকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী (সাঃ) তার জন্য দু'আ করলেন। সে বেঁচে গেল। ফিরে যাবার পথে যার সঙ্গে তার দেখা হত, সে বলত আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে ফিরিয়ে দিয়েছে। আবূ বকর (রাঃ) বলেন, সে আমাদের সঙ্গে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ كَثِيراً فَأَنْسَاهُ . قَالَ « ابْسُطْ رِدَاءَكَ » . فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ « ضُمَّهُ » فَضَمَمْتُهُ ، فَمَا نَسِيتُ حَدِيثاً بَعْدُ .[১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হতে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও। আমি চাদর বিছালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কী যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি চেপে ধর। আমি চেপে ধরলাম, অতঃপর আমি আর কোন হাদীস ভুলিনি।

আম্মার (রাঃ)-এর শাহাদতের আগাম খবর :

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاِبْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ . فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ « وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ » . قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ .[২]

ইকরিমাহ (রহ.) বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে ও তাঁর ছেলে আলী (রহ.)-কে বললেন : তোমরা উভয়ই আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-এর নিকট যাও এবং তাঁর হতে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মাসজিদে নাববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন : আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার (রাঃ) দু' টো দু' টো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী (সাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হতে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন : আম্মারের জন্য আপসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহ্বান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহ্বান করবে জাহান্নামের দিকে। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, তখন আম্মার (রাঃ) বললেন : আমি ফিতনাহ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৪
২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৪

পরবর্তীতে সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় আম্মার (রাঃ) খলীফাতুল মুসলিমীন আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

সত্যবাদীতার প্রতিদান হিসেবে তাওবা মঞ্জুর :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَداً تَخَلَّفَ ، عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا ، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً وَعَدُوًّا كَثِيراً ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ

اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ . فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ « مَا فَعَلَ كَعْبٌ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ . فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي ، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ « تَعَالَ » . فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي « مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ » . فَقُلْتُ بَلَى ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ ، لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ » . فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي ، فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ قَالُوا نَعَمْ ، رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ . فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ . فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فِيهِمَا إِسْوَةٌ ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ ، فَمَا هِيَ

الَّتِي أَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ ، وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ أَمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ . فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ ، قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ . فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلاَءِ . فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا . وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ . قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ « لاَ وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ » . قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَىْءٍ ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لاِمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا ، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي ،

وَضَاقَتْ عَلَىَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ ، أَبْشِرْ . قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِداً ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَىَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ إِلَىَّ رَجُلٌ فَرَساً ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِى سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَىَّ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّونِي بِالتَّوْبَةِ ، يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ . قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِى وَهَنَّانِى ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَىَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ، قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » . قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ « لاَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » . قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى بِخَيْبَرَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِى صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِى ، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِى هَذَا كَذِباً ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِى اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ) إِلَى قَوْلِهِ (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِى لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِى نَفْسِى مِنْ صِدْقِى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) . قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ ،

فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ . فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) وَلَيْسَ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا. خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ . فَقَبِلَ مِنْهُ .[১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, কা'ব (রাঃ) অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) যতগুলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে ভৎসনা করা হয়নি। রাসূল (সাঃ) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এবং তাঁদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আকাবার রাতে যখন রাসূল (সাঃ) আমাদের থেকে ইসলামের ওপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকেদের মধ্যে বদরের ঘটনা বেশি মাশহুর ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই– তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এতো অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সচ্ছল ছিলাম যে আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সঙ্গে দু'টি যানবাহন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় জোগাড় করেছিলাম। আর রাসূল (সাঃ) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, বাহ্যত তার বিপরীত দেখতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের যাত্রা, বিশাল মরুভূমি এবং বহু শত্রুসেনার মোকাবিলা করার। কাজেই রাসূল (সাঃ) এ অভিযানের অবস্থা এবং কোন এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে যাবেন তাও মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে দেন যাতে তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামান জোগাড় করতে পারে। এদিকে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মুসলিমের সংখ্যা অনেক ছিল এবং কা'ব (রাঃ) বলেন, যার ফলে যে কোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওয়াহী মারফত এ খবর না জানানো পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূল (সাঃ) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-মূল পাকার ও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার সময় ছিল। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে তাদের সংখ্যা কোন নথিপত্রেও হিসেব করে রাখা হত না।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩৪

যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা পারব। এই দোটানায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। এদিকে অন্য লোকেরা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূল (সাঃ) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। এ কথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূল (সাঃ) তাবুক পৌঁছার আগে পর্যন্ত আমার ব্যাপারে আলোচনা করেননি। অনন্তর তাবুকে এ কথা তিনি লোকেদের মাঝে বসে জিজ্ঞেস করে বসলেন, কা'ব কী করল?

বনু সালামা গোত্রের এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! তার ধন-সম্পদ ও অহঙ্কার তাকে আসতে দেয়নি। এ কথা শুনে মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূল (সাঃ) নীরব রইলেন। কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রাসূল (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা উযূহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূল (সাঃ)-এর ক্রোধকে ঠান্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগুণীদের থেকে পারমর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হলো যে, রাসূল (সাঃ) মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা দূর হয়ে গেল। আর মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, এমন কোন উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথাই বলব। রাসূল (সাঃ) সকাল বেলায় মদীনায় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী (সাঃ) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে আপরগতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগলো। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিলো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বাহ্যত তাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাদের

বাই'আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিলেন। কা'ব (রাঃ) বলেন আমিও এরপর নবী (সাঃ)-এর সামনে হাজির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এসো। আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওজর-আপত্তি পেশের মাধ্যমে ঠান্ডা করার চেষ্টা করতাম। আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কোন উযূহাত পেশ করে আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে আপনাকে অবগত করিয়ে দিবেন। সুতরাং আমি সত্য কথা বলছি, তাতে আপনি অসন্তুষ্টই হোন না কেন? আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ক্ষমার কোন পথ সুগম করে দিবেন। বাস্তব কথা হলো, আমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার এমন কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছিলো না, যা আমি আপনার সম্মুখে পেশ করতে পারি। যুদ্ধে যাবার সামর্থ্য আমার ছিলো। এ বক্তব্য শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। এখন তুমি যেতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত জানান পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করতে থাক। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ইতিপূর্বে কোন পাপ করেছ বলে আমাদের জানা নেই; তুমি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত অন্যান্যদের মত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি ওজর পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে তোমার জন্য রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ্‌র কসম! তারা আমাকে বারবার কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মতো এ কাজ কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিলো, হ্যাঁ, আরো দু'জন তোমার মতো বলেছে এবং তাদের ব্যাপারেও তোমার মত একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা বললো, একজন মুরারা ইবনে রবী আমরী অপরজন হলেন, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে জানালো যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য দু'জনই আদর্শস্থানীয়। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অবিচল-অটল রইলাম।

এরপর রাসূল (সাঃ) নির্দেশ জারী করলেন, কেউ যেন আমাদের তিনজনের সাথে কোন কথা না বলে। তারা দু' জন গৃহের বাইরে যেত না। আমি কিন্তু গৃহের বাইরে বের হতাম। জাম'আতের সাথে সলাত পড়তাম। বাজারে যাতায়াত করতাম। কিন্তু

কেউ আমার সাথে কোন কথা বলত না। মনে হলো যেন এ জনপদ একেবারেই বদলিয়ে গেছে। আমি এখানে অপরিচিত কেউ, এ জনপদে কেউ যেন আমার পরিচিত নয়। মসজিদে সলাত পড়ার জন্য যেতাম। অভ্যাসানুযায়ী রাসূল (সাঃ)-কে সালাম দিতাম। উত্তর পাবার আশায় তাঁর ওষ্ঠদ্বয় কম্পনের অপেক্ষায় থাকতাম। সলাত পড়ার সময় রাসূল (সাঃ)-এর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকতাম, লক্ষ্য করতাম, আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি কিরূপ নিবদ্ধ হয়? একদিন আমি হতাশ হয়ে আমার চাচাতো ভাই এবং বাল্যবন্ধু আবূ কাতাদা (রাঃ)-র নিকট উপস্থিত হলাম এবং তার বাগানে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আল্লাহ্‌র বান্দা আমার সালামের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। আমি বললাম ঃ আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে ভালোবাসি না? তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি পুনরায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তখন তিনি কেবল এতোটুকু বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-ই ভালো জানেন। এ কথা শুনে আমার নয়নযুগল দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। দেয়াল থেকে নেমে আসলাম। কা'ব বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে আমি ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার এক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কা'ব ইবনে মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিল। তখন সে এসে গাস্‌সানি বাদশার একটি পত্র আমাকে প্রদান করে। আমি তা খুলে পাঠ শুরু করি। তাতে লেখা ছিল, "আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের নবী তোমাদের প্রতি অবিচার করেছেন। তোমরা কোন সাধারণ মানুষ নও। তোমাদের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে এর উপযুক্ত নও। আমাদের নিকট চলে আস। আমরা তোমাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করব।"

এ পত্র পাঠে আমি মন্তব্য করলাম, এটিও আর একটি পরীক্ষা। তৎক্ষণাৎ পত্রটি আগুনে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর দূত নতুন ফরমান নিয়ে আসলেন যে, "তোমারা নিজ স্ত্রী থেকেও পৃথক হয়ে যাও।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেব? উত্তর পেলাম, না, কেবল পৃথকভাবে বসবাস করতে থাক। সুতরাং রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীকে বললাম, নিজ পিত্রালয়ে চলে যাও। অপেক্ষা করতে থাক, আল্লাহ্ তা'আলার এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত। কা'ব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবনে উমাইয়্যার স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! হিলাল ইবনে উমাইয়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খিদমত করি, এটি কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী (সাঃ) বললেন ঃ না, তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহ্‌র

কসম! তিনি এ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কা'ব (রাঃ) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূল (সাঃ) হিলাল ইবনে উমাইয়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খিদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কী বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খিদমতে সক্ষম। এরপর আরো দশরাত কাটালাম। এভাবে নবী (সাঃ) যখন থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের সলাত আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে বসেছিলাম যে অবস্থার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জানপ্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগৎটি যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পর্বতের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, হে কা'ব ইবনে মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

কা'ব (রাঃ) বলেন, এ আওয়াজ শুনতেই সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি বুঝলাম যে, আমার সুদিন ও খুশির খবর এসেছে। রাসূল (সাঃ) ফজরের সলাত আদায়ের পর আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পর্বতের ওপর আরোহন করতঃ চীৎকার দিতে থাকে। তার চিৎকারের শব্দ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছলো। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, তখন আমকে সুসংবাদ প্রদান করার শুকরিয়া স্বরূপ আমার নিজের পরনের কাপড় দু'টি খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ সে সময় ঐ দু'টি কাপড় ব্যতীত আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিলো না। ফলে আমি দু'টি কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূল (সাঃ)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। দলে দলে লোকেরা আমার কাছে উপস্থিত হতে লাগল। কে কার আগে আমাকে মুবারকবাদ জানাবে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো। সকলেই ক্ষমা ঘোষণার সুসংবাদ জানাল। আমি দাঁড়িয়ে সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলাম। সেখানে রাসূল (সাঃ) বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌ (রাঃ) দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারবো না। কা'ব (রাঃ) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূল (সাঃ)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার

মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! এটি কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন ঃ আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর রাসূল (সাঃ) যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা এতো উজ্জ্বল ও ঝলমলে হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমার তাওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খাইবারে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তাওবা কবুলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকী জীবনে সত্যই বলবো। আল্লাহ্‌র কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নিয়ামত আল্লাহ্ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। [কা'ব (রাঃ) বলেন] যেদিন রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সাঃ)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। "আল্লাহ্ অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল সংকট মুহূর্তে, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ্ তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের সকলের ওপর স্নেহশীল, করুণাময় (৯ ঃ ১১৭)।"

[কা'ব (রাঃ) বলেন] আল্লাহ্‌র শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ্ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হল রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচারীদের সম্পর্কে যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে ... আল্লাহ্ সত্যবাদী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না (৯ ঃ ৯৫-৯৬)।

কা'ব বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে– যাদের তাওবা রাসূল (সাঃ) কবুল করেছেন যখন তারা তাঁর কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) স্থগিত রেখেছেন।

এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ বলেন : "আর ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও তিনি কৃপাদৃষ্টি করলেন, যাদের ব্যাপার মূলতবী রাখা হয়েছিল। এমন কি যখন জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়া ছাড়া কোন আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই পরম তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু (৯ ঃ ১১৮)।"

কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওজর-আপত্তি জানিয়েছিল এবং রাসূল (সাঃ)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

নেক কাজের ওয়াসিলার দ্বারা মুসিবত থেকে উদ্ধার লাভ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِى جَبَلٍ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ . قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِى صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِىَّ ، وَإِنِّى اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِىَ الصِّبْيَةَ ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ . فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوُا السَّمَاءَ . وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِى بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً . فَفَرَجَ . وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أُرُزٍّ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِى حَقِّى . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ ، فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا فَجَاءَنِى فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ . فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِى . فَقُلْتُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ . فَأَخَذَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ

ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِىَ . فَفَرَجَ اللَّهُ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ .[১]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হল। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খন্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের কর, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন করা হয়েছে এবং তার ওয়াসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের ওপর হতে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো পছন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের হতে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমি তাকে তার চেয়ে অধিক ভালবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মাহ্‌র (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করো না) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম।

---

১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৩

যখন সে তার কাজ শেষ করল আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মুজুরী দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলি নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন।

জাদুমন্ত্র বা অন্য কিছু নয়; বরং নেককার বান্দাদের উসিলার মাধ্যমে বিপদ দূর হওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অন্যতম কারামত।

মাওলানা সৈয়দ আলী :

মাওলানা সৈয়দ আলী সর্ম্পকে লোকমুখে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, কৃষিকাজে জমিতে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে। তখন তিনি এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে দু'আ পড়ে আল্লাহর নামে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়।[১]

সর্দার হাজী সাহেবের প্রসিদ্ধ ঘটনা :

কয়েকজন চোর সরদার হাজী সাহেবের কাঁঠাল বাগান হতে কাঁঠাল চুরি করতে গিয়ে দেখে সেখানে হাজী সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ হাজী সাহেবের পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। পরদিন সকালে হাজী সাহেবের সাথে দেখা হলে লজ্জায় তারা সামনে যেতে চাচ্ছিল না। হাজী সাহেব তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। তারা ঘটনা বর্ণনা করলে, হাজী সাহেব বলল : গত রাতে আমি বাগানে যাইনি। নিশ্চয়ই তারা হাজী সাহেবের বেশে অন্য কাউকে দেখেছে।[২]

---

১ তথ্যদাতা : অধ্যাপক সুরুজ জামান, জামালপুর

২ তথ্যদাতা : হাফেজ নূহ উদ্দিন, কুঁচগিরিয়া, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; উল্লেখ থাকে যে, গত ২৭/১১/১৮ তারিখ ভারতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

অধ্যায় ঃ ৮

মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রস্তাবনা

বর্তমান সময়ে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর সঠিক অবদান তুলে ধরা বা প্রচার করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা পূর্বে কোন কিছু সম্প্রচার করার তেমন উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধা ছিল না। বর্তমান সময়ে অতি অল্প সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীতে যাবতীয় তথ্য ছড়িয়ে দেয়া যায়। যাবতীয় ভাল কথা যেমনিভাবে প্রচার করা সহজ পাশাপাশি মন্দ কথা, তথা মু'জেযা ও কারামতের নামে মিথ্যা ও অবাস্তব কথা এবং ঘটনাগুলো মু'জেযা ও কারামত বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে। এতে করে সর্বসাধারণের নিকটে ইসলামের নামে মিথ্যা ও অবাস্তব মু'জেযা ও কারামত তুলে ধরা হচ্ছে। সঠিক মু'জেযা ও কারামতসমূহ তুলে ধরার জন্য পূর্বেকার জ্ঞানীগণ যেমন নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন। তেমনিভাবে বর্তমান সময়েও মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইমাম, বক্তা, ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, গবেষক ও মিডিয়াসহ সকল স্তরের দায়িত্বশীল সচেতন হলে সমাজ থেকে মিথ্যা ও অবাস্তব মু'জেযা ও কারামতসমূহ উপড়িয়ে ফেলা সম্ভব। নিম্নে আমাদের প্রস্তাবনাগুলি তুলে ধরছি।

১. মু'জেযা ও কারামত অস্বীকারকারীদেরকে বয়কট করা : যে সকল ব্যক্তি বলে থাকে যে, মু'জেযা ও কারামত বলতে কিছু নেই। এমনকি মু'জেযা ও কারামত অস্বীকার করে এমন ব্যক্তিদেরকে সকল ক্ষেত্রে বয়কট করতে হবে।

২. তথ্যবিহীন মু'জেযা ও কারামত বর্জন করা : যে সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রমান নেই এমন মু'জেযা ও কারামত বর্জন করতে হবে।

৩. শিথিলতা বন্ধ করা : মু'জেযা ও কারামতের ক্ষেত্রে শিথিলতা বন্ধ করতে হবে। কারণ শিথিলতায় ইসলামের বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. স্বপ্নের মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস না করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে কেহ স্বপ্নের মাধ্যমে দাবী করলে তা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ মু'জেযা প্রকাশিত হয় নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে, আর কারামত প্রকাশিত হয় মহান আল্লাহর অনুগত নেক্কার বান্দাদের মাধ্যমে। সুতরাং এটা দাবী করার বিষয় নয়; বরং বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে।

৫. লোকমুখের কথা বর্জন করতে হবে : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে লোকমুখে শুনা কথা বর্জন করতে হবে। কেননা যাচাই বাচাই করে বিশ্বস্ত কথা গ্রহণ করার নির্দেশ ইসলামী শরীআতে রয়েছে।

৬. ফাসেক ব্যক্তির কথা বর্জন করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি কথা বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[১]

–হে ইমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

৭. সুবিধাবাদীদের বয়কট করা : সমাজে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা তাল মিলিয়ে চলে। মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে এমন সুবিধাবাদী লোকদেরকে বয়কট করতে হবে।

৮. সুযোগ সন্ধানী লোক বর্জন করা : সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে কোন মু'জেযা বা কারামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তখন তারা ইখতেলাফ রয়েছে বলে পাশ কেটে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের সুযোগ সন্ধানী লোকদেরকে বর্জন করতে হবে।

৯. সন্দেহ সৃষ্টিকারী বর্জন করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে যেসকল লোক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকে বর্জন করতে হবে।

১০. অজ্ঞতা দূর করা : মু'জেযা ও কারামত সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না থাকলে অনুমান করে জ্ঞানী লোকের ভাব ধরে বলা যাবে না। যাবতীয় অজ্ঞতা দূর করে বলতে হবে অন্যথায় চুপ থাকবে।

১১. মুশরিক বর্জন করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে সকল মুশরিকদের কথা বর্জন করতে হবে।

১২. শিক্ষকদের সচেতনতা : সকল স্তরের শিক্ষকগণকে মু'জেযা ও কারামত শিক্ষা দানকালে সচেতন থাকতে হবে। কোনভাবে যেন ছাত্রদেরকে ভুল শিক্ষা দেয়া না হয়।

১৩. ছাত্রদের সতর্কতা : সকল স্তরের শিক্ষার্থীকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে ভুল মু'জেযা ও কারামত শিক্ষা গ্রহণ করা না হয়।

১৪. মিথ্যাবাদী বক্তা পরিহার : যেসকল বক্তা মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে বক্তব্য দেয় এমন বক্তা পরিহার করতে হবে।

---

১ আল-কুরআন, ৪৯ : ৬

১৫. সন্দেহজনক বিষয় বর্জন করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে সাথে সাথে তা বর্জন করতে হবে।

১৬. ধারণা ভিত্তিক কথা বর্জন করা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে যারা ধারণা ভিত্তিক কথা বলে তাদের এরূপ কথা বর্জন করতে হবে।

১৭. বিদ'আতী ব্যক্তি পরিহার : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে বিদ'আতী ব্যক্তিকে পরিহার করতে হবে।

১৮. শিরককারী ব্যক্তি পরিহার : শিরককারী ব্যক্তিকে মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে পরিহার করতে হবে।

১৯. ভুল কথা আকর্ষণীয় হলেও বাতিল : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে শুনতে আকর্ষণীয় হলেও যদি ভুল তথ্য হয় তাহলে বাতিল করতে হবে।

২০. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীদের সাবধানতা : যাদের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হয় তাদেরকে সাবধান হতে হবে। যাতে কোনভাবে মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত সম্বলিত পুস্তক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে।

২১. প্রকাশকদের সজাগ দৃষ্টি : মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত সম্বলিত কোন বই যেন প্রকাশ না হয় সেদিকে প্রকাশকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২২. পাঠকের সতর্কতা : সকল পাঠককে সতর্ক থাকতে হবে যাতে মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত সম্বলিত কোন পুস্তক পাঠ করা না হয়।

২৩. লেখকের সতর্কতা : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে লেখকদের সতর্কতা প্রয়োজন। যাতে করে কোন মিথ্যা তথ্য লিখা না হয়।

২৪. গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি : মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে সকল গবেষকদের উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। যাতে করে গবেষণার নামে কোন ভুল বা মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

২৫. পুস্তক বিক্রেতার সতর্কতা : সমাজ থেকে ভুল বা মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত তুলতে হলে পুস্তক বিক্রেতাদের সতর্ক হতে হবে। যাতে করে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত বই বিক্রি না হয়।

২৬. মিডিয়া : বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ভুল বা মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার অন্যতম উপায় হল মিডিয়া। সুতরাং মিডিয়াতে যাতে এ ধরনের মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত প্রচার বন্ধ থাকে, এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি যেসকল আলোচক ভুল তথ্য দিয়ে মিথ্যা বা ধারণাভিত্তিক আলোচনা করে, এমন আলোচকদের বক্তব্য সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে।

২৭. সরকারের নজরদারী করা : যে কোন দেশের সরকারের উচিত মু'জেযা ও কারামতের নামে কোন ভুল বা মিথ্যা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য যাতে প্রচার ও প্রসার করতে না পারে সে দিকে নজরদারী করা।

২৮. শাস্তির ব্যবস্থা : যে কোন দেশের সরকারের উচিত যারা ইসলামের নামে বা মু'জেযা ও কারামতের নামে ভুল অবাস্তব বা মিথ্যা মু'জেযা ও কারামত প্রচার ও প্রসারের কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা। তাহলে মানুষ সতর্ক থাকবে। ভুল বা মিথ্যা কোন কিছুই প্রচার করতে সাহস পাবে না।

২৯. গবেষণাগার তৈরি করা : সঠিক তথ্য উপস্থাপনের জন্য গবেষণাগার তৈরি করা।

৩০. যাচাই করা : খাদ্যে ভেজাল বা ঔষধে ভেজাল আছে কি-না যাচাই করার সরকারীভাবে ব্যবস্থা আছে। পাশাপাশি ইসলামের নামে মু'জেযা ও কারামত বা অন্য কোন বিষয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার ঃ

"ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি দু'টি অংশে ভূমিকাসহ মোট ৮টি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য এক অনুপম আদর্শ হলেন মানবতার মহান বন্ধু রাহমাতুল্লিল আলামীন নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। যার মাধ্যমে পূর্বেকার সকল নবী ও রাসূলগণের প্রদত্ত মু'জেযাসহ যাবতীয় কর্মকান্ড জানতে পেরেছি।

রাসূল (সাঃ)-কে আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁর মু'জেযাসহ যাবতীয় আমল-আখলাক বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছি সাহাবীদের মাধ্যমে। তাদের মাধ্যম ছাড়া রাসূল (সাঃ)-সহ সকল নবী ও রাসূলগণের মু'জেযাসমূহ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিলনা। পাশাপাশি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মাধ্যমে কারামতে আউলিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

এই অভিসন্দর্ভটির– প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়ে মু'জেযার পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে মু'জেযা শব্দের উৎপত্তি, ব্যবহার, আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মু'জেযার উৎস, গুরুত্ব, নবীগণকে প্রদান করার কারণ, এর অস্বীকারকারীদের পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পাথর্ক্য এবং শয়তান, জ্বীন ও জাদুর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ সাবলীল ভাষায় তথ্যসহ তুলে ধরেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব তাৎপর্য ও তার প্রভাবসমূহ তথ্যসহ আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল মু'জেযাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ :

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ওলীদের পরিচয়, ওলীদের কারামত সত্য কি-না, ইসলাম প্রচারে কারামতে আউলিয়া-এর অবদানসমূহ সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও তথ্যবহুল কারামতসমূহ বিস্তারিতভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্তমান সময়ে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রস্তাবসমূহ আন্তরিকতার সাথে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, **"ইসলাম প্রচারে মু'জেযার গুরুত্ব ও কারামতে আউলিয়া-এর অবদান"** নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনুকরণীয় মাইলফলক ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত স্বরূপ। কারণ মুসলিম সমাজ থেকে মু'জেযা ও কারামতের নামে মিথ্যা মু'জেযা, জাদু, ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা বর্জন করা ছাড়া প্রকৃত মু'জেযা ও কারামত প্রতিষ্ঠা করা, এর মর্যাদা তুলে ধরা, এর গুরুত্ব বর্ণনা করা, মুসলিম সমাজের ঐক্য, প্রশান্তি ও ভালবাসা টিকিয়ে রাখার বিকল্প কিছু হতে পারে না।

এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

অনাগত ভবিষ্যতের গবেষক, মু'জেযা ও কারামত অনুসন্ধিৎসু এবং সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণে এ গবেষণা কর্মটি যেমন সহায়ক হবে, তেমনি প্রকৃত মু'জেযা ও কারামত প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে ও সমাজ থেকে জাদু এবং মিথ্যা মু'জেযা, ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা বর্জন করার ক্ষেত্রেও সন্দর্ভটি এক নতুন মাত্রার সংযোজন হবে বলে আমরা প্রত্যাশী। এ গবেষণায় আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজ তাদের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সন্ধান লাভ করবে। প্রকৃত মু'জেযা ও কারামতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দাওয়াত ও তাবলীগের পাশাপাশি আমলের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ফলে দেশ ও জাতির মধ্যে প্রচলিত হিংসা, হানাহানি ও দলাদলিসহ যাবতীয় অশান্তি দূরীভূত হয়ে নেমে আসবে শান্তির সুবাতাস।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রকাশিত যেসকল গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

আল কুরআনুল কারীম ঃ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ঃ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা. ২০১৩)

আকরাম জিয়া উমরী, ডক্টর ঃ **সীরাহ নববিইয়াহ সহীহা**, (রিয়াদ : মাকতাবা উবাইকান, ২০০৯)

আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী ঃ **জামে আত-তিরমিযী**, (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তাবি)
ঃ **শামায়িলুত তিরমিযী** (অনু.) আব্দুর রহমান, (ঢাকা : ইমাম পাবলিকেশন্স লি. ২০১৪)
ঃ **শামায়িলুল তিরমিযী**, (দেওবন্দ : মুখতার এন্ড কোম্পানি, ১৯৮৫)

আব্দিল বার্র ইউসুফ আবু ওমর ঃ **আল ইস্তীআব**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯২)

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ডক্টর ঃ **ইসলামী আকীদা**, (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭)
ঃ **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭)
ঃ **রাহে বেলায়াত**, ৭ম সংস্করণ, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০১৭)

আব্দুল্লাহ, নওমুসলিম (অনু:) ছা'দুল হক ফারুক ঃ **ভেঙ্গে গেল ক্রুশ**, (ঢাকা : কুরআন-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, ২০০৮)

আব্দুল্লাহ শাহেদ, আল-মাদানী ঃ **কিয়ামতের আলামত**, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তাবি)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকিম আন-নিশাপুরী ঃ **আল মুসতাদরিক**, (হায়দারাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি.)

আবু কাব আনীসুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার ঃ **তাজকিরায়ে সাহাবা**, ১ম সংস্করণ, (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরি, ২০১৭)

আবু জাফর ঃ **মহানবীর (সাঃ) মহাজীবন**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা : কাটাবন বুক কর্ণার, ২০০৩)

আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, ইমাম তাহাবী ঃ **আল আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ : মুহাম্মদ খুমাইয়িসের শারহ-সহ**, (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১৪১৪ হি.)

ঃ **মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ**, (কায়রো : মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়্যাহ, ১৯৮৮)

আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ঃ **আর রওযুল উনুফ**, (মিসর : আল-মতবা'আতুল আস সুহায়লী জামালিয়া, ১৯১৪)

আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী ঃ **সহীহ মুসলিম**, (করাচী : আসাহহুল মাতাবি, ১৯৫৬)

ঃ **সহীহ মুসলিম**, (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তাবি), ২য় খন্ড

আব্দুল হামীদ ফাইযী, মাদানী ঃ **হাদীস সম্ভার**, (রাজশাহী : ওয়াহিদিয়া আল-ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ২০১২)

ঃ **ফিরিশতা জগৎ**, বাংলাদেশ সংস্করণ, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪)

আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ঃ **তাওযীহুল কুরআন**, ২য় প্রকাশ, (রাজশাহী : নওদাপাড়া, ২০১২), ৩০তম পারা।

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান (m¤úv`Z) ঃ **তাফসীর ফাতহুল মাজীদ**, (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০১৭)

ঃ **হাজ্জ, উমরা ও যিয়ারতের নিয়ম**, (ঢাকা : আল-খাইর পাবলিকেশন্স, ২০১৩)

আবূ নাঈম ইস্পাহী ঃ **দালায়িলুন নুবূওয়াত**, (বৈরুত : ইসদারু আলামিল কুতুব, তাবি)

আবূ বকর মোহাম্মদ যাকারিয়া, ডক্টর ঃ **কুরআনুল কারীম** (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (ঢাকা : সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী, ২০১৮), ৩য় খন্ড।

আলী কারী, মোল্লা ঃ **শারহুল ফিকহিল আকবার**, ১ম প্রকাশ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৪)

আয়মান আশ-শা'বান ঃ **কায়ফা আছবাহতা**, (রিয়াদ : মাকতাবা কাওসার, ২০১৪)

আয়েয আল কারনী, ডক্টর (অনু:) শেখ মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী ঃ **হতাশ হবেন না**, (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৭)

আহমদ শালাবী ঃ **মাওসূআহ আত-তারিখিল ইসলামী**, (মিসর : মাকতাবাহ আল নাহদাহ আল মিসরিয়া, তাবি), ১ম খন্ড

আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ঃ **আল মুসনাদ**, (কায়রো : মাতবা আতুশ শারকিল ইসলামিয়া, তাবি)

আহমাদ বিন হুসায়েন আবু বকর আল খুরাসানী ঃ **দালায়েলুন নবুঅত**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৪)

আহমাদ ইবনু হাজার আল আসকালানী
ঃ **আল ইসাবা**, ১ম সংস্করণ, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯২)
ঃ **ফতহুল বারী**, (রওযা : আল মাকতাবাতুস সালাফিয়া ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৯৫৭)

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
ঃ **ফাযায়িলে আমল**, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, (ঢাকা : আলবানী একাডেমী, ২০১৪)

ইবনু সা'দ
ঃ আত-তাবাকাত, (লিডেন ঃ মাতবা'আ বেরেল, ১৩২২ হি.)

ইবনু কাসীর (রহ:), আল্লামা
ঃ **শামায়িলুর রাসূল (সাঃ)**, (মিসর : ঈসা আল বাব আল হলবী, ১৯৬৪)
ঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৬)
ঃ **তাফসীরুল কুরআনিল কারীম**, (করাচী : আসাহহুল মাতাবি, তাবি)
ঃ **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, (সম্পাদনা পরিষদ), (ঢাকা : ই.ফা.বা. ২০০১/১৪২২ হি.) ২য় খন্ড

ইবনু তাইমিয়া, ইমাম
ঃ **মিনহাজুস সুন্নাহ**, ১ম সংস্করণ, (রিয়াদ : জামেআতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ আল ইসলামিয়া, ১৯৮৬)
ঃ **আল কাইদাতুল জালীল : ফিত তাওয়াসসুলি ওয়াল অছীলা**, (... মাকতাবাতিছ ছেকাফাতিত দ্বীনিয়া, তাবি)

ইবনু হাম্বল আশশায়বানী, ইমাম
ঃ **আল মুসনাদ**, (কায়রো : মাতবা আতুশ শারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭), ৪র্থ খন্ড

ইবনু হিশাম
ঃ **আস সীরাতুন নববিয়া**, তাহকীক মুস্তফা সাকা, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তাবি), ১ম খন্ড

ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ আত-তিবরীযী
ঃ **মিশকাতুল মাসাবীহ**, (দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়া, ১৯৫৭)

ওয়াহিদ বিন আব্দুস সালাম (অনু:) মতিউর রহমান
ঃ **জাদুর চিকিৎসা**, (রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০১৪)

কাজী ইয়ায
ঃ **আশ শিফা বিতা'রীফি হুকমিল মুস্তফা**, (মিসর : আল মাতবা আতুল মায়মানিয়্যা, ১৩২৯ হি.)

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
ঃ **হাদীসের গল্প**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা. ২০১২)

গোলাম মোস্তফা
ঃ বিশ্বনবী, ৪৮তম মুদ্রণ, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৩)

জালালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আস সুয়ূতী, আল্লামা (অনু:) মহিউদ্দিন
ঃ **আল খাসায়িসুল কুবরা**, (ঢাকা : সীরাত আহমদ গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ১৯৯৮)

জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আল্লামা (অনু:) গোলাম মুঈনুদ্দীন সাইদী, মুফতী
ঃ **আল খাসায়িসুল কুবরা**, (দিল্লী : ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮)

তানতাভী জাওহারী, আল্লামা
ঃ **আল জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম**, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি)

নঈম সিদ্দিকী (অনু:) আকরাম ফারুক
ঃ **মানবতার বন্ধু**, ৭ম মুদ্রণ, (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৫)

নজরুল ইসলাম, শায়খ
ঃ **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জিযা**, (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরি, ২০১৩)

নিযামুদ্দিন আউলিয়া (অনু:) কফিল উদ্দিন আহমদ
ঃ **রাহাতুল মুহিব্বীন**, (ঢাকা : বারগাহে চিশতিয়া, ১৯৯৪)

নূর মোহাম্মদ আজমী (রহ:), মাওলানা
ঃ **হাদীসে তত্ত্ব ও ইতিহাস**, পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রাঃ লিঃ, ২০০৮)

ফরিদ উদ্দিন আত্তার (অনু:) মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন
ঃ **তাযকিরাতুল আওলিয়া**, (ঢাকা : সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স, তাবি)

মতিউর রহমান নূরী, মাওলানা
ঃ **মু'জিযাতুন নবী (সাঃ)**, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০১২)

মতিউর রহমান, মাদানী
ঃ **নবী চরিত**, (রাজশাহী : ওয়াহিদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরি, ২০১৫)

মান্না আল-কাত্তান
ঃ **আল মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন**, (বৈরুত : মু'আসসাসা আররিসালা, ১৯৮৭)

মুজিবুর রহমান, ডক্টর
ঃ **কুরআনের চিরন্তন মু'জেযা**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২০০৬)

মুল্লা মজদুদ্দীন
ঃ **সীরাতে মুস্তফা**, (দিল্লী : মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯০৭)

মুহাম্মদ আবদুর রহীম
ঃ **মহাসত্যের সন্ধানে**, ৫ম প্রকাশ, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮)
ঃ **স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব**, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩)

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, মাওলানা
ঃ **মোযেযা'য়ে আম্বিয়া**, ৩য় মুদ্রণ, (ঢাকা : মীনা বুক হাউস, ২০১৫)

মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী
ঃ **আত্-তিবয়ান ফী উলুমিল কুরআন**, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৫)

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, ডক্টর
ঃ **তাফসীরুল কুরআন**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা. ২০১৩)
ঃ **আহলে হাদীস আন্দোলন**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ১৯৯৬)

ঃ **দিক দর্শন**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১৬)
ঃ **নবীদের কাহিনী**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১০), ১ম খন্ড
ঃ **নবীদের কাহিনী**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১০), ২য় খন্ড
ঃ **সীরাতুর রাসূল (সাঃ)**, ২য় সংস্করণ (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১৫, ১৪৩৭ হি.)
ঃ **হজ্জ ও ওমরাহ**, ৩য় সংস্করণ, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১১)
ঃ **মৃত্যুকে স্মরণ**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১৮)

মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আয যাহাবী
ঃ **মুখতাসার, তারীখুল ইসলাম**, (হায়দারাবাদ, দায়িরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, ১৩৪৫ হি.)

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী
ঃ **সহীহ আল বুখারী**, (দেওবন্দ : মাকতাবাতুর রহিমীয়া, ১৩৮৪ হি.)

মুহাম্মদ ইবনু জারীর আবু জাফর আল ফারেসী, তাবারী
ঃ **তারীখু তাবারী**, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত : দারুত তুরাছ, ১৯৬৭)

মুহাম্মদ ইবনু সা'দ
ঃ **আত তাবকাতুল কুবরা**, (কায়রো : দারুত তাহবীর, তাবি)
ঃ **আত তাবকাতুল কুবরা**, (লিডেন : মাতবা'আ বেরেল, ১৩২২ হি.)

মুহাম্মদ ইমরান হোসেন, শায়খ
ঃ **মর্যাদাবান নবী ঈসা (আঃ)**, (ঢাকা, সালাফী পাবলিকেশন্স, ২০১৫)

মুহাম্মদ এনামুল হক, ডক্টর
ঃ প্রধান সম্পাদক, **বাংলা অভিধান**, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৫)

মুহাম্মদ ছালেহ আল মুনাজ্জিদ (অনু:) মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
ঃ **আল্লাহর ওপর ভরসা**, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., ২০১৬)

মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন শায়খুল হাদীস, মাওলানা
ঃ **মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা**, (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ, ১৯৯৯)

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, নাজদী
ঃ **মুখতাসার সীরাতুল রাসূল** (সাঃ), ১ম সংস্করণ, (রিয়াদ : মাকতাবা দারুস সালাম, ১৯৯৪)

মুহাম্মদ বিন আবু কর শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়্যেম দামেস্কী
ঃ **যাদুল মা'আদ**, ২৯তম সংস্করণ (বৈরুত : মুওয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬), ৩য় খন্ড

মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাজাহ, আল কাযবীনী	ঃ **সুনান ইবনু মাজাহ**, (দেওবন্দ রশিদিয়া কুতুবখানা, তাবি)
	ঃ **আস-সুনান** (দেওবন্দ : আল মাকতাবা রহিমীয়া, ১৩৮৫ হি.)
মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ডক্টর	ঃ **আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**, পঞ্চদশ সংস্করণ, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২)
মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী, ডক্টর	ঃ **শির্ক কী ও কেন**, ৪র্থ প্রকাশ, (সিলেট : এডুকেশন সেন্টার, ২০০৭)
মুহাম্মদ শফী (রহ:), মুফতী (অনু:) মাওলানা মুহিউদ্দিন	ঃ **তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন**, (মদীনা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩, হি.)
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান	ঃ **হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতের নিয়ম**, (ঢাকা : আল-খাইর পাবলিকেশন্স, ২০১৩)
মোশাররফ, ডক্টর	ঃ **ইসলামের দিকদর্শন**, সর্বশেষ সংস্করণ, (রাজশাহী, ২০১৭)
	ঃ **দীন ইসলামের জানা-অজানা**, ১ম সংস্করণ, (রাজশাহী, ২০১৩)
মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম	ঃ **সহীহ হাজ্জ ও উমরাহ**, (ঢাকা : মাদারটেক, ২০১৬)
	ঃ **যুগে যুগে নৌকা**, (ঢাকা : শিক্ষাতথ্য প্রকাশনী, ২০১৮)
মোঃ আব্দুল বাতেন, মাওলানা	ঃ **আল কাওসার বাংলা-আরবী অভিধান**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮)
মোঃ খায়রুল এনাম	ঃ **বাংলাদেশ ও আধুনিক বিশ্ব**, সর্বশেষ সংস্করণ, (ঢাকা : সাহিত্যকোষ, ২০০২)
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	ঃ **মোস্তফা চরিত**, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮)
যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ডক্টর	ঃ **উসমান ইবনু আফ্ফান**, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩)
রাহাতুল মুহিব্বিন (অনু:) কফিল উদ্দিন আহমদ	ঃ **নিযামুদ্দিন আউলিয়া**, (ঢাকা : বারগায়ে চিশতিয়া, ১৯৯৪)
রেজাউল করিম আল মাদানী	ঃ **বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা**, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪)
শামসুদ্দিন যাহাবী	ঃ **তাযকেরাতুল হফফায**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৮)
শিবলী নুমানী	ঃ **সীরাতুন্নবী**, (আযমগড় : মাতবা মা'আরিফ, ১৯৫২)

সফিউর রহমান আল মুবারকপুরী	ঃ আর রাহীকুল মাখতুম, ২য় সংস্করণ, (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাসিল ইসলামী, ১৯৯৬)
সাদেক শায়েরী, মাওলানা	ঃ আল কুরআনের মর্যাদা, (বগুড়া : সেরা প্রকাশনী, ২০১২)
সালিহ আল ফাওযান, ডক্টর (অনু:) মনজুর ইলাহী, ডক্টর	ঃ আকিদাহ আত-তাওহীদ, ১ম বাংলা সংস্করণ, (ঢাকা : সিয়ান পাবলিকেশন লি., ২০১৫)
সুলায়মান ইবনুল আশআস আল সিজিস্তানী	ঃ সুনান আবূ দাউদ, (কোলকাতা, দারুল ঈসা ইসলামিয়া, তাবি)
সুলায়মান নদবী, সাইয়্যেদ	ঃ সীরাতুন্নবী, (আযমগড় : মাতবা মা'আরিফ, ১৯৫৩)
হুসাইন মুহাম্মদ মাখসূফ, শায়খ	ঃ তাফসীরুল কারীম, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৪)
Sir Jeans	ঃ The New Back ground of Science, (London : 1951)

যে সকল পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে–

আব্দুল্লাহ ফারুক, ডক্টর (সম্পাদিত)	ঃ **মাসিক তর্জুমানুল হাদীস**, ৩য় পর্ব, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকা : আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর, ২০১৫)
আব্দুর রশীদ আখতার (সম্পাদিত)	ঃ তাওহীদের ডাক, ২২তম সংখ্যা, (রাজশাহী, বা.আ.যু., প্রকাশনা বিভাগ, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৫)
মতিউর রহমান, মুন্সি (সম্পাদিত)	ঃ মাসিক খুৎবা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকা : তাজউদ্দিন আহমদ স্মরণী, এপ্রিল, ২০১৭)
মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, ডক্টর (সম্পাদিত)	ঃ মাসিক আত-তাহরীক, ১৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহী : হা.ফা.বা., জানুয়ারি, ২০১৫)
সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত)	ঃ বিশেষ স্মরণিকা, (ঢাকা : মাদরাসাতুল হাদীস, ২০০৯)
হুসাইন বিন সোহরাব (সম্পাদিত)	ঃ মাসিক আল-মাদানী, ২য় বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা, (ঢাকা : হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, জুন, ২০০৪)

অপ্রকাশিত যে পান্ডুলিপি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে–

মোহাম্মদ খায়রুল এনাম	ঃ কিয়ামত আর কতোদূর, (ঢাকা : প্রতিশ্রুতি প্রকাশনী, যন্ত্রস্ত)